অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

প্রথমঃ অঙ্কঃ

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্ ।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥ ॥ ১ ॥

অন্বয়।—যা (জলরূপা তনুঃ) স্রষ্টুঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ, যা (অগ্নিরূপা তনুঃ) বিধিহুতং হবিঃ (হোমীয়দ্রব্যজাতং) বহতি, যা চ (যজমানরূপা তনুঃ) হোত্রী (হবনকর্ম্ম-সম্পাদয়িত্রী), যে দ্বে (দিনকর-নিশাকররূপে তনূ) কালং বিধত্তঃ (উদয়েন অস্তময়েন চ অহঃ রাত্রিং চ জনয়তঃ), শ্রুতি-বিষয়গুণা (শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-শব্দ-গুণা) যা (আকাশরূপা তনুঃ) বিশ্বং (নিখিলং জগৎ) ব্যাপ্য স্থিতা, যাং (ধরিত্রীরূপাং তনুং) সর্ব্ব-বীজপ্রকৃতিঃ (জগতাম্ আধারভূতা) ইতি আহুঃ, যয়া (প্রাণাপানাদিবায়ুরূপয়া তন্বা) প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ (প্রাণধারণ-সমর্থাঃ ভবন্তি), প্রত্যক্ষাভিঃ (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যাভিঃ) তাভিঃ (পূর্ব্বোক্তাভিঃ জলাদিভিঃ) অষ্টাভিঃ তনুভিঃ (মূর্ত্তিভিঃ) প্রপন্নঃ (বিশেষিতঃ, উপলক্ষিতঃ, সঃ জলাদ্যষ্টমূর্ত্তিধরঃ ইত্যর্থঃ) ঈশঃ (শম্ভুঃ) বঃ (যুষ্মান্—রঙ্গপ্রেক্ষকান্) অবতু (রক্ষতু) ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ।—গ্রন্থ-প্রারম্ভেই বিঘ্ন-বিনাশন-মানসে কবি, অষ্টমূর্ত্তি শিবকে বন্দনা করিতেছেন। নাটকীয় নিয়মানু-সারে ইহার নাম "নান্দী"।

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম, এবং সূর্য্য—এই অষ্টবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তির দ্বারা যিনি উপলক্ষিত অর্থাৎ এই আট প্রকার যাঁহার মূর্ত্তি—সেই অষ্টমূর্ত্তিধর চিরমঙ্গলস্বরূপ শিব, উপস্থিত অভিনয়দর্শনার্থীদিগকে সকল আপদ্-বিপদ্ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। (একটু বিশেষ করিয়া কহিতেছেন)। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বপ্রথম যে জলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জলময়ী মূর্ত্তিতে যিনি "ভব" আখ্যায় অভিহিত হন, আবার রুদ্ররূপে অগ্নিময়ী মূর্ত্তিতে যিনি, শাস্ত্রানুসারে অভিপ্রেত দেবতার উদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত আজ্যাদি হবনীয় দ্রব্য-সম্ভার ধারণ করেন, এবং যজমান-মূর্ত্তিতে যিনি আপনিই সেই হবনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ও মহাদেবরূপে যিনি সোমমূর্ত্তিতে রাত্রি এবং ঈশানরূপে যিনি সূর্য্যমূর্ত্তিতে দিন—এই দ্বিবিধ কাল নিয়মিত করেন, আবার ভীমরূপে যিনি আকাশমূর্ত্তিতে এই নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া বিরাজমান ও যিনি ক্ষিতিমূর্ত্তিতে দৃশ্যাদৃশ্য জগতের আধাররূপে "সর্ব্ব"—আখ্যায় অভিহিত হন, এবং উগ্র নামে যিনি বায়ু-মূর্ত্তিতে চরাচর ভূতগ্রামের প্রাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই অষ্টমূর্ত্তিধর ঈশান অর্থাৎ অনন্ত-শক্তি শঙ্কর আপনাদের মঙ্গল করুন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—শকুন্তলা রচনার পূর্ব্বে, কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্র—এই দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। উহাদের প্রথমখানির বিষয় স্বর্গ ও মর্ত্তের ব্যাপার লইয়া, আর দ্বিতীয়খানির ঘটনার স্থল শুধু মর্ত্ত। প্রথমখানির নায়ক পুরূরবা মর্ত্তবাসী হইয়াও স্বর্গের দেবতাদের ন্যায় দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন এবং নায়িকা ত এক জন সম্পূর্ণরূপে স্বর্গবাসিনী, অপ্সরাদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তমা,—স্বর্গের ক্লিওপেট্রা। দ্বিতীয়খানির নায়ক-নায়িকা মর্ত্তের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ্যের রাজা ও রাজ-কন্যা। প্রথমখানিতে—বিক্রমোর্ব্বশীতে অতিমানুষ ঘটনাই অধিক। নিমেষমধ্যে নায়িকা মেঘের আকার ধারণ করিতেছেন, আর নায়ক সেই মেঘময়ী প্রিয়তমার আশ্রয়ে আকাশপথে স্বীয় রাজধানীতে ফিরিতেছেন, কত কি করিতেছেন ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়খানিতে কোনরূপ অবাস্তব, অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার নাম-গন্ধও নাই।

(নান্দ্যন্তে ।)

সূত্রধারঃ ।—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য ।) আর্য্যে । যদি নেপথ্যবিধানমবসিতম্ ইতস্তাবদাগম্যতাম্ ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ।—(নান্দীশেষে সূত্রধার প্রবেশ করিল) (সাজঘরের দিকে চাহিয়া সূত্রধার কহিল)—ওগো লক্ষ্মি ! সাজগোজ করা যদি হইয়া থাকে, তবে একবার এই দিকে এলে হ'তো না ? ॥ ২ ॥

দুইখানিই অতি মনোহর দৃশ্যকাব্য, হৃদয়গ্রাহী,—সত্য, কিন্তু উহার কোনখানিতেই আদর্শপুরুষের মূর্ত্তি নাই, সমাজের হিতকর আদর্শ-চরিত্র উহাতে সৃষ্ট হয় নাই। কবি, উক্ত কাব্যদ্বয়ে তাদৃশ চরিত্র-অঙ্কনে প্রয়াসও করেন নাই। উহাতে কবির প্রতিপাদ্য ছিল প্রণয় এবং প্রণয়োন্মাদের বর্ণনা। প্রণয়ের উন্মাদ যে কতদূর চরমসীমায় উপনীত হইতে পারে, প্রণয়ীর নেত্রে প্রণয়ানুকূল বস্তু ব্যতিরেকে আর কিছুই যে লক্ষিত হয় না বা হইতে পারেও না, প্রণয়ের স্বরূপ তুমি যত বড়ই ভাব না কেন, তাহা যে তদপেক্ষাও বৃহত্তর—বৃহত্তম, অনেক উচ্চ, কল্পনাগ্রাহ্যই নহে, ইহা ঐ দুই কাব্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রণয়,—নরনারীর অনাবিল হৃদয়ের একীভাব যে কেবল ঐ প্রণয়ী নরনারী-যুগলেরই নহে, ঐ বিশুদ্ধ প্রণয় যে জগতেরও অশেষ মঙ্গলের সাধন, ধর্ম্মভাবশূন্য প্রণয়-নামক পশুভাবে—প্রণয়চ্ছদ্ম বিষাক্ত-বাগুরাবন্ধনে প্রণয়ীর এবং সমাজের যতটা ক্ষতি, ধর্ম্মভাবমধুর দাম্পত্য-মিলনে সমাজের যে ততটা অথবা ততোধিক মঙ্গল, এই অবশ্যজ্ঞেয় তত্ত্ব কবি ঐ দুই কাব্যে দেখান নাই। তাই ঐ দুই নাটক-রচনার পর কবি, তাঁহার সকল শক্তির প্রয়োগ পূর্ব্বক অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক চিত্রিত করিয়াছেন। শকুন্তলায় এমন অনেক মূর্ত্তি,—অনেক বস্তু আছে, যাহা নিজে বুঝিলেও অপরকে বুঝানো যায় না। ইহা যথার্থই "সহৃদয়-সম্বেদ্য।" ইহা বাণীর বরপুত্রের অবিনাশিনী শিলোৎকোদিত মূর্ত্তি, আকল্পস্থায়ী অনুপম চিত্র। সহৃদয়কুলাগ্রণী ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,—

"অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর, শতবারই অপূর্ব্ববোধ হইবেক। ইহাতে হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা দুষ্মন্তের, এবং মহর্ষি কণ্বের পালিত-তনয়া শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রচনা করিয়াছেন। উভয়বিধ উপাখ্যান দৃষ্টি-গোচর করিলে, বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তলে কালিদাসের চমৎকারিণী কল্পনাশক্তি ও চিত্তহারিণী রচনা-শক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক পাঠ করিলে সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিঃসংশয় এই প্রতীতি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ। ধন্য কালিদাস ! ধন্য অভিজ্ঞান-শকুন্তল ! প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই। ধন্য বিক্রমাদিত্য ! এই কালিদাস তোমার বয়স্য ও সভাসদ্ ছিলেন , এই অভিজ্ঞান-শকুন্তল, তোমার পরিতোষার্থে সর্ব্বপ্রথম উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষীয়েরাই যে স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে, দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ অশেষ-দেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম জোন্স্ শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে, কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি সেক্সপিয়ারের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং জার্ম্মাণ-দেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি গেটি শকুন্তলার সর উইলিয়ম জোন্স্-কৃত ইংরেজী অনুবাদের ফষ্টর-কৃত জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"'যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরতের ফললাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান-শকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি , এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।'—যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

"এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয়ে রাজার বিদূষকের সহিত শকুন্তলাবিষয়ক কথোপকথন ও কণ্বাশ্রমবাসী ঋষিগণ কর্ত্তৃক রাজার নিকটে কতিপয় রাত্রি আশ্রমে আতিথ্য-স্বীকার প্রার্থনা। তৃতীয়ে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার পতিগৃহে প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্তসমীপে গমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ এবং সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন।" (বিদ্যাসাগর)

মনস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সুচিন্তিত ও সমীচীন উক্তির পর, শকুন্তলা-সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তবে

(প্রবিশ্য)

নটী।— অজ্জউত্ত! ইঅম্হি॥ ৩॥

প্রাকৃতানুবাদ।— আর্য্যপুত্র! ইয়ম্ অস্মি॥ ৩॥

বঙ্গার্থ।—(সূত্রধারপত্নীও অমনি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল)—"আর্য্য! এই ত আমি॥ ৩॥

পৌরাণিক চিত্রের সহিত কালিদাস-চিত্র মিলাইয়া দেখিতে গেলে, মানস-পটে স্বতই জলন্ত অক্ষরে এই লেখাগুলি ভাসিয়া ওঠে।—

মহাভারতের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা অপেক্ষা কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার চিত্র উৎকৃষ্টতর। কালিদাস সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। সৌন্দর্য্যের জন্য, যেটুকু বা যতটা আবশুক, তাহাই তাঁহার গ্রাহ্য এবং তদতিরিক্ত তাঁহার পরিত্যাজ্য ছিল। ইহা বুঝিতে হইলে, তাঁহার তিনখানি নাটক সম্বন্ধেই দু'একটি কথার উল্লেখ এ স্থলে একান্ত অসঙ্গত হইবে না। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয়, মালবিকাগ্নিমিত্র এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল এই নাটকত্রয়ের মধ্যে বিক্রমোর্ব্বশীর প্রধানপুরুষ পুরূরবা প্রতিষ্ঠান-নগরীর অধিপতি এবং অপ্সরার সৌন্দর্য্যমুগ্ধ নায়ক। সৌন্দর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই তাঁহার নয়ন-গোচর হয় না। গুণের গণনা তিনি করিতে চাহেন না বা করেনও না। বহিঃসৌন্দর্য্যের চরণে, তিনি অন্তঃ-সৌন্দর্য্যের বলিদান করিতে তিলমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। বহির্জগৎই তাঁহার প্রধান বিনোদ-বস্তু। অন্তর্জগতের শান্তোজ্জল মূর্ত্তির কমনীয় ছায়া তদীয় হৃদয়দর্পণে মূর্চ্ছিত হয় না। তাই পুরূরবা গুণবতী, হৃদয়বতী, সাধ্বী, পতিদেবতা ঔশীনরীকে উপেক্ষা করিয়া, লালসাময়ী, হৃদয়ের অদম্য লালসানলে—বয়ঃপ্রাপ্ত ও বীরোত্তম পুত্রকে পর্য্যন্ত আহুতি দিতে যে দ্বিধা বোধ করে না, তাদৃশী উর্ব্বশীকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; বাসনার আপাতরমণীয় মধুর বংশীরবে ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন; নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; ভারত-সম্রাট্ হইয়াও, আর্য্য-নরপতি হইয়াও, তিনি রাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন; প্রজা-পালন-রূপ রাজার প্রধান কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিলেন; প্রণয় যে একটা বিরাট্ ঐশ্বর্য্যময় বস্তু, সে জ্ঞান তাঁহার ছিল না। আর এক জন—মালবিকাগ্নিমিত্রের যিনি প্রধান পুরুষ, নায়ক, সেই অগ্নিমিত্রও ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট, পরমপরাক্রান্ত অথচ ক্ষমাশীল, আত্মমর্য্যাদার রক্ষণে এবং ভারত-সাম্রাজ্যের মহনীয় সিংহাসনের অলঙ্ঘ্য মর্য্যাদার পরিপালনে ও পরিবর্দ্ধনে তিনি নিয়ত তৎপর। তাঁহার অনেক গুণ, অনেক সৎপ্রবৃত্তি। কিন্তু তিনিও প্রণয়ময়-হৃদয়। প্রেমময়-হৃদয় তাঁহাকে বলিতে পারি না; সাহস হয় না। অমরপ্রার্থিত প্রেমরত্নের ঐ প্রকার নির্দ্দেশে অবমাননা না হউক, তাহার সম্মান করা হয় না। পুরূরবার ন্যায় তাঁহারও প্রণয়োন্মাদ বড়ই বেশী। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি, পুরূরবার মত, প্রণয়ের চরণে আত্মকর্ত্তব্য—রাজার কর্ত্তব্য বলি দিতেন না। তবে, বহিঃসৌন্দর্য্যের অতিপ্রভাবে পুরূরবার ন্যায় তিনিও বিমূঢ় ছিলেন। বিমুগ্ধ ছিলেন বলিলে যেন সবটুকু বলা হয় না। তাই তিনি নৃত্যগীতাদি-নিপুণা রূপসী ইরাবতীকে—এক দিন যে পাটরাণী ধারিণীর পরিচারিকা ছিল, রাজোচিত-বংশ-সম্ভূতা না হইলেও, তাহাকে মহিষীপদে সমারূঢ় করিয়াছিলেন। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—এই শাস্ত্রাদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্র একটা বিশাল সাম্রাজ্যের নিয়ন্তা হইয়াও পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধনটিকে, কেবল আত্মসুখের এবং আত্মতৃপ্তির কারণ মনে করিয়াছিলেন। নর-নারীর পরিণয়, শুধু সেই পরিণীত দম্পতির নহে, সমাজেরও যে অশেষ-কল্যাণকর, এ কথা পুরূরবার ন্যায় তিনিও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নতুবা ইরাবতী কদাচ তাঁহার নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইত। যাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলা যায়, যাঁহার চরিতাদর্শে আত্মদেহের প্রতিবিম্বন দেখিয়া, সমাজ আপনার দোষগুণের, ক্ষতিবৃদ্ধির এবং ত্রুটি ও পরিপূর্ত্তির সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, তাদৃশ আদর্শ-চরিত্র পুরূরবা বা অগ্নিমিত্রে নাই। যে দেশের যে সমাজের আদর্শ-পুরুষ রাম-যুধিষ্ঠির-ভীষ্ম, কর্ণ-দিলীপ-দুষ্মন্ত, পূর্ব্বোক্ত নায়কদ্বয় সেই দেশের সেই সমাজের আদর্শ হইবার যোগ্য নহেন। আবার যে দেশ, পার্ব্বতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, লোপামুদ্রা, চিন্তা, গান্ধারী, শকুন্তলা প্রভৃতি আদর্শরমণীগণের মহনীয় চরিতালোকে সমুদ্ভাসিত, সেই দেশে পুরূরবার উর্ব্বশীর বা অগ্নিমিত্রের ধারিণী, ইরাবতী প্রভৃতির স্থান অনেক নিম্নে। তবে পুরূরবার প্রধান মহিষী দেবী ঔশীনরী আদর্শ নারীকুলের অন্যতম হইলেও, তিনি কাব্যের, তথা কাব্যোল্লিখিত প্রধানপুরুষের 'উপেক্ষিতা' প্রতিনায়িকা মাত্র, 'অপেক্ষিতা' নহেন। তাঁহার চরিত্র কাব্যের উপজীব্য নহে। অবশ্য মালবিকা সম্বন্ধে অন্য কথা।

পুরাণ-কর্ত্তাদের গঠিত মূর্ত্তির সহিত পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী কবিগণের নির্ম্মিত মূর্ত্তির তুলনা করা যদিও সর্ব্বরুচি-সঙ্গত নহে, তথাপি এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, যদি-ই-বা সেই তুলনা করিতে [illegible] তবে তাহা একমাত্র মহাকবি কালিদাসের অঙ্কিত মূর্ত্তির সহিতই সম্ভবপর। অন্যত্র নহে। পুরাণকর্ত্তৃগণ যে সকল সৃষ্টি করিতেন, তাহা বিরাট্,

সূত্রধারঃ ।— আর্য্যে। অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। অদ্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেনাভিজ্ঞান-শকুন্তলাখ্যেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎ প্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ। ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্র।—দেখ লক্ষ্মি! আজ এই রাজসভায় কত সুপণ্ডিত, বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত। আজ কিন্তু, কালিদাস-বিরচিত অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক একখানি নূতন নাটক অভিনয়ের দ্বারা আমরা এই সমাগত পণ্ডিতদিগকে সেবা করিব। সুতরাং আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। প্রত্যেক অভিনেতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অভিনয়-কালে, কুশীলবগণ যাহাতে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অভিনয়াদি করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ॥৪॥

যেমন অখণ্ড, তেমনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। পূজনীয় ঋষিগণ 'ক্রান্তদর্শী' ছিলেন, যোগবলে—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদের স্বার্থমুক্ত হৃদয়ে আত্মপর-ভেদ ছিল না। এতাদৃশ সমুন্নত হৃদয়ের সুচিন্তা-প্রসূত মূর্ত্তি বা কল্পনা যেরূপ হইবে, সংসারক্ষেত্রে বিচরণশীল অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। তাই, পুরাণকর্ত্তগণের পরম আদরের মূর্ত্তি সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা প্রভৃতির তুলনা নাই। ঐ সকল চিত্র যেমন ঋষিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ, একাংশে কালিদাসের শকুন্তলা ও মালবিকাও তেমনি অপৌরাণিক যুগের কবিসৃষ্টির পরম উৎকর্ষ। শকুন্তলা বা মালবিকা যে সময়ের কবিসৃষ্টি, তখন ভারতে বিলাসের স্রোতঃ খরতরভাবে প্রবাহিত ও ভারত বহিঃশত্রুর আক্রমণভয় হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। তখনকার কি রাজা, কি প্রজা, কি রাজকর্ম্মচারী,—বিলাসমাধুরীই সকলের একমাত্র অবকাশ-বঙ্গিনী ছিল। তদানীন্তন উচ্চ-পরিবারের শুদ্ধান্তচারিণীরাও নানা শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শিনী ও অনেকে নৃত্যগীতাদি-কলাবিদ্যায়ও পরম বিদুষী ছিলেন। সেই সময়ে তাদৃশী কলাবতী নারীদিগের মধ্যে আবার মালবিকা অতি উচ্চস্থানভাগিনী হইলেও কিন্তু আর্য্য সমাজের আদর্শ-রমণীর মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা যাইতে পারে না। তাই বিক্রমোর্ব্বশী এব মালবিকাগ্নিমিত্রের পর, কালিদাস তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া তাঁহার দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন। এক কথায় অভিজ্ঞান-শকুন্তল তাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রতিভার, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী কল্পনার ও সর্ব্বাতিশায়িনী রচনার চরম নিকষোপল। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রে, কবি যে সমুদয় দিব্যদৃশ্যের, দিব্যমূর্ত্তির অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ত শকুন্তলায় আছেই, পরন্তু, শকুন্তলা নাটকে আরও এমন অনেক মূর্ত্তি ও বস্তু আছে, যাহা নিজে নিজেই কেবল অনুভব করা যায়, অপরকে অনুভূত করানো যায় না, নিজে বোঝা যায়, কিন্তু ভাষার সাহায্যে অপরকে বুঝানো যায় না। অভিজ্ঞান-শকুন্তল তাই কবিসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। রসিক সামাজিক যথার্থই বলিয়াছেন—"কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।" অভিজ্ঞান-শকুন্তল কালিদাসের যথার্থই "সর্ব্বস্ব।" তাঁহার অপার্থিব কল্পনারূপিণী উদ্যান-বাটিকার অমৃতময়ী পারিজাত-লতিকা। প্রেম এবং ধর্ম্ম—উভয়ের সম্মিলনে জগতে যে কি মধুর আনন্দের উৎস উদ্ভূত হয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তলরূপী স্বচ্ছ দর্পণে তাহাই প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা কবির চরম সৃষ্টি, বাণীর বরপুত্রের অক্ষয় আলেখ্য।

শকুন্তলায় দেখিতেছি, কবি, দেবদেব শঙ্করকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অপর দুইখানি নাটকেও, মহাদেবই সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলাচরণরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া তদীয় কুমার-সম্ভব কাব্য ত হরপার্ব্বতীকে লইয়াই বিরচিত, এবং রঘুবংশও পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক আরব্ধ হইয়াছে। আর তাঁহার মেঘদূতের প্রায় সর্ব্বত্রই, যেমন অবসর আসিয়াছে, মহাদেবের স্তবস্তুতির—পূজাপার্ব্বণের প্রাচুর্য্য। এই সব দেখিয়া, অনেকে অনুমান করেন যে, কালিদাস শৈব ছিলেন। আমাদের কিন্তু ঠিক ততটা মনে হয় না। প্রথমেই একটা চূড়ান্ত সমাধানের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়িয়া, যদি নিরপেক্ষভাবে ভাবিয়া দেখা যায়, তবে অন্য প্রকারই মনে লয়। কালিদাস যতগুলি পুস্তক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে সমস্তেরই মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় একটি,—বিশুদ্ধ প্রণয়। ঐ মুখ্য বর্ণনার পরিপোষকরূপে তাঁহাকে বহু বিষয়ের অবতারণা করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও তদীয় কাব্যাবলীর মধ্যে সরস্বতী-প্রবাহের ন্যায় কবির ঐ উদ্দেশ্য দৃশ্যাদৃশ্যভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। যদি এই কথা ঠিক বলিয়া ধরা যায়, তবে তিনি সমস্ত গ্রন্থেই শিবকে যে প্রথম প্রণাম করিয়াছেন, ইহারও একটা কারণ পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ প্রণয়ের,—অপার্থিব প্রেমের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে কোন্ দেবতার কথা আমাদের মনে আসে? রাধাকৃষ্ণ বা রাম-সীতার কথা না পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের কথা? প্রথমে দক্ষদুহিতা সতী ও পরে হিমালয়সুতা উমা এবং সতীশোকোন্মত্ত ও তপস্যারত বিশ্বনাথ ও পার্ব্বতী-তপোলব্ধ চন্দ্রশেখর, এই উভয়ের—হরগৌরীর কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে না কি? প্রণয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, ঐ প্রণয়রত্নের যাঁহারা অবিসংবাদিত রত্নাকর, যাঁহাদের প্রণয়ের তুলনা আর্য্য-সাহিত্যে আর নাই, সেই অর্দ্ধ-নারীশ্বরমূর্ত্তির কথা কি সর্ব্বাগ্রে মানস-দর্পণে উদিত হয় না? সংস্কৃত-সাহিত্যে, একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে,—যে বিষয়ে গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, সেই বিষয়ের যিনি অধিষ্ঠাতা দেব, তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে তথায় প্রণাম করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে মহাদেব, ভাস্কর ও স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, জ্যোতিষে চন্দ্র এবং অর্কদেব, তন্ত্রাদিতে

প্রাকৃতানুবাদ।—সুবিহিত-প্রয়োগতয়া আর্য্যস্য ন কিম্ অপি পরিহাস্যতে॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—নটী।—তুমি অভিনয়কার্য্যে যেরূপ সুদক্ষ এবং অদ্যকার অভিনয়ের যে প্রকার যোগাড়যন্ত্র করিয়াছ, তাহাতে কোনো স্থলে কোনরূপ ত্রুটি হইবে বলিয়া ত মনে হইতেছে না॥ ৫॥

অষ্টমূর্ত্তি এবং আদ্যাশক্তি প্রভৃতি সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চিত হইয়াছেন। লৌকিক জগতেও দেখি,—যাত্রাকালে আমরা সিদ্ধিদাতা বিঘ্নহর গণেশকে এবং ঔষধাদি-সেবনের সময়ে ধন্বন্তরি প্রভৃতিকে স্মরণ করিয়া থাকি। আরও একটু নামিয়া আসিলে দেখিতে পাই,—রোগ হইলে চিকিৎসকের বাড়ীতে এবং মালিমোকদ্দমায় পড়িলে ব্যবহারাজীবের বাড়ীতে দৌড়াই। বস্ত্রাদির প্রয়োজন হইলে কথনো মুদি-দোকানে বা অলঙ্কারাদি সংগ্রহার্থ লৌহকারের দোকানে যাই না। যিনি যে বিষয়ের মালিক, তাঁহার নিকট সেই জন্যই লোকের গতিবিধি হয়। এইরূপ, প্রণয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, হরপার্ব্বতীর মতন অপূর্ব্ব-প্রেম-সিন্ধুর নিকটে না গিয়া, অন্যের শরণ, কালিদাস লওয়ার পাত্র ছিলেন না। প্রণয়-রাজ্যের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্ শিবকে তাই তিনি, তদীয় প্রণয়প্রধান গ্রন্থারম্ভে প্রণাম করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার শৈবত্ব নির্ণীত হইতেছে বলিয়া ত মনে হয় না। আর যদি ধরিয়াই লওয়া হয় যে, তিনি শৈব ছিলেন, তাই শিবকে সর্ব্বত্র প্রথম প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতেও আমার ইষ্টাপত্তি। কারণ, তাহাতে কবির সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বোক্ত উক্তিই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। কালিদাসের ন্যায় প্রেমিক, রসিক ব্যক্তি প্রেম-পারাবার মহাদেবের যে ভক্ত হইবেন, ইহাতেই বা বৈচিত্র্য কি? উমামহেশ্বরের আদর্শ প্রেম হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ যিনি চিন্তা করেন, একেবারে "তদ্ভাব-ভাবিত" হইয়া যান, তাঁহার পক্ষেই অভিজ্ঞান-শকুন্তলাদি গ্রন্থ-নির্ম্মাণ সম্ভবপর। এ বিষয়ে অধিক উক্তি অনাবশ্যক।

কালিদাস "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" এই এক নামকরণের দ্বারাই বর্ণনীয় কাব্যের ভিতরটা যেন খুলিয়া দিয়াছেন। অথচ নাটকীয় বস্তুজ্ঞানের জন্য, ঘটনার স্তরক্রমের অবগতির জন্য দর্শকদিগের যে কৌতূহল, তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হইতে দেন নাই। উক্ত নামের মধ্যে দু'টি শব্দ আছে, অভিজ্ঞান ও শকুন্তলা, পরে গ্রন্থার্থে ঐ উভয় শব্দ মিলিয়া "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" এই রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ অভিজ্ঞান শব্দ ধরা যাউক। অভি শব্দের অর্থ সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে, আর জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা,—অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে যে জানা, তাহারই নাম অভিজ্ঞান। তার পর শকুন্তলা,—উভয় শব্দের সংযোগে গিয়া অর্থ দাঁড়ায়—শকুন্তলাকে সর্ব্বতোভাবে, ভালো করিয়া, সম্পূর্ণরূপে জানা। সংস্কৃতব্যাখ্যাতৃবর্গের অনেকে ইহার অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ফলে গিয়া কিন্তু ঐ একই রকম অর্থ দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ অভিজ্ঞানং শকুন্তলায়াঃ, অভিজ্ঞানেন গৃহীতা শকুন্তলা যত্র, শকুন্তলায়াঃ অভিজ্ঞানং যত্র,—ইত্যাদি নানাভাবে অভিজ্ঞান-শকুন্তল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে উহাই গ্রন্থপর করা হইয়াছে। কেহ আবার সূত্রানুসারে চলিয়াছেন, কেহ তাহা চলেন নাই, সমাস-বলেই উক্ত শব্দকে গ্রন্থাত্মক করিয়াছেন। যাহা হউক, মোটের উপর দাঁড়াইতেছে ঐ একই কথা। কোন কোন ব্যাখ্যাতা "অভি"—সম্যক্প্রকারে "জ্ঞায়তে" জানা যায় যাহা দ্বারা,—তাহাকেই "অভিজ্ঞান" অর্থাৎ স্মারক চিহ্ন অর্থ করিয়াছেন। ফলে ঐ একই অর্থ দাঁড়ায়। তবেই দেখিতেছি,—"অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নামে পাইতেছি—শকুন্তলাকে সম্যক্রূপে জানা যায়, চেনা যায় যাহার দ্বারা, তাহাই শকুন্তলার অভিজ্ঞান। নাটক অভিনীত হইতেছে বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভায়, যেখানে—যে সভায় "অভিরূপ" অর্থাৎ বিশেষজ্ঞগণ বহুসংখ্যক উপস্থিত। সুতরাং খলে ঔষধ মাড়িয়া খাওয়াইবার মত তথায় কবির গূঢ় উদ্দেশ্য একেবারে উন্মুক্ত করিয়া, খোলস ছাড়াইয়া দেখাইতে হইবে না। সামান্য একটু ইঙ্গিতে বলিলেই "অভিরূপ" (Expert) গণ ধরিতে পারিবেন; তাই কবি ঐ কৌতূহলবর্দ্ধক নামকরণ করিয়াছেন। পরিচিত শকুন্তলা যেন ঘোর অপরিচিতা হইয়াছিল, শেষে স্মারক চিহ্ন দর্শনে তাহাকে চিনিবার প্রসঙ্গ যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক,—এতটা অর্থ সামাজিকগণ এক নামের দ্বারাই বুঝিয়া লইলেন। তার পর শকুন্তলা—এই শব্দেও দর্শকগণের কৌতূহলের ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহাভারতে কণ্বের মুখে শুনিয়াছি,—

"নির্জ্জনে তু বনে যস্মাৎ শকুন্তৈঃ পরিলালিতা।
শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া॥"

নির্জ্জন বনমধ্যে যেহেতু ইহাকে পক্ষিগণ লালন-পালন করিয়াছিল, সেই জন্য আমি ইহার শকুন্ত-লা নাম রাখিয়াছি। এক এই নামেই নাটকের নায়িকা শকুন্তলার সম্বন্ধে অভিনয়-দর্শনার্থীদের হৃদয়ে নানা প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। উঠা স্বাভাবিকও বটে। কাহার কন্যা শকুন্তলা? কেমন সে মা-বাপ? জনহীন বনেই বা আসিল কোথা হইতে? পাখীতে পালন করিল? এও ত অদ্ভুত! ঋষিই বা পাইলেন কি করিয়া?—ইত্যাদি নানা কৌতূহলের উদ্দীপনায়

সূত্রধারঃ।— আর্য্যে। কথয়ামি তে ভূতার্থম্

আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রযোগবিজ্ঞানম্।

বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—বিদুষাং পরিতোষাৎ আ (পরিতোষাৎ যাবৎ) প্রয়োগ-বিজ্ঞান (অভিনয়-নৈপুণ্য) সাধু ন মন্যে। (যতঃ) বলবৎ (সম্যক্) শিক্ষিতানাম্ অপি চেতঃ আত্মনি (বিষয়ে) অপ্রত্যয়ং—(বিশ্বাসরহিতং ভবতি)॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্রধার।—তা' নয় রে পাগ্‌লি, তা' নয়। ত্রুটি হওয়া-না-হওয়া বা অভিনয়াদিতে দক্ষতা প্রভৃতির কথা যাহা বলিতেছ, ও সব বিষয়ে গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। সত্যি কথা শোনো—

যতবেলা পণ্ডিতগণের তৃপ্তি না জন্মিবে, আমাদের অভিনয়-দর্শনে তাহারা আনন্দিত না হইবেন, ততক্ষণ, আমরা যত নিপুণই হই না কেন, আমার মতে, অভিনয়-বিষয়ে আমাদের সে নৈপুণ্যের কোনই মূল্য নাই। যিনি যতবড় শিক্ষিতই হউন না কেন, নিজের যোগ্যতাবিষয়ে একেবারে নিঃসন্দিহান কেহই নন, হইতে পারেন না। তুমি-আমি হয় ত, অভিনয়-বিষয়ে পরম যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারি, কিন্তু যাঁহারা দেখিবেন,—তাঁহারা যদি পরিতৃপ্ত না হন, তবে সে যোগ্যতার কোনই মূল্য নাই। এক কথায়—সামাজিকের মুখেই জয়, সামাজিকের মুখেই ক্ষয়। এ'টা যেন মনে থাকে॥ ৬ ॥

দর্শকবৃন্দের চিত্ত ভরিয়া গেল। জিজ্ঞাসার অদম্য ঔৎসুক্যে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন যাহার জীবনের প্রথম, এইভাবে যাহার উৎপত্তি, সে আবার কি করিয়া স্মারক চিহ্নের দ্বারা পরিচিত হইল? কে তাহাকে ভুলিয়াছিল এবং শেষে "অভিজ্ঞান" অর্থাৎ স্মৃতিচিহ্ন দর্শনে পুনরায় চিনিতে পারিল? এ যে সবটাই অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়, ব্যাপারটা কি?—এইভাবে, এক নামের দ্বারাই, কবি, সামাজিকগণের চিত্ত, মৎস্যচক্রের প্রতি অর্জ্জুনের দৃষ্টির ন্যায়, অভিনেয় বস্তুর প্রতি একলক্ষ্য করিয়া লইলেন। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকার ন্যায়, সে চিত্ত অভিনয়-দর্শনে স্থির-সন্নিবিষ্ট হইল। বিষয়ান্তরব্যাবৃত্ত হইয়া সে চিত্ত, অতিবুভুক্ষিতের চিত্ত পুরোবর্ত্তী খাদ্যের প্রতি যেমন হয়, তেমনই শকুন্তলাদর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া রহিল। এই এক নামকরণাংশেই কালিদাস কবি-কৌশলের চরম দেখাইয়াছেন॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—নান্দীর অর্থাৎ মঙ্গলাচরণের অন্তে, দেখিতেছি, সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াই তাহার পত্নীকে ডাকিতেছে—'ওগো! সাজগোজ যদি সারা হয়ে থাকে, তবে একবার এদিকে এলে হতো না।' বশংবদ পতির পত্নীকে ডাকিবার এই ভঙ্গিতে কবি, প্রথমেই, সামাজিকের মনে—যার যার ঘরের ছবি ফুটাইয়া তুলিলেন। 'এইটে কর, এখানে এস, এম্‌নি ক'রে দাঁড়াও' এই ভাবের হুকুম জারি করা ঘরের লক্ষ্মীদের উপর বড় একটা খাটে না, খাটিলে ক্রমে ফলও বড় বেয়াড়া হইয়াই দাঁড়ায়। তাই অর্বাচীন কর্ত্তার দল যতটা পারেন, জান্ বাঁচাইয়া চলেন। এমন কি, 'এইটে কল্লে হতো না? একটিবার এ দিকে আসার ফুরসুত হবে?'—ইত্যাদি প্রকারে মোলায়েম পথেই প্রায় যান, উঁচুনীচু (ups and downs) পথ দাম্পত্য-জীবনের পক্ষে তত সুখকর নহে। তার পর আবার কখন কর্ত্তা গিন্নীকে ডাকিতেছেন—গিন্নী যখন সাজ্‌গোজ্ করিতে ব্যস্ত—তখন। মারাত্মক মুহূর্ত্ত। ও সময়ে বিরক্ত করিলে বিলাসিনীরা যে কিরূপ চটিয়া ওঠেন, তাহা পাঠক-পাঠিকারাই অনুমান করিয়া লইবেন। তাই কর্ত্তা সূত্রধার যেন কত ভয়ে ভয়ে, কত চির-অধীনের মত ডাকিতেছেন, 'যদি সাজগোজ হইয়া থাকে, তা হ'লে, নতুবা নয়,—একবার এ দিকে এলে হতো না'?॥ ২ ॥

কর্ত্তার যেমন ডাক দেওয়া, অমনি সাজগোজ-করা গিন্নী আসিয়া হাজির হইলেন এবং বলিলেন, প্রিয়তম! এই ত আমি (ইয়মস্মি)। জবাবটার ঢংই আলাদা। 'একটু চোখের আড়াল হইলেই উনি যেন চারিদিক্ অন্ধকার দেখেন। এই আমায় দেখে এলেন—গায়নাগাটি পরছি, এলাম ব'লে? এর মধ্যেই এসে ডাকাডাকি আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। এক নিমেষ আমাকে না দেখলেই তালগোল পাকিয়ে বসেন।' এমন ধারা ধারণা, একটা শ্লাঘা যে রমণীর, তিনি কত বড় ভাগ্যবতী। সালঙ্কারা সূত্রধারপত্নী এই গৌরবে ডগমগ ডগমগ করিতে করিতে আসিয়া পতির সম্মুখে দাঁড়াইল॥ ৩ ॥

এই রাজ-সভায় সূত্রধার আরও অনেকবার অনেক অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু অদ্যকার সভায় আসিয়াই, সূত্রধার প্রথম একবার চারিদিকে চাহিল এবং দেখিল, বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি, অভিনয়াদিবিষয়ে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিনয় দর্শনের জন্য বসিয়া আছেন। অনেক "অভিরূপ" অর্থাৎ expert উপস্থিত,—তাতে আবার কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের অভিনয়, সুতরাং আজ একটু বিশেষ সমঝে-বুঝে' চলা দরকার।

কালিদাস-গ্রন্থাবলীর ভূমিকা ভাগ, কাশীরাজকীয় সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ এম এ মহাশয়ের লিখিবার কথা ছিল, এবং প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে উক্ত অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদনক্রমেই সে কথা লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের অবসরপ্রাচুর্য্যের ঐকান্তিক অভাবে—ক্রমেই কালবিলম্ব ঘটিতে লাগিল, হয় ত, এরূপ বিলম্বের ফলে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিয়া যাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না, ভাবিয়া,—আপাততঃ সে দুরাশা পরিত্যাগ করিতে হইল। কালে, যদি সুযোগ ঘটে, তবে পৃথক্‌ভাবে 'কালিদাসের ভূমিকা'—নামে এক খণ্ড পুস্তিকা প্রকাশের বাসনা রহিল।

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে কালিদাস-গ্রন্থাবলী—আরব্ধ হইয়া আজ শেষ হইল। একে জীবনের অপরাহ্ণ, তাহাতে আবার শারীরিক অপটুতা,—সুতরাং পদে পদেই কত ত্রুটি, কত অভাব থাকিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া লইবেন,—এই প্রার্থনা।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ জীবিত নাই,—বহু পূর্ব্বে 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করিয়া, যিনি বঙ্গ-ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আজ যদি সেই উপেন্দ্র বাবু দেখিয়া যাইতেন যে, তদীয় উপযুক্ত পুত্র বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অজস্র মুদ্রাব্যয়ে পিতার সঙ্কল্পিত কার্য্য কি উত্তম প্রণালীতে পরিসমাপ্ত করিলেন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক হইত।

এই গ্রন্থাবলী-সম্পাদন বিষয়ে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঋণী সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ব্যবহারাজীব শ্রীযুত নন্দলাল দে মহাশয়ের নিকট। তাঁহার উপদেশ "প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত"—গ্রন্থের সাহায্য আমাকে বিবরণ লিখিবার সময়ে প্রতিপদে লইতে হইয়াছে। এজন্য নন্দলাল বাবুর নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এবং কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্‌সেলর ও সেন্‌ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এ মহাশয়,—এতদুভয়ের নিকটেও আমি অশেষ ঋণে আবদ্ধ কেন না, যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, পুস্তকাদি দিয়া বা উপদেশ দিয়া, আমার তাঁহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। অত বড় দুইটি পুস্তকালয় এবং অমন দুই জন উপদেষ্টা না পাইলে, গ্রন্থাবলী এমন ভাবে সম্পাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইতাম না।

বহুকাল হইতে সাধ ছিল যে, কালিদাসের গ্রন্থাবলীর একটা সৌন্দর্য্য-ব্যাখ্যা-সমন্বিত সংস্করণ প্রকাশ করি, সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা কতদূর কি হইয়াছে,—বলিতে পারি না, তবে গ্রন্থাবলী যে প্রকাশিত হইল, এজন্য বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের কর্ণধার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবাজীকে শ্রীশ্রী৺ বিশ্বনাথ শতায়ু করিয়া রাখুন, বঙ্গ-ভাষার কল্যাণ-সাধনে তাঁহার মতি-প্রবৃত্তি এইরূপই অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই প্রার্থনা। ইতি

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়
মহালয়া, ১৩৩৯ সাল

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ

Books Consulted.

1 Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865.

. Hall's Ancient History of the Near East.

3, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ।

4. Epigraphia Indica—

5 Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum vol II.

6. Indian Antiquary, 1913

7 F. E Pargiter's—The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age.

8 Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1883.

10 Fleet's Gupta Inscription.

11. Bhandarkar's Early History of the Dekkan—2nd Edition.

12. Sir Alexander Cunningham's A S. Report vols —IX, X, and XV

Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vols Iv, V.

1 Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India by Nandoolal Dey M A B L, (2nd Edition).

2: Introduction to the Study of and notes on Cunningham's Ancient Geography of India by Surendra Nath Majumdar Sastri M A P.RS.

3 History of Ancient Sanskrit Literature by Max Muller

4 History of Sanskrit Literature by A. A. Macdonell.

Early History of India by V. Smith (Oxford)

Ancient India by Prof. U N Ball M A

Mediæval India——Do Do

Longman's Geographical Series for India Book II

Arctic Home in the Vedas—B G Tilak.

10, Chronology of India—C. M Dutt.

11. History of Indian Literature—Vol I,—Winternitz.

12. Raja Tarangini—Nirnoya Sagara—Bombay.

১৩। বৌদ্ধজাতক — রায়-সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ

১৪। চৈতন্য-চরিতামৃত— — বসুমতী

ভাগবত — বঙ্গবাসী

১৬। রামায়ণ — বঙ্গবাসী

১৭। ঐ — গুজরাট

১৮। ঐ (ইংরাজ — গ্রিফিথ

১৯। মহাভারত — বঙ্গবাসী

২০। হরিবংশ — ঐ

২১। বৃহৎ সংহিতা — ঐ

২১। বৃদ্ধ চাণক্য — ঐ

২২। অগ্নি-পুরাণ — ঐ

২৩। বায়ু-পুরাণ — ঐ

২৪। শিব-পুরাণ — ঐ

২৫। গরুড়-পুরাণ — ঐ

২৬। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ — ঐ

২৭। কল্কি-পুরাণ — ঐ

২৮। মৎস্য-পুরাণ — ঐ

২৯। পদ্ম পুরাণ — ঐ

৩০। স্কন্দ-পুরাণ — ঐ

৩১। সৌর-পুরাণ — ঐ

৩২। ব্রহ্ম-পুরাণ — ঐ

৩৩। দেবী-পুরাণ — ঐ

৩৪। সিদ্ধার্থ-পুরাণ — ঐ

৩৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ — ঐ

৩৬। বামন-পুরাণ — ঐ

৩৭। কূর্ম্ম-পুরাণ — ঐ

৩৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — বোম্বাই

৩৯। ঋগ্বেদ — ম্যাক্সমূলার

৪০। অথর্ব্ববেদ — আজমীড়

৪১। কালিদাস — রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

৪২। শ্রীকণ্ঠ — ঐ

৪৩। তপোবন — ঐ

৪৪। কালিদাস ও ভ — ঐ

৪৫। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী — বসুমতী

৪৬। বিদ্যাপতি — ঐ

৪৭। চণ্ডীদাস — ঐ

৪৮। চয়নিকা — রবীন্দ্রনাথ

৪৯। মেঘদূত — হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৫০। বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী — বসুমতী

৫১। অথর্ব্ববেদ-সূচী — আজমীড়

৫২। যজুর্ব্বেদ-সূচী — ঐ

৫৩। ঋগ্বেদ সূচী — ম্যাক্সমূলার

৫৪। সদ্ভাব-শতক — কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

নটী।— এবমেতৎ। অণন্তরকরণিজ্জং দাব অজ্জো আণবেদু। ॥ ৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—এবম্ এতৎ। অনন্তরকরণীয়ং তাবৎ আর্য্যঃ আজ্ঞাপয়তু ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—নটী।—ঠিক বটে। আচ্ছা, এখন কি কর্ত্তে হবে, আদেশ কর ॥ ৭ ॥

কালিদাসের নূতন নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তল আজ অভিনীত হইবে,—সভামণ্ডপ লোকাকীর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে, জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের নূতন "বর্ষামঙ্গল" যে দিন প্রথম সাভিনয়রঙ্গীতে প্রকাশিত হয়, সে দিন যেমন সেই রঙ্গস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, অথবা সেই 'রাজা ও রাণীর' প্রথম অভিনয়-রজনীতে রঙ্গস্থল যেমন জনস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, ভারতের, তথা সংস্কৃত সাহিত্যের অমর কবি কালিদাসের অক্ষয় গ্রন্থ অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথম অভিনয়দিনে তেমনই অথবা তাহার বহুগুণ অধিক জনসমাগমে উজ্জয়িনীর রাজ-সভা ভাসিয়াছিল। তখন, সেই কালিদাসের সময়ে ভারত শিক্ষাদীক্ষার চরম চূড়ায় আরূঢ়, শিক্ষিত রসগ্রাহী সামাজিকের তখন অভাব নাই, তেমন সময়ে সেই সকল কলাবিৎ সামাজিকের সমক্ষে উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় কালিদাসের নূতন নাটক আজ অভিনীত হইবে,—এতবড় মণিকাঞ্চনের সংযোগ ইহার পূর্ব্বে এমন ভাবে আর বুঝি ঘটে নাই। সামাজিকগণ সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে বসিয়া আছেন, সূত্রধার ও তাহার পত্নী রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। সকলের চক্ষু—অথবা বুঝি সমস্ত ইন্দ্রিয় চক্ষুর পথে গিয়া ঐ পাত্র-যুগলের প্রতি নিহিত, এমনই সময়ে সূত্রধার কহিল, অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নামক একখানি নূতন নাটক আজ অভিনীত হইবে। সে নাটকের "প্লট" এবং তাহার প্রত্যেক ঘটনা-(event)গুলি কালিদাস নিজে অতি যত্নের সহিত গাঁথিয়াছেন। এ স্থলে এই এক "গাঁথিয়াছেন" শব্দে রসিক দর্শকগণের অনেকের মনে সুদৃশ্য মালাকারগ্রথিত মালার কথা জাগিল। নিপুণ ও প্রথিতনামা কালিদাস নাটকীয় ঘটনাবলী এমনই সুন্দর করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, নাটকখানি ঠেন আর্য্য-ভারতীর কণ্ঠের একছড়া মণিময় হার। সূত্রধারের এই "গ্রথিতবন্তনা" বিশেষণে সমগ্র দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত অভিনয়-দর্শনে সাকাঙ্ক্ষ ও সমাহিত হইল। এমন সভায় এমন কবির নাটক ভাসা ভাসা, ব্যবসাদারী অভিনয়ে জমিবে না, বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে অভিনীত না হইলে, কালিদাসের রসভাবময়ী উক্তির মাধুর্য্য পরিস্ফুট হইবে না, তাই সূত্রধার পত্নীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। আর ও দিকে সামাজিকগণেরও যথেষ্ট সম্মান করা হইল,—"অনেক ভালো ভালো, শিক্ষিত লোক উপস্থিত, সুতরাং খুব ভালো করিয়া অভিনয় করা দরকার"—সূত্রধারের এই কথায় দর্শকগণও অনেকটা সুসংযত ও একনিষ্ঠ-হৃদয়ে অভিনয়দর্শনে মন দিলেন। অত খাতিরে কে না গলে? সূত্রধারের ঐ কয়েক ফোঁটা 'কুন্তলীনে' কিন্তু অনেক কাজ হইল। বহু লোকের মধ্যে, যদিও বা, দু'এক জন একটু হাল্‌কা ও অন্যমনস্ক লোক থাকেন, তবে, তিনিও সূত্রধারের এই খাতিরে একেবারে মজগুল্ হইয়া গেলেন, এবং গুরুগম্ভীর হইয়া, দরবার-প্রাঙ্গণে রাজা, মহারাজ, নাইট প্রভৃতি বড় বড় উপাধিধারীর দলে—রায় বাহাদুর-রায় সাহেবদের মত, ঐ শিক্ষিত বড় বড় expertদের দলে মিশিয়া গেলেন এবং ঠিক তাঁদেরই মত মুখের ভাবভঙ্গি খুব একটা যেন serious রকমের করিয়া নাটক দেখিতে বসিলেন ॥ ৪ ॥

পতির উক্তিগুলি পত্নী একধ্যানে তার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল ও কহিল, "তোমার আবার শঙ্কা কি? কয় জনে তোমার মত অভিনয়-বিষয়ে পারদর্শী?" কতবার কত রঙ্গমঞ্চে পতিপত্নী অভিনয় করিয়াছে, পত্নী জানে তার পতির যোগ্যতা কত, কি অনুপম অভিনয়-কৌশলে তার পতি দক্ষ। সুতরাং পত্নীর মনে অন্যকার অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নাই। তাহার ধ্রুব ধারণা যে, তাহার কর্ত্তার মত লায়েক আর একটি নাই। কিন্তু, কথায় প্রতিবাদ করিয়া কহিল, পণ্ডিতগণের তৃপ্তির তারতম্য অনুসারে অভিনয়-সাফল্যেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে যতই জানুক, যতই শিখুক, তাহার জানা ও শেখার যদি রসিক সামাজিকের তৃপ্তি না জন্মে, তবে সে জানা-শেখার মূল্য কি? কত ডাক্তার ত 'সারজরি'তে স্বর্ণ-পদক পাইয়া পাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি রোগীর অঙ্গে অস্ত্রোপাচার করিলেই তার দফারফা। কত উকীল ত ১ম হইয়া বি, এল, পাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আদৌ জমিল না। সুতরাং শুধু জানার উপরই ততটা নির্ভর করে না, যতটা সেই সুপরিজ্ঞাত বিষয় বিবৃত ও সুপ্রযুক্ত করিবার শক্তির উপর নির্ভর করে। শিক্ষিত সামাজিক যতক্ষণ পরিতৃপ্ত না হইবেন, অভিনয়দর্শনে আনন্দ-শান্ত না করিবেন, তত বেলা অভিনেতার,—তিনি যত বড়ই হউন না কেন, সার্থকতা কোথায়?

সূত্রধারের এই উক্তিতে দর্শকগণের হৃদয়ের সহানুভূতি অভিনেতার দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই সূত্রধার-কৃত এই সম্মানে নিজেকে পরম সম্মানিত মনে করিলেন ও অভিনিবেশ সহকারে অভিনয় দেখিতে বসিলেন। এ দিকে কবিও সূত্রধারের মুখ দিয়া নিজের কথাটা বেশ গুছাইয়া বলিয়া দিলেন। সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া, তিনি

সূত্রধারঃ।— কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ। তদিমম্ এব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীযতাম্। সম্প্রতি হি

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটল-সংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়-সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—সম্প্রতি হি—দিবসাঃ সুভগ-সলিলাবগাহাঃ, পাটল-সংসর্গ-সুরভি-বনবাতাঃ, প্রচ্ছায়-সুলভ-নিদ্রাঃ (তথা) পরিণাম-রমণীয়াঃ (চ জাতাঃ) ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্রধার।—এতবড় রাজ-সভা, শিক্ষিত- সামাজিকে পরিপূর্ণ, ইঁহাদের কর্ণের পরিতৃপ্তি-সম্পাদন ছাড়া আর কি করা যেতে পারে—বল। তাই আমার ইচ্ছা,—সবে এই পরম উপভোগের যোগ্য গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে, এই কালের অনুকূল একটা গান করা হউক। অর্থাৎ তুমি একটা গান কর। কি মনোরম সময়—এ সময়ে দিনের বেলায় খুব তাপ বটে, কিন্তু জলে অবগাহন এ সময়ে এতই সুখকর যে, একবার কোনমতে জলে নামিতে পারিলেই সব তাপ, গ্রীষ্মের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া যায়, তাতে আবার পারুলফুলের সৌরভ গায়ে মাখিয়া কেমন ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছে,—যে কোনো তরুর ছায়ায় গিয়া বসিলেই ঘুমে চোক্ ভেঙ্গে আসে, যতই দিনের শেষ ঘনাইয়া আসে, ততই যেন তাহার রমণীয়তা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তুমি এমন সুন্দর সময়ের অনুকূল একটা গান গাও ॥ ৮ ॥

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আজ রসিক ও সুপণ্ডিত সামাজিকরূপ নিকষোপলে সেই শকুন্তলা-স্বর্ণের পরীক্ষা হইবে। তাঁহাদের যদি তৃপ্তি জন্মে, তবেই কবির সাফল্য, অন্যথা নহে। মহাকবির এই বিনয়-রশ্মিতে সামাজিকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। একবিন্দু কর্পূরে বৃহৎকুম্ভস্থিত জলরাশির ন্যায়, কবির এই বিনয়সৌরভে তাঁহাদের হৃদয় সুরভিত হইল। যদিও বা দু'এক জনের মনের এককোণে কোথাও সামান্য একটু উষ্মা, গর্ব্ব ছিল, তাহা এই এক কথায় মিটিয়া গেল ॥ ৫-৬ ॥

পত্নীর আর কথা নাই, পতির ঐ "আপরিতোষাৎ"—উক্তিতে তাহার চমক্ ভাঙ্গিয়াছে। পতিপত্নী উভয়েই অভিনয়কলায় সুদক্ষ হইলেও পত্নী আরও সাবধান হইল,—প্রাণপণ যত্নে অভিনয়করণে উন্মুখী হইয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি কর্ত্তে হবে?' সূত্রধার জানে, বনিয়াদ শক্ত না হইলে স্থায়ী প্রাসাদ তৈরি হয় না, তাই সে এখন অচির-প্রদর্শনীয় অভিনয়ের ভিত্তি ভালো করিয়া গাঁথিবার জন্য পত্নীকে গ্রীষ্মকালোচিত একটা গান করিতে অনুরোধ করিল। সূত্রধার জানে, পত্নীর যে গানে সে আত্মহারা, সেই গানের শক্তি কত, সেই সঙ্গীতের কি অপরিসীম মাধুর্য্য। যদি একবার সেই মাধুর্য্যে রঙ্গমঞ্চ প্লাবিত করিতে পারে, দর্শকগণের চিত্ত গলাইয়া লইতে পারে, তবে পরে সেই বিগলিত চিত্তে যেরূপ ইচ্ছা রেখাপাত অতি সহজ হইবে ॥ ৭-৮ ॥

সূত্রধার-পত্নীর গান হইয়া গিয়াছে। নটীর সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে সমবেত জনমণ্ডলী একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। ক্ষণকালের জন্য নিদ্রোত্থিতের ন্যায়, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়,—ভূতাবিষ্টের ন্যায় সকলে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া সংসার ভুলিয়া গিয়াছে, কেন, কি জন্য, তথায় উপস্থিত, কি করিতে হইবে, কি দেখিতে হইবে, কাহারও কিছুই মনে নাই। কোন যাদুকর আসিয়া যেন সকলকেই "হিপ্‌নটাইজ" করিয়া ফেলিয়াছে। গায়িকার চিরপ্রিয় প্রিয়তম সূত্রধারও একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। সেই তন্ময়তায় তাহার যে জন্য তথায় উপস্থিতি, সেই অভিনয়ের কথাটা পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছে। খানিক পরে, একটু যেমন পূর্ব্বচৈতন্য ফিরিয়া আসিল, অমনি সে প্রিয়াকে জিজ্ঞাসিল যে, কি, অভিনয় করিতে হইবে ত?—কর্ত্তা গৃহিণীর কণ্ঠসুধা-পানে তাল হারাইলেও, গৃহিণী ত কেবল সুধাবণ্টন করিয়াছেন, নিজে পান করেন নাই, সুতরাং তিনি বেতাল হইবেন কেন, তিনি মনে করিয়া দিলেন, 'তুমিই বল্লে যে, অভিজ্ঞান-শকুন্তল অভিনয় করিতে হইবে, আর এখন তুমিই বলিতেছ—কি অভিনয় করিতে হইবে? খুব মজার লোক ত!' সূত্রধারের অমনি সব মনে পড়িল এবং কহিল, 'ঠিক্ ঠিক্, অভিজ্ঞান-শকুন্তলই বটে, তোমার গানে আমি সব ভুলে গিছলুম, এখন মনে ক'রে দেওয়ায় মনে পড়্‌ল।'

শুধু সূত্রধার নহে, রঙ্গক্ষেত্রস্থ তাবৎ ব্যক্তিই ভুলিয়াছিলেন যে, কি অভিনয় হইবে, কে করিবে, কেন হইবে, ইত্যাদি। এক্ষণে সূত্রধারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও একে একে সব মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, তাঁহারা কালিদাসের নূতন নাটক, অনভিনীতপূর্ব্ব ও অপূর্ব্ব নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন।

নটী।— তহ।

(গায়তি)

ইসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং॥ ॥ ৯ ॥

সূত্রধারঃ।— আর্য্যে! সাধু গীতম্। অহো! রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব সর্ব্বতো রঙ্গঃ। তদিদানীং কতমৎ প্রকরণম্ আশ্রিত্য এনমারাধয়ামঃ। ॥ ১০ ॥

নটী।— ণং অজ্জমিস্‌সেহিং পঢমং এব্ব আণত্তং অহিণ্ণাণসউন্দলং ণাম অপুব্বং ণাড়অং পওএ অহিকরীঅদু ত্তি। ॥ ১১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নটী।—তথা। (গান আরম্ভ করিল)

ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুকুমারকেশরশিখানি।
অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষ-কুসুমানি॥

অন্বয়—ভ্রমরৈঃ ঈষৎ ঈষৎ চুম্বিতানি সুকুমার-কেশর-শিখানি শিরীষকুসুমানি (কর্ম্ম) প্রমদাঃ দয়মানাঃ (সত্যঃ) অবতংসয়ন্তি (অবতংসীকুর্ব্বন্তি)॥ ৯॥

নটী।—নমু আর্য্যমিশ্রৈঃ প্রথমম্ এব আজ্ঞপ্তম্—অভিজ্ঞান-শকুন্তলং নাম অপূর্ব্বং নাটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্ ইতি॥ ১১॥

বঙ্গার্থ।—শিরীষফুলের কেশরগুলি এত কোমল যে, ভ্রমররা কত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে চুম্বন করিতেছে, একটু জোর করিলেই কেশরগুলি হয় ত মুসড়িয়া যাইবে, এই তাদের ভয়। আহা! বিলাসিনীরা, ঐ দেখ, কত আস্তে আস্তে ঐ সুকুমার শিরীষফুল তুলিয়া কাণের অবতংস করিতেছে, সামান্য একটু টান লাগিলেই পাছে কেশর ঝরিয়া যায়, এই শঙ্কায় অতি ধীরে ধীরে ধরিয়া কাণে পরিতেছে॥ ৯॥

সূত্রধার।—প্রিয়ে, কি সুন্দর গান! চেয়ে দেখ—অভিনয় দর্শনার্থী সামাজিকদিগের চিত্ত তোমার সঙ্গীতের মাধুর্য্যে এতই আকৃষ্ট হইয়াছে যে, কাহারও আর কোনরূপ নড়াচড়া নেই, সব চুপ, নিস্পন্দ, সমগ্র রঙ্গভূমি যেন একখানা পটে চিত্রিত ছবি!—বাঃ! আচ্ছা, এখন বল ত, কোন্ নাটক অভিনয় করিয়া ইঁহাদের সেবা করি,—ইঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করি?॥ ১০॥

নটী।—কেন? এই প্রথমেই ত তুমি বল্লে যে,অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক এক অতি অপূর্ব্ব নাটক আজ অভিনয় কর্ত্তে হবে,—তবে আবার কোন্ নাটক অভিনয় করবে—জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন?॥ ১১॥

নটীর সঙ্গীতের পূর্ব্বে, দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে যদিও বা সংসার-ধর্ম্মের কোন কিছু চিন্তা, সংস্কার একটু-আধটু ছিল, তাহা সঙ্গীত-লহরীতে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে। তাঁহাদের সেই সর্ব্বভাবনা-বিমুক্ত, নিদ্রোত্থিত হৃদয়ের ন্যায় নির্ম্মল চিত্তে হঠাৎ সূত্রধারের "এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ" এই উক্তির ঘাত আসিয়া যেমন লাগিল, অমনি তাঁহারা সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন,—সত্যিই একজন অনিন্দ্যসুন্দর ও বলিষ্ঠবপু পুরুষ একটা পলায়মান মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথযোগে ছুটিতেছেন। তাঁহারা অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে বস্তুর স্বরূপগ্রহ করিলেন, বুঝিলেন যে, ঐ মৃগানুসারী রাজাই ভারতের অধিপতি দুষ্যন্ত। সূত্রধার বলিয়া দিয়াছে যে, ঐ মৃগটা এতবড় রাজাধিরাজকে যেন ভুলাইয়া কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মৃগজাতির বহু নাম থাকিলেও কবি এখানে "সারঙ্গ" এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি পড়িবার এবং শুনিবার সময়ে, বিস্ময়াভিভূত দর্শকমণ্ডলীর কর্ণে, "সারঙ্গ" শব্দ 'সারাঙ্গ'বৎ শুনাইলেও শুনাইতে পারে, এইটুকু পাঠকগণের মনে রাখিতে হইবে॥ ৯-১০-১১॥

তাৎপর্য্য।—নাটকের 'প্রস্তাবনা' অর্থাৎ 'গৌরচন্দ্রিকা' হইয়া গিয়াছে। মৃগ আগে আগে দৌড়িতেছে, আর পিছনে রাজা দুষ্যন্ত ছুটিতেছেন। শিকারীর শিকারের প্রতি যেমন লক্ষ্য, তেমনি দর্শকমণ্ডলীর শিকার ও শিকারীর প্রতি লক্ষ্য। মৃগ এবং রাজা—ইহাদের কে জেতে, দেখিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব।

নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সকলে প্রায় তন্ময় হইয়া দেখিতেছেন, দু'এক জন—যাঁহারা নাটকীয় ঘটনার সূচনা দেখিয়া তাহার কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রথমেই অভিনয়ের

সূত্রধারঃ।— আর্য্যে, সম্যগনুবোধিতোঽস্মি। অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া। কুতঃ

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।

এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥ [নিষ্ক্রান্তৌ। ॥ ১২ ॥

(প্রস্তাবনা)

অন্বয়।—তব হারিণা (হৃদয়গ্রাহিণা) গীত-রাগেণ অহং, অতি-রংহসা হারিণা (দূরং নীতবতা) সারঙ্গেণ (হরিণেন) এষঃ রাজা দুষ্মন্তঃ ইব প্রসভং হৃতঃ অস্মি ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত্রধার।—আর্য্যে, ঠিক মনে ক'রে দিয়েছ। আমি কিন্তু এ কথা একদম ভুলে' গিছলুম্। যদি বল কেন? শোন—

ঐ অতিবেগবান্ হরিণটা যেমন এই রাজা দুষ্মন্তকে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন জোর ক'রে কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তদ্রূপ, তোমার এই হৃদয়গ্রাহী গীতমাধুর্য্যে আমার চিত্ত এতই বিমোহিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বের কথা আর আমার কিছুই মনে নাই। সব ভুলে গেছি ॥ ১২ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

সূত্রপাতেই মহা গোল সুরু হইয়াছে। যিনি সর্ব্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছেন, এবং আসিয়াই কোন্ নাটক অভিনয় হইবে, কি করিতে হইবে, ইত্যাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—সেই তিনিই, খোদ সূত্রধারই নাটকের নামটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ব্যাপার মন্দ নহে।

তার পর, যদিও বা তাহার পত্নী মনে করাইয়া দিল যে, অমুক নাটক অভিনীত হইবে, পত্নীর কথায় বিস্মৃত সূত্রধারের ভুল-সংশোধন হইল, সকলে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক রঙ্গমঞ্চের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তখন সূত্রধারের মুখে শুনিল এবং নিজেরাও দেখিল, একটা "সারঙ্গ"—চিত্র-বিচিত্রকায় হরিণ এক রাজাকে যেন ভুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে। রাজা শিকার করিতে আসিয়া হরিণের পিছন পিছন ছুটিতেছেন। কথাটা মূলে আছে 'হৃতঃ'—হরিণ কর্ত্তৃক অবশভাবে আকৃষ্ট হইয়া রাজা চলিয়াছেন, এমন ছুটিতেছেন যে, আর হঠাৎ ফিরিবার সামর্থ্য নাই। শিকারের পিছনে শিকারী ছুটিতেছে, ইহাতে নূতন তেমন একটা কিছুই নাই। সর্ব্বত্রই ছুটিয়া থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের এই ছুটাছুটির মধ্যে বিলক্ষণ একটা মজার ব্যাপার দেখিতেছি। প্রারম্ভেই একটা হট্টগোল বাধিয়া উঠিতেছে। যে অভিনয় করিতে প্রথম উপস্থিত, সে গান শুনিয়া গেল আসল কাজটা ভুলিয়া, শেষে তাকে আর এক জনে মনে করাইয়া দিল। যদিও বা ভুল সারিয়া লইয়া সে আবার অভিনয় সুরু করিল, প্রথমেই দেখা দিলেন এক রাজা, তাঁহাকে এক বনমৃগ হরণ করিয়া, ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে,—তিনি দিগ বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছেন, ছুটিতেছেন, কেবলই ছুটিতেছেন।

যে অভিনয়ের গোড়াতেই এত ভুলভ্রান্তি, এত ছুটাছুটির ব্যাপার, তার শেষে অথবা সেই নাটকীয় ব্যাপারের ভিতরটায় না জানি কত কি ভুলভ্রান্তি, কত কি ছুটাছুটির—ছাড়াছাড়ির ব্যাপার হয় ত দেখিতে পাইব। এই নাটকের গোড়া দেখিয়াই মনে হইতেছে, ইহা যেন একখানা ঘোর বিস্মৃতি-প্রধান দৃশ্য। নমুনা দেখিয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অনেকটা যেমন উপলব্ধ হয়, এ স্থলেও তাহাই হইল।

তার পর আর একটা শব্দে একটা বিষম খট্‌কা লাগিতেছে। "সারঙ্গ" রাজাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। 'সারঙ্গ' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে "সার" অর্থাৎ চিত্রিত হইয়াছে 'অঙ্গ' যাহার। গায়ে কালো কালো ও পাঁকাসে পাঁকাসে নানা রকম চিহ্ন যে সমুদয় প্রাণীর আছে, তাহারাই 'সারঙ্গ,'—বুঝায় চিত্রমৃগকে। কিন্তু শেষে গিয়া সমস্ত মৃগজাতিকে বুঝাইতেছে। সার+অঙ্গ=সারাঙ্গ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিপাতনের জোরে 'সারঙ্গ' হইয়াছে। যখন পলায়মান মৃগের অনুধাবনকারী রাজার তদানীন্তন অবস্থার বিষয়, খুব তাড়াতাড়ি ছুটিবার বিষয়—সূত্রধার বলিতেছিল—তখন শুধু সূত্রধার নহে, দর্শকগণও খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া সূত্রধারের অতিদ্রুত উক্তি শুনিতেছিলেন এবং অতি দ্রুতগামী রাজাও মৃগের দিকে চাহিতেছিলেন। এরূপ তাড়াতাড়ির সময়ে 'সারঙ্গ' বা 'সারাঙ্গ'—দুই শব্দে বড় তফাৎ ধরা যায় না। কিন্তু 'সারাঙ্গ' হইলে মানেটা একেবারে বদ্‌লিয়া যায়। ভস্মাদি বাহ্যবস্তু সহযোগে যাহার শরীর শবল অর্থাৎ চিত্রিত, তাদৃশ ব্যক্তিকেও বুঝা যায়। অদূর-ভবিষ্যতে বিভূতিভূষিত ঋষি দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক দুষ্যন্ত এই মৃগয়াগত সমস্ত ব্যাপার—একদম বিস্মারিত হইবেন, ঋষির অভিশাপ রাজাকে ভুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইবে, কিছুই রাজার মনে থাকিবে না;—ইত্যাদি ব্যাপারের ঈষৎ কটাক্ষ এই গৌরচন্দ্রিকাতেই কবি করিয়া গেলেন। নাটক শেষ হইলে রসিক সামাজিক ধীরে ধীরে বুঝিবেন যে, তাই ত গোড়াতেই কবি এই দুষ্যন্ত-শকুন্তলা-ব্যাপারটার বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তখন এতটা ধরিতে পারি নাই, এখন কবির সেই ইঙ্গিত বুঝিতেছি। আরও বুঝিতেছি যে, বিস্মৃত সূত্রধারকে যেমন আর একজনে মনে করাইয়া দিল, তেমনি বিস্মৃত দুষ্যন্তকে অভিজ্ঞানে—রাজার হাতের আংটিতে মনে করাইয়া দিয়াছে। ১২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ)

সূতঃ।— (রাজানং মৃগঞ্চ অবলোক্য) আয়ুষ্মন্!

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্য-কার্ম্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্ ॥ ॥ ১৩ ॥

রাজা।— সূত! দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতন-ভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রম-বিবৃত-মুখ-ভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্র-প্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি ॥
তদেষ কথমনুপতত এব মে প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তঃ? ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—কৃষ্ণ-সারে অধিজ্যকার্ম্মুকে ত্বয়ি চ চক্ষুঃ দদৎ (অহং) মৃগানুসারিণম্ (দক্ষস্য প্রজাপতেঃ অধ্বরে ভয়েন মৃগরূপম্ অবলম্ব্য পলায়মানং যজ্ঞং অনুসরন্তং) সাক্ষাৎ পিনাকিনং (রুদ্রং) পশ্যামি ইব ॥ ১৩

অয়ং মৃগঃ পুনঃ ইদানীম্ অপি অনুপততি স্যন্দনে মুহুঃ গ্রীবাভঙ্গাভিরামং (যথা স্যাৎ তথা) বদ্ধ-দৃষ্টিঃ (সন্) শরপতনভয়াৎ পশ্চার্দ্ধেন (দেহস্য পশ্চাদ্ভাগেন) ভূয়সা (বাহুল্যেন) পূর্ব্বকায়ং (দেহস্য পূর্ব্বার্দ্ধং) প্রবিষ্টঃ (চ সন্ বিয়তি উদগ্র-প্লুতত্বাৎ তথা) শ্রম-বিবৃত-মুখ-ভ্রংশিভিঃ (পরিশ্রমাৎ ব্যাত্ত-মুখপতিতৈঃ) অর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ (অসম্যক্চর্ব্বিতৈঃ) দর্ভৈঃ কীর্ণবর্ত্মা (চ সন্) বহুতরং, উর্ব্যাং (ভুবি) স্তোকং (অল্পং) প্রয়াতি ॥ ১৪ ॥

পদার্থ।—(তার পর,—পলায়মান মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে রথারোহণে রাজা ও সারথির প্রবেশ এবং সারথি একবার বাণক্ষেপোদ্যত রাজার দিকে ও একবার পলায়মান মৃগের দিকে চাহিতে চাহিতে কহিল)—

দীর্ঘজীবিন্! ধনুকে ছিলা পরাইয়া বাণক্ষেপ করিবার জন্য আপনি প্রস্তুত হইয়া ছুটিতেছেন, আর ঐ পুরোভাগে প্রাণভয়ে মৃগ ছুটিতেছে, আজ আপনার এবং ঐ মৃগের দিকে চাহিয়া আমার সেই দক্ষযজ্ঞের কথা মনে পড়িতেছে। আমি যেন দেখিতেছি, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ ঐ দৌড়িতেছে, আর সতী-বিনাশ-ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব প্রকৃতই রুদ্রমূর্ত্তিতে পিনাক উত্তোলন করিয়া তাহার পিছন পিছন ছুটিতেছেন ॥ ১৩

রাজা।—সারথি! ঐ চিত্রমৃগটা আমাদিগকে বহুদূর টানিয়া আনিয়াছে; উহার অবস্থাটা এখন একবার দেখ,—কি সুন্দর দেখিতে! আগে আগে হরিণটা ছুটিতেছে, আর আমাদের রথ পিছু পিছু তাড়া করিয়াছে,—প্রাণভয়ে, ঘাড় বাঁকাইয়া একদৃষ্টে রথের দিকে চাহিয়া আছে, চক্ষুতে একটা পলকও নাই, ঐ রকম মুখ ফিরাইয়া দৌড়ানোতে দেখিতে কত সুন্দর হইয়াছে! আর ঐ দেখ —পাছে পিছন দিকে গিয়া বাণটা লাগে,এই ভয়ে (সভয়ে পলায়মান কুকুরের মত) দেহের পিছন ভাগের খানিকটা পেটের নীচু দিয়ে দেহের সম্মুখের ভাগের মধ্যে যেন ঢুকাইয়া দিয়াছে। সারা পথ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বেচারি পরিশ্রমে এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, মুখ ফাঁক হইয়া গিয়াছে। একেবারে হাঁ করিয়া ছুটিতেছে, আর যে ঘাসগুলি সবে খাইতে সুরু করিয়াছিল, খানিকটা চিবাইয়াছিল মাত্র,সেই অর্দ্ধচর্ব্বিত ঘাসগুলিতে পথ ছাইয়া গিয়াছে; অনবরত মুখ হইতে পড়িতেছে। উঃ, কি বেগেই না লাফাইয়া দৌড়িতেছে! মনে হচ্ছে যেন, শূন্য দিয়াই ছুটিতেছে, কদাচিৎ দু'একবার পা মাটীতে পড়িতেছে। একবার চাহিয়া দেখ!

এ কি! আমরা এত বেগে অনুসরণ করিতেছি, তবুও হরিণ এত দূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর ভালো করিয়া দেখাও যাচ্ছে না! খুব ছুটছে কিন্তু! ১৪ ॥

সূতঃ।— আয়ুষ্মন্! উদ্ঘাতিনী ভূমিরিতি ময়া রশ্মি-সংযমনাৎ রথস্য মন্দীকৃতো বেগঃ।
তেন মৃগ এষ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ। সম্প্রতি সমদেশবর্ত্তিনস্তে ন দুরাসদো ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

রাজা।— তেন হি মুচ্যন্তামভীষবঃ। ॥ ১৬ ॥

সূতঃ।— যদাজ্ঞাপয়তি আয়ুষ্মান্। (রথ-বেগং নিরূপ্য)
আয়ুষ্মন্! পশ্য পশ্য—

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়ত-পূর্ব্বকায়া নিষ্কম্প-চামর-শিখা নিভৃতোর্দ্ধ-কর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ ॥ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—রশ্মিষু মুক্তেষু (সৎসু) অমী রথ্যাঃ (রথবাহিনঃ অশ্বাঃ) নিরায়ত-পূর্ব্বকায়াঃ নিষ্কম্প-চামরশিখাঃ নিভৃতোদ্ধকর্ণাঃ আত্মোদ্ধতৈঃ অপি রজোভিঃ অলঙ্ঘনীয়াঃ (চ সন্তঃ) মৃগজবাক্ষময়া ইব ধাবন্তি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত।—দীর্ঘজীবিন্! এ স্থানটা বড়ই বন্ধুর—উঁচু-নীচু, তাই আমি ঘোড়ার রাঁশ একটু টানিয়া ধরিয়াছি এবং সেই জন্যই রথের বেগ কমিয়া আসিয়াছে, এবং সেই কারণেই মৃগ ও আমাদের মধ্যে এত ব্যবধান মনে হইতেছে। এখন আপনি সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আর ঐ মৃগ পলাইতে পারিবে না, উহাকে আপনি ধরিলেন বলিয়া। (অর্থাৎ) সমতল ভূমিতে আমাদের রথের সহিত মৃগ ছুটিয়া পারিবে কেন? ॥ ১৫ ॥

রাজা।—তা হ'লে—সমতল ক্ষেত্রেই যদি আসিয়া থাকি, তবে এইবার রাঁশ ছাড়িয়া দাও। ঘোড়াগুলি প্রাণপণে ছুটুক্ ॥ ১৬ ॥

সূত।—যে আজ্ঞা (বলিয়াই সারথি রাঁশ ছাড়িয়া দিল এবং ঘোড়াগুলিও উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, তখন রথের বেগ দেখিয়া সারথি কহিল)—

রাজন্! দেখুন্ দেখুন্, আপনার অশ্ব-সমূহের কি ক্ষিপ্র গতি! রাঁশ ছাড়িয়া দেওয়ায় উহারা কি প্রাণপণে ছুটিতেছে! উহাদের দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ কেমন যেন দীর্ঘ—লম্বা হইয়াছে এবং কর্ণসজ্জার জন্য কর্ণমূলে সংবদ্ধ ছোট ছোট চামরগুলির অগ্রভাগ (কিংবা ঘাড়ের লম্বমান রোমাবলী) কেমন নিশ্চল ও (শঙ্কিত সজারু-পৃষ্ঠের কণ্টকের মত) সোজা হইয়া রহিয়াছে, আবার কাণ উহাদের স্থির ও উৰ্দ্ধোত্থিত হইয়াছে। কি বেগেই না দৌড়িতেছে! উহাদের নিজের খুরের আঘাতে সমুত্থিত ধূলিও উহাদের আগে যাইতে পারিতেছে না! অনুকূল বাতাসে ধূলিরাশি উড়িতেছে বটে, কিন্তু উহারা যেন সেই বায়ুকেও হারাইতেছে। মনে হইতেছে,—পলায়মান মৃগের দ্রুত-গমন দেখিয়া, ঈর্ষ্যাবশে উহারা যেন দ্রুততরগমনে ছুটিতেছে! ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—'সারঙ্গ আমাকে অনেক দূর টানিয়া আনিয়াছে'—রাজার এই উক্তিতে দেখিতেছি—এতদূর যে আসিতে হইবে, তুচ্ছ একটা হরিণের জন্য, ক্ষুদ্র একটা বন্যজন্তুর জন্য এতদূর যে ছুটিতে হইবে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বন্য প্রাণীর আকর্ষণে অতটা এগিয়ে যেতে হ'বে, তা' নৃপতি গোড়ায় বুঝিতে পারেন নি।—কথাগুলির পিছন পিছন যেন একটা কিসের ছায়া কদাচিৎ অনুভূত হইতেছে। দেখা যাক্, যে মূর্ত্তির ইহা ছায়া, কতদূরে তাহার সন্দর্শন ঘটে।

প্রাণভয়ে হরিণ ছুটিতেছে। সৌন্দর্য্য-দর্শন-পটু দুষ্যন্ত সেই ভয়ার্ত্ত মৃগের তদানীন্তন মূর্ত্তি দেখিয়া কিন্তু বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। শুধু নির্ম্মল গগনে উদিত পূর্ণিমার চন্দ্রই নহে, যাহারা দেখিতে জানে, মেঘ-লাঞ্ছিত শশাঙ্কও তাহাদের তুল্য প্রীতি উৎপাদন করে। তাই এই ভয়কাতর পলায়মান মৃগেও রাজার সৌন্দর্য্যানুভূতি ঘটিতেছে। শিকার করিতে আসিয়া হৃদয়ের হিংসাপ্রবৃত্তি শিকারীর ক্রমে বলবতীই হয়, এ ক্ষেত্রে স্বভাবের অনাবিল সৌন্দর্য্যে কিন্তু শিকারী রাজার হৃদয় ক্রমে ভরিয়া যাইতেছে। কর্পূরধর্ম্মা সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিই হইল—যাহাকে ছোঁয়, তাহাকে সুরভি-করিয়া তোলে, অতিবড় যে নৃশংস, তাহাকেও কোমলতায় মধুর করিয়া লয়। রাজা দুষ্যন্ত ত সহৃদয় পুরুষ, কেন না, যাঁহার হৃদয় সুন্দরের সেবা করিতে জানে, তিনি মহাপুরুষ। এ ক্ষেত্রে শিকারী মহাশয়ের মৃগয়া-সুলভ নৃশংসতা ক্রমে কিন্তু প্রকৃতির অযত্নরক্ষিত বনজাত সন্তানের সংস্পর্শে তিরোহিত হইতেছে। দ্রুত-গতি হরিণের পশ্চাতে প্রাণপণে ছুটিয়াও রাজা তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না—দূরে পড়িয়া যাইতেছেন। কেন?—না—শিকারের স্থানটা বড়ই বিষম, অসম, অর্থাৎ উঁচুনীচু। এখন এই বনচর হরিণের শিকারে রাজার যে যে অবস্থা দেখিতেছি, যে যে অবস্থার অস্পষ্ট রেখাচিত্র

রাজা।— সত্যম্ অতীত্য হরিতো হরীংশ্চ বর্ত্তন্তে বাজিনঃ।

তথাহি—যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োর্ ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥
সূত, পশ্যৈনং ব্যাপাদ্যমানম্॥ ॥ ১৮॥

(শরসন্ধানং নাটয়তি)

(নেপথ্যে)

ভো ভো রাজন্, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ। ॥ ১৯॥

সূতঃ।— (আকর্ণ্যাবলোক্য চ।) আয়ুষ্মন্, অস্য খলু তে বাণপথবর্ত্তিনঃ কৃষ্ণসারস্যান্তরে তপস্বিন উপস্থিতাঃ। ॥ ২০॥

রাজা — (সসম্ভ্রমম্)। তেন হি নিগৃহ্যন্তাং বাজিনঃ। ॥ ২১॥

অন্বয়।—রথজবাৎ—(রথ-বেগ-হেতোঃ) আলোকে যৎ সূক্ষ্মং (সূক্ষ্মতয়া প্রতীয়মানং) তৎ সহসা বিপুলতাং ব্রজতি, যৎ অন্তঃ (প্রকৃত্যা) বিচ্ছিন্নং, তৎ (বস্তু সহসা) কৃত-সন্ধানম্ (সংলগ্নম্) ইব ভবতি, যৎ প্রকৃত্যা বক্রং, তৎ (বস্তু) অপি সহসা নয়নয়োঃ সমরেখং (ঋজুত্বেন প্রতীতং ভবতি); ক্ষণম্ অপি (ব্যাপ্য) কিঞ্চিৎ (বস্তু) মে দূরে ন (তিষ্ঠতি) ন পার্শ্বে (সমীপে বা তিষ্ঠতি)॥ ১৮॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তাই ত! এ যে দেখ্‌ছি আমার অশ্বগুলি বেগে সূর্য্য এবং ইন্দ্র—উভয়ের অশ্বকেই ছাড়াইয়া গেল। দেখ্‌ছ না সারথি!—

কি দুরন্ত বেগেই রথ ছুটছে! এইমাত্র যে বস্তুটা দূরে খুব সরু দেখ্‌ছিলুম, ঐ দেখ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাহা কত বড় হয়ে যাচ্ছে; কত বড় মোটা দেখাচ্ছে! আবার সত্যি সত্যি সে বস্তুগুলির ভিতর বিলক্ষণ ফাঁক্ আছে, হঠাৎ সেইগুলিকে মনে হচ্ছে, কে যেন জুড়ে' দিয়ে গেল! সত্যি সত্যি যাহা খুব বাঁকা, তেড়াবেঁকা, চোখের সাম্‌নে সেগুলিকে সোজা মনে হচ্ছে। এত বেগে রথ ছুটছে যে, পাশে বা দূরে বলিয়া কিছুই মনে হচ্ছে না। এক নিমেষ আগে যেটা দূরে ছিল, এখনি তাকে কাছে, এবং যাহা কাছে ছিল, তাহাকে দূরে দেখছি! কি আশ্চর্য্য! ১৮॥

সারথি! এই দেখ—একে মারলুম। (বাণ যোজনা করিলেন। অমনি হঠাৎ নেপথ্য হইতে কে যেন বলিল) ওহে—ওহে—রাজন্! এ'টি আশ্রমের হরিণ, একে হনন করা উচিত নহে,—উচিত নহে॥ ১৯॥

(শুনিয়া ও দেখিয়া)

সূত।—মহারাজ! আপনার এবং আপনার শর-পথস্থিত ঐ কৃষ্ণসারের মাঝখানে কতিপয় তপস্বী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন॥ ২০॥

(অতিব্যস্ততার সহিত)

রাজা।—তা হ'লে রথের অশ্বগুলিকে শীগ্‌গির থামাও॥ ২১॥

দর্শন করিতেছি, অদূর-ভবিষ্যতে বনচরী হরিণাক্ষী শকুন্তলার ব্যাপারে সেই রেখাচিত্রের জলন্ত ও সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাইব, সে পথও বড়ই বন্ধুর, বড়ই বিষম। সে বনচরীও একান্ত সমীপবর্ত্তিনী থাকিলেও বহু—বহু—দূরবর্ত্তিনী বলিয়া মনে হইবে। তাহার দূরত্বের প্রাচুর্য্য যত অধিক, রাজার "প্রযত্ন-প্রেক্ষণের" প্রবৃত্তিও ততই বলবতী হইবে।

এখন যেমন "সারঙ্গ" চিত্রাঙ্গ মৃগ রাজাকে অনেকদূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে, পরেও তেমনি "অতিরংহা" "সারাঙ্গ" অর্থাৎ সুলভক্রোধ ভস্মাদিভূষিতকায় দুর্ব্বাসা রাজাকে—বহুদূর—শকুন্তলা হইতে অনেকদূর লইয়া যাইবেন।—নাটকের গোড়া হইতেই দেখিতেছি, যাহা হইতেছে, তদপেক্ষা অধিকতর বাস্তব আর একটা কি যেন পিছন পিছন, মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াই লুকাইতেছে, অথবা বাস্তব—হরিণশিকারের পিছনে একটা অতিবাস্তব শিকারের দূর আওয়াজ শোনা যাইতেছে॥১৩-১৫॥

তাৎপর্য্য—রাজা বাণক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই বাণ মারেন আর কি, এমন সময়ে কে যেন নিষেধ করিল। বাণক্ষেপব্যস্ত ও লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রহৃদয় রাজার কাণে সে নিষেধবাণী পৌঁছিল না, তিনি আদৌ তাহা শুনিতে পাইলেন না। কোনো শিকারীই ওরূপ সময়ে বিষয়ান্তর অনুভব করিতে পারে না। সারথি বলিল—বাণের পথে কতিপয় তপস্বী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যেমন ঐ কথা শোনা, অমনি নৃপতি তাড়াতাড়ি অতিব্যস্তভাবে কহিলেন.

সূতঃ।— তথা। (রথং স্থাপয়তি) ॥ ২২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সশিষ্যো বৈখানসঃ)

বৈখানসঃ।—(হস্তমুদ্যম্য) রাজন, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ। ॥ ২৩ ॥

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগ-শরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।

ক বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥ ॥২৩-ক॥

অন্বয়।—অস্মিন্ মৃদুনি মৃগ-শরীরে অয়ং বাণঃ তূলরাশৌ অগ্নিঃ ইব ন খলু সন্নিপাত্যঃ ন খলু সন্নিপাত্যঃ (সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ)। হরিণকানাং অতিলোলং জীবিতং চ বত (খেদে) ক? শিশিতনিপাতাঃ বজ্রসারাঃ তে শরাঃ চ ক? (এতদুভয়োর্মহদন্তরম্) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সূত। আচ্ছা ॥ ২২ ॥ (রথ থামাইল)।

(শিষ্যের সহিত একজন তাপসের প্রবেশ)

বৈখানস। (হাত তুলিয়া) রাজন্! এ'টি আশ্রমের মৃগ, একে বধ করা উচিত নয়, উচিত নয় ॥ ২৩ ॥

রাজন্! এই অতিকোমল মৃগের দেহে আপনার ঐ ভয়ঙ্কর বাণ কদাচ নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নহে। রাশীকৃত তূলমধ্যে একটিমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে—তাহার যে গতি হয়, ঐ বাণাঘাতে এই নিরীহ প্রাণীরও সেই গতি ঘটিবে, নিমেষমধ্যে মরিয়া যাইবে। একবার ভাবিয়া দেখুন ত, এই সকল নিরপরাধ হরিণের অতি ভঙ্গুর জীবন, যাহা সামান্য আঘাতেই বিপন্ন হইতে পারে,—সেই চঞ্চল জীবন এবং আপনার বজ্রের ন্যায় কঠিন, সুধার ও সুতীক্ষ্ণ ঐ বাণ, এ'র মধ্যে কত প্রভেদ। এই দেহ কি ঐ বাণের যোগ্য? ২৩ ক ॥

তবে আগে রথের অশ্বগুলির রাঁশ টানিয়া ধর, নতুবা, যে বেগে যাইতেছে, হয় ত বা ঋষিদের গায়ের উপর গিয়াই পড়িবে। তার পর যেমন ঋষিদের বলা, অমনি রাজাও বাণ গুটাইয়া লইলেন। যাঁহারা কখনো শিকার করিয়াছেন, শিকার করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, শিকারীর পক্ষে এটা কত বড় কঠিন কার্য্য। কতদূর হইতে—কত পাহাড়-পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া, ঐ মৃগের পিছন পিছন ছুটিতেছেন,—অনেক কষ্টের পর,—অনেক পরিশ্রমের পর এইবার শরবারে বাগে পাইয়াছেন, এবার আর তাকে রাখে কে? এই বাণ মারেন আর কি, বাণক্ষেপের পূর্ব্বেই সারথিকে বলিতেছেন,—এই দেখ,—হরিণটা গেল ঃ—এমনই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে কাহার নিষেধবাণী আসিল। সারথি বলিল, তপস্বীরা বাণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর দ্বিরুক্তি নাই। অমনি রাজা স্থির হইলেন। নিজের হৃদয়ের উপর দুষ্মন্তের যে কতটা প্রভাব, ইহা তাহারই একটা নিদর্শন, আর সেই সঙ্গে পূজ্যের প্রতি, গুরুস্থানীয়গণের প্রতি ভারতেশ্বরের সে কত অনুরাগ, তাহাও সূচিত হইল। আর কবি ইঙ্গিতে ইহাও দেখাইলেন যে, অতবড় সবেগ হৃদয় কি অদ্ভুত কৌশলে—বনবাসী তাপসদিগের প্রতি হেলিতে আরম্ভ করিল।

আশ্রমমৃগের প্রাণ বিপন্ন দেখিয়া আশ্রমবাসী তাপস আত্মপ্রাণে উপেক্ষাপূর্ব্বক বাণের মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের প্রাণাধিক মৃগের প্রাণ প্রাণ দিয়াও রাখিতে হইবে।—তাপস আসিয়া রাজাকে শুধু স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ওটি আশ্রমের মৃগ, উহাকে বধ করা অনুচিত। উহাকে বধ করিও না—এমন কথা তাপস বলিলেন না। দরকার নাই। এ কাজটা অনুচিত, আর্য্য নৃপতির পক্ষে তাপস-মুখোচ্চরিত একটুকুই পর্য্যাপ্ত। যাহা অনুচিত, আর্য্য নৃপতিরা যে কদাচ তাহা করিতে পারেন না, এ তত্ত্ব তাপস জানিতেন। ব্রাহ্মণ আমি, তপস্বী আমি, ত্যাগী আমি, এইটা অনুচিত, এই পর্য্যন্তই আমার মুখে যথেষ্ট, ইহার বেশী আমি বলিব কেন? বলিতে চাই না। অনুচিত জানিয়াও যদি কেহ তাহা করেন,—ফলভোগ তিনিই করিবেন। আমি কেন বলিতে যাইব যে, উহা করিও না বা উহা কর,—আমি কেবল কর্ত্তব্যমাত্র দেখাইয়া দিব। করা না করা তোমার দ্রষ্টব্য, আমার নহে। আর আমি যাহা 'অনুচিত' বলিব, তাহা কোনো আর্য্য সন্তানই যে করিতে পারেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে, ব্রাহ্মণ আমি, এতটুকু প্রত্যয় আমার নিজের উপর না থাকিলে, আমার আমিত্ব বজায় রহিল কৈ? তাই ব্রাহ্মণ তাপস শুধু "অনুচিত" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। বেশী কিছু বলিলেন না। ব্রাহ্মণ-তাপসের আত্মসত্তায় অগাধ বিশ্বাস, আপন ব্যক্তিত্বে অপরিমিত নির্ভর, তাই তিনি অকুতোভয়ে বীরশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্তের বাণের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন। আত্মত্রাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মৃগের প্রাণরক্ষার্থে উপস্থিত হইলেন। ইহা কালিদাসের এক বিরাট্ চিত্র। যে দেশের ব্রাহ্মণ আত্মদেহের মাংস কাটিয়া দিয়া শ্যেনপক্ষীর কবল হইতে আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষা করিতেন, দুর্গত ইন্দ্রের প্রার্থনায় যে দেশের ব্রাহ্মণ আপন অস্থি সস্মিতমুখে অর্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই দেশের ব্রাহ্মণের প্রতিকৃতি ॥ ১৬—২৩ ॥

তৎ সাধু কৃত-সন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্ত্তত্রাণায় তে শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি ॥ ॥ ২৩-খ ॥

রাজা — এষ প্রতিসংহৃতঃ (যথোক্তং করোতি)॥ ॥ ২৪ ॥

বৈখানসঃ।— সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ—

জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবং-গুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি ॥ ॥ ২৫ ॥

রাজা।— (সপ্রণামম্) প্রতিগৃহীতম্। ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—তৎ (তস্মাৎ) কৃতসন্ধানং সায়কং সাধু (যথা তথা) প্রতিসংহর। তে শস্ত্রং আর্ত্তত্রাণায়—(বিপন্নানাং রক্ষণার্থং ভবতি), অনাগসি (নিরপরাধে প্রাণিনি) প্রহর্ত্তুং ন (ভবতি)॥ ২৩ খ ॥

তব ইদং (বাণ-প্রতিসংহরণং) যুক্তরূপং (অতিশয়েন যুক্তং, সমীচীনং ভবতি), যস্য (তব) পুরোঃ বংশে (প্রখ্যাততম পুরুনামকস্য রাজ্ঞঃ বংশে) জন্ম। এবং-গুণোপেতং (ত্বত্তুল্য-গুণালঙ্কৃতং, আত্মগুণানুরূপং) চক্রবর্ত্তিনং (স্বতেজসা রাজচক্রমবনময্য যো বর্ব্বর্ত্তি, তাদৃশং) পুত্রম্ আপ্নুহি (লভস্ব)॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—সুতরাং আপনার ঐ সহিত বাণ, যাহা ধনুকের ছিলায় জুড়িয়াছেন, সত্বর খুলিয়া নিন; ক্ষত্রিয় আপনারা, আপনাদের অস্ত্র বিপন্নের রক্ষার জন্য, নিরপরাধকে মারিবার জন্য নহে॥ ২৩ খ ॥

রাজা।—এই বাণ খুলিয়া লইলাম। (বাণ খুলিলেন)॥২৪॥

বৈখানস।— মহারাজ! আপনি পুরুকুলের প্রদীপ অর্থাৎ অবতংসস্বরূপ, সুতরাং এই কার্য্য,—ব্রাহ্মণের আজ্ঞা-মাত্রেই বাণের প্রতিসংহার করা, আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্তই হইয়াছে। কি আর বলিব?— আপনি যেরূপ সুশীল ও বিনয়ভূষিত, এইরূপ একটি গুণবান্ চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করুন,—এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি ॥ ২৫ ॥

রাজা।—(প্রণামপূর্ব্বক) আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম॥ ২৬ ॥

ভাৎপর্য্য।—তাপসের "বাণ প্রতিসংহার কর" যেমন বলা, রাজাও অমনি বাণ ধনুর্গুণ হইতে বিমুক্ত করিয়া 'এই করিলাম' বলিলেন ও বাণটি তূণীরে রাখিলেন। আশ্রমের হরিণ মারিতে উদ্যত দেখিয়া রাজার উপর বনবাসী তাপস যেমনই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন বলামাত্রেই বাণসংহার করিতে দেখিয়া, তিনি তেমনই প্রসন্ন হইলেন ও প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; 'তুমি যেমন পৃথিবীবিখ্যাত পুরুষ ও পরম গুণবান্, এমনই একটি জগদ্বিখ্যাত ও আত্মগুণানুরূপ পুত্র লাভ কর, তুমি রাজা, তোমার সে পুত্র যেন রাজাদেরও রাজা হয়, চক্রবর্ত্তী হয়।' এ ত আশীর্ব্বাদে নহে, ইহা দুষ্মন্তের পক্ষে বর। এই বরপ্রভাবেই তাঁহার পুত্র সর্ব্বদমন কালে "ভরত" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সাত জন চক্রবর্ত্তীর প্রথম এবং অন্যতম চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পুরাণে আছে,—

"ভরতার্জ্জুন-মান্ধাতৃ-ভগীরথ-যুধিষ্ঠিরাঃ।
সগরো নহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্ত্তিনঃ॥"

তাপস অতীত ভাবিয়া না বলিলেও কিন্তু তৎকৃত আশীর্ব্বাদটা বেশ জমিয়াছে। অতীত এক পুরুষ, বর্ত্তমান এক পুরুষ এবং ভবিষ্যৎ এক পুরুষ, এই তিন পুরুষ লইয়া আশীর্ব্বাদ জুড়িয়া বসিয়াছে। বিখ্যাত পুরুর কুলে যেমন সুবিখ্যাত তুমি, তেমনি তোমার একটি অতি সুবিখ্যাত পুত্র হউক। পুরু এবং তুমি—উভয়েই খুব বড় বটে, কিন্তু তোমাদের কেহই চক্রবর্ত্তী নহ, তোমার পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবেন। তোমাদের সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবেন। অপুত্রক দুষ্মন্তের পক্ষে এর বাড়া আশীর্ব্বাদ আর নাই। তাঁহার বুকটা—বর্ষার নদীর মত, আহ্লাদে কানায় কানায় ভরিয়া গেল। অখণ্ড সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রাজা দুষ্মন্ত প্রসন্নহৃদয়ে ও অবনতমস্তকে কহিলেন—আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম। আর্য্য-নৃপতি জানিতেন যে, এত বড় তাপস ব্রাহ্মণের এমন বুকভরা আশীর্ব্বাদ কখনো বৃথা হয় না॥ ২৪-২৭॥

বৈখানসঃ।— রাজন্! সমিদাহরণায় প্রস্থিতা বয়ম্। এষ খলু কাশ্যপস্য কুলপতেঃ অনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে। ন চেদন্যকার্য্যাতিপাতঃ, প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ। অপিচ

রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাঙ্ক ইতি॥ ॥ ২৭ ॥

রাজা।— অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ। ॥ ২৮ ॥

বৈখানসঃ।— ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলাম্ অতিথিসৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ। ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—প্রতিহত-বিঘ্নাঃ রম্যাঃ তপোধনানাং ক্রিয়াঃ সমবলোক্য—"মৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ মে ভুজঃ কিয়ৎ রক্ষতি"—ইতি জ্ঞাস্যসি (চ)॥ ২৭॥

বঙ্গার্থ।—বৈখানস।—রাজন্! আমরা সমিধ্ সংগ্রহের জন্য চলিয়াছি। এই অদূরে মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কাশ্যপ ঋষির আশ্রম দেখা যাচ্ছে, যদি কোনো বিশেষ কাজের ক্ষতি না হয়, তবে, ঐ আশ্রমে গমনপূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণ করুন্। তা ছাড়া একটা জিনিসও বুঝিতে পারিবেন যে, তপস্যাই যাঁহাদের একমাত্র ধন, তদতিরিক্ত আর কিছুই যাঁহাদের নাই, সেই ঋষিদিগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ বেদবোধিত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পরম রমণীয় যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ কি প্রকার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ তাহার ত্রিসীমাতেও যে আর আসিতে পারে না, নরনাথ। ঐ সকল দেখিলে আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন, বুঝিতে পারিবেন—"আমার এই যে বাহুতে ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিতে করিতে, অত্যাচারী দানবকুলের ধ্বংসের নিমিত্ত নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে, দাগ (ঘাঁটা) পড়িয়াছে, সেই বাহু প্রকৃত-পক্ষে কতকটা পরিমাণে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতেছে।" রাজন্! আপনার নিরন্তরপরিশ্রমের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া আপনি আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই॥ ২৭॥

রাজা।—কুলপতি কি আশ্রমে উপস্থিত আছেন? ২৮॥

বৈখানস। এই সম্প্রতি তাঁহার কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়া তাহারই দুরদৃষ্ট-শান্তির নিমিত্ত সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন॥ ২৯॥

তাৎপর্য্য।—যাহাদের জন্য সারা জীবন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, নিশিদিন খাটিয়া মরিতেছি, প্রতিদান চাই না, শুধু তাহারা যদি বোঝে যে, আমার লাঞ্ছনার পরিমাণ কত, তাহাদের জন্য কি করিয়াছি ও করিতেছি, তবেই আমার সকল শ্রম সার্থক, আর সেই তাহারাই যদি নিজমুখে স্বীকার করে যে, আমার ঐ পরিশ্রমের ফলে তাহারা কতটা সুখশান্তিতে আছে, তবে ত কথাই নাই। নবীন উদ্যমে আমার বুক ভরিয়া ওঠে। তাপসের মুখে আত্মকার্য্যের সুফল শ্রবণে দুষ্মন্তের হৃদয় আনন্দে, সাফল্যে, চরিতার্থতায় তাই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। কুলপতি কণ্বের আশ্রম, তাঁহারই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, এটা তাঁহার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। যদি সুযোগই ঘটিয়াছে, একবার দেখিয়া যাইতে ক্ষতি কি? নিজের বাহুবলের,—ক্ষাত্রপ্রভাবের এতবড় জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য তাপসের অনুরোধে দুষ্মন্তের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিল। তিনি রাজোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলপতি কণ্ব উপস্থিত আছেন ত? তাঁহাকে দেখা একটা কম ভাগ্যের কথা নহে! দশ হাজার মুনিকে অন্নবস্ত্র দিয়া যে বিপ্রর্ষি অধ্যাপনা করেন, তিনিই কুলপতি। কণ্বও তাহাই। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে তিনি দ্রষ্টব্যও বটেন॥ ২৮॥

দর্শকগণের সহিত রাজা দুষ্মন্তও, বৈখানসের কথায়,—"কুলপতি কণ্ব কি আশ্রমে উপস্থিত আছেন" এই প্রশ্নের বৈখানস-দত্ত উত্তরে কৌতুহল-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। "কন্যা শকুন্তলাকে অতিথি-সংকারের ভার দিয়া, তাহারই দুরদৃষ্ট-শান্তির জন্য আশ্রমপতি কণ্ব একটা তীর্থে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে গিয়াছেন।"—সংবাদে যুগপৎ কত কি কৌতূহলোদ্দীপক সংশয় সকলের মনে উদিত হইতে লাগিল। পরমনিষ্ঠাবান্ আজন্ম-ব্রহ্মচারী মহর্ষি কণ্ব, তাঁহার আবার কন্যা! যদিও বা তাহাই হয়, তবুও সেই কন্যার আবার অদৃষ্ট মন্দ হয় কি প্রকারে? অতবড় মহর্ষির মেয়ে,—যে মহর্ষি ইচ্ছামাত্রেই একটা নূতন ও পৃথক্ পৃথিবী পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারেন, এতবড় যাঁহার ক্ষমতা, তাঁর মেয়ে শকুন্তলা, তার আবার 'দুরদৃষ্ট'-সম্ভাবনা কোথায়?—সবাই মহা গোলে পড়িলেন। প্রথমে সূত্রধারের প্রবেশ হইতে

যে দেশের ব্রাহ্মণ আপন অস্থি সাগ্নতমুখে

রাজা।— ভবতু তাবেব পশ্যামি। সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি। ॥ ৩০ ॥

বৈখানসঃ।— সাধয়ামস্তাবৎ। ॥ ৩১ ॥

[সশিষ্যো নিষ্ক্রান্তঃ।

বঙ্গানুবাদ

রাজা।—বেশ, তাঁকেই আমি দর্শন করিব। তা হ'লেই কুলপতির প্রতি আমার যে কত প্রগাঢ় ভক্তি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন এবং তিনিই মহর্ষিকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন ॥ ৩০ ॥

বৈখানস।—তবে আমরা বিদায় হই, (আপনি আশ্রমে যান্) ॥ ৩১ ॥ [শিষ্যসহ বৈখানসের প্রস্থান।

আরম্ভ করিয়া এই সবে অভিনেয় নাটকের সামান্য একটু অভিনীত হইয়াছে মাত্র, এরই মধ্যে এত গোল! প্রথমে সূত্রধারের ভুলে, কোন্ নাটক অভিনয় করিতে হইবে, তাহাই তার মনে নাই—ব্যাপারে এক গোল, পরে পত্নীর মনে করাইয়া দেওয়ায়—সূত্রধারের 'হাঁ হাঁ, বটে, বটে, ঠিক ঐ রাজার মত' তোমার গানে ভুলে, আমার মনটাও কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছিল—কথায় এক গোল,—রাজাকে একটা বনের হরিণ ভুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে,—কি কাণ্ড! তার পর যদিও বা রাজা অনেক কষ্টে হরিণটাকে বধ করেন আর কি, এমন সময়ে তথায় তাপসরা আসিয়া বাধাইল আর এক গোল,—দিল না হরিণ মারিতে,—রাজার সব চেষ্টা, উদ্যম, প্ল্যান তাপসরা বিগ্‌ড়াইয়া দিল। তার পর উঠিল এক আশ্রমের কথা,—তাতেও নানা গোল। ব্রহ্মচারীর মেয়ে, মস্ত মহর্ষির মেয়ে, তার আবার 'দুরদৃষ্ট'—কপাল মন্দ, এত মন্দ যে, তাহার প্রতিপ্রসবের জন্য অতবড় মহর্ষিকে তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইতে হইয়াছে? এ যে এক বিষম সমস্যা! নাটকখানার সুরু হইতেই এত গণ্ডগোল! দেখা যাউক। দর্শকগণের দর্শন-কৌতূহল ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। যেটা গ্রন্থের জীবন, বিশেষতঃ দৃশ্য-কাব্যের একমাত্র সার্থকতার নিদান, সেই কৌতূহলের উদ্দীপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

ভারতেশ্বর যে আশ্রমে যাইবেন, তথায় আশ্রমের কর্ত্তা উপস্থিত নাই। অতবড় রাজ-অতিথির আদর-অভ্যর্থনা ত দূরের কথা, একটা কথা বলার মত এক জন পুরুষলোকও সে তপোবনে নাই, অথচ তাপসরা রাজাধিরাজকে সেই ক্ষণেকটি তরুণীমাত্রে অধ্যুষিত আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া সমিৎ-সংগ্রহে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মনে কোনো দ্বিধা জন্মে নাই। রাজ্যেশ্বর, তাঁহারই রক্ষিত, কালিদাসের ভাষায় "রাজ-রক্ষিত"—তপোবনে যাইবেন, একপ্রকার নিজের বাড়ীতেই যেন যাইতেছেন, সুতরাং তাহাতে 'কিন্তু'র কিছুই নাই। সরল তাপসরা তাই বলিয়া গেলেন, অতিথি-সৎকারের ভার শকুন্তলার উপর। কণ্বদুহিতা শকুন্তলার নিকট আতিথেয়-কর্ম্মের আশ্রমে, অতিথির সৎকারের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবার যদি বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কদাচ রাজাকে আশ্রম দেখাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইতেন না।

ভাগ্যক্রমে, যদিই বা একটা বনমৃগের দয়ায় রাজা ত্রিজগৎবন্দ্য মহর্ষির আশ্রমের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, একটা মহৎ তীর্থের সন্নিকটে আসিয়াছেন এবং সেখানকার তাপসদের নিকট নিজের প্রজাপালন-যোগ্যতার শতমুখে প্রশংসা শুনিয়াছেন; একবার সেই আশ্রম না দেখিয়া যান কি প্রকারে? কেই বা পারে? ঐ আশ্রম ত একটা পরম তীর্থ, আর্য্য নৃপতির অবশ্য-গন্তব্য এবং দ্রষ্টব্য স্থান,—তীর্থ না হইলেই বা কি? কে এমন এখনই বা আছে, যে জীবনে প্রথমবার আগ্রায় গিয়া "তাজ" এবং আজমীরে গিয়া পুষ্কর ও উজ্জয়িনীতে গিয়া মহাকালমন্দির না দেখে বা না দেখিতে চায়? কণ্ব না-ই থাকুন, কণ্বদুহিতা ত আছেন, তাঁহার নিকটেই মহর্ষির উপর নিজের যে কত প্রগাঢ় ভক্তি, তার যতটা পারেন, পরিচয় দিয়া রাজা ফিরিয়া আসিবেন। এই মতলবে, "আচ্ছা, না থাকিলেন কণ্ব, তদীয় দুহিতাকেই দেখিয়া যাই"—বলিয়া দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে চলিলেন।

রাজা বাহির হইয়াছেন—মৃগয়া করিতে, বাণের সম্মুখে কি যে পড়িবে, তা'র ত কোনো স্থিরতা নাই; হরিণ, মহিষ, বরাহ, ঋক্ষ, ব্যাঘ্র, সিংহ—কত কি জন্তুতে অরণ্য পরিপূর্ণ, সুতরাং হিংসার ষোল আনার জন্য ভরপুর, পরিচ্ছদও তদনুরূপ। গঙ্গাস্নানের গরদের ধুতিনামাবলীতে ত চলিবে না,—ধনুকবাণ, তূণীর, বর্ম্ম, কবচ, শিরস্ত্রাণ—যখনকার যাহা, তাহাতে সজ্জীভূত হইয়া নৃপতি ছুটিয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ সমস্ত প্ল্যানটাই উল্‌টিয়া গিয়াছে, হিংসার পরিবর্ত্তে অহিংসার রাজ্যে ছুটিতে হইল। অহিংস অসহযোগ নহে, অহিংস সহযোগের জন্য ছুটিলেন। 'চল সারথি! পুণ্যময় আশ্রম দর্শনপূর্ব্বক আমরাও আত্মাকে পুণ্যময় করিয়া যাই'—বলিয়া রথাশ্বের বল্গা পরাবর্ত্তন করাইলেন। ৩০-৩১ ॥

রাজা।— সূত। নোদযাশ্বান, পুণ্যাশ্রমদর্শনেনাত্মানং পুনীমহে। ॥ ৩২ ॥

সূতঃ।— যদাজ্ঞাপযত্যায়ুষ্মান। ॥ ৩৩ ॥

(ভূযো রথবেগং নিরূপযতি)

রাজা।— (সমন্তাদবলোক্য।) সূত। অকথিতোঽপি জ্ঞাযত এব যথাযমাশ্রমস্তপোধনস্যেতি ॥ ৩৪ ॥

সূতঃ।— কথমিব। ॥ ৩৫ ॥

রাজা।— কিং ন পশ্যতি ভবান। ইহ হি

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতযঃ শব্দং সহন্তে মৃগাস্ তোযাধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—ইহ হি, ক্বচিৎ তরূণাম্ অধঃ শুক-গর্ভ-কোটর-মুখ ভ্রষ্টাঃ নীবারাঃ (দৃশ্যন্তে), (ক্বচিৎ) প্রস্নিগ্ধাঃ উপলাঃ ইঙ্গুদী-ফল-ভিদঃ এব সূচ্যন্তে। (ক্বচিৎ) বিশ্বাসোপগমাৎ অভিন্ন-গতয়ঃ (সন্তঃ) মৃগাঃ শব্দং সহন্তে, (ক্বচিৎ) চ তোয়াধারপথাঃ বল্কল-শিখা-নিষ্যন্দ-রেখাঙ্কিতাঃ (দৃশ্যন্তে)॥৩৬॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সারথি! অশ্বচালনা কর। চল যাই, পুণ্যময় আশ্রম দর্শনপূর্ব্বক আত্মা পবিত্র করি গিয়া ॥ ৩২ ॥

সূত।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (সারথি রথের গতিবিধান করিতে লাগিল) ॥ ৩৩ ॥

রাজা।—(চারিদিক দেখিয়া) সারথি! কেহ বলিয়া না দিলেও এটা যে ঋষিদিগের আশ্রম, তা' বেশ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥

সূত।—কি করিয়া বুঝিলেন? ॥ ৩৫ ॥

রাজা।—কেন, তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? দেখ এই স্থানের অবস্থাটা। ঐ দেখ,—তরুতলে কত তৃণধান্য পড়িয়া আছে, ঐ সকল তরুর কোটরের মধ্যে যে সকল শুকপক্ষী বাস করে, তাহাদের মুখ হইতে ঐ ধানের শীষগুলি নীচে পড়িয়াছে। ঋষিরা শিলোঞ্ছবৃত্তি, তাঁহাদের সংগৃহীত নীবারের (ধান্য) দু'চারিটা শীষ উহারা মুখে করিয়া বাসায় লইয়া আসে ও কোটরমধ্যে বসিয়া খায়।—কোটরে ঢুকিবার সময়ে ও খাওয়ার সময়ে—কতক কতক নিম্নে পড়িয়া যায়। আবার ঐ দিকে ঐ দেখ, কেমন তেল-চক্‌চকে পাথরগুলি, নিশ্চয় উহার উপরে ইঙ্গুদী-ফল থেঁত্‌লা করিয়া তেল বাহির করা হইয়াছে, নতুবা অত তৈলাক্ত দেখা যাবে কেন? ঋষিরা ত ইঙ্গুদী-ফলের তেল ছাড়া অন্য তেল মাখেন না।

আবার ঐ দিকে ঐ দেখ, এখানে কোন ভয় নাই, আমাদিগকে কেহ মারিবে না, এই বিশ্বাসে হরিণগুলি কেমন নিশ্চল হইয়া রথের শব্দ শুনিতেছে, একটুও এদিক-ওদিক পলাইতেছে না। ও দিকে জলাশয়ের পথের দিকে চাহিয়া দেখ,—যে সমুদয় তরুত্বকে তপস্বীরা দেহ আবৃত করেন, স্নান-প্রতিনিবৃত্ত ঋষিদিগের সেই সকল বল্কলের প্রান্তভাগ হইতে ক্ষরিত জলধারায় পথগুলিতে কেমন রেখা পড়িয়াছে ॥ ৩৬ ॥

রাজা আসিয়াছিলেন কি করিতে, আর চলিলেনই বা কি করিতে? নিজের ইচ্ছায় যে কিছুই হয় না বা কিছুই করা যায় না, তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। বিধির বিলাসে—একটা কেমন উলট-পালট আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বেগবান্ বন্যমৃগ রাজাকে বলপূর্ব্বক কোথায় ভুলাইয়া আনিয়াছে, তার পর আবার বৈখানসেরা তাঁহাকে কোথায় এক অদৃষ্টপূর্ব্ব তপোবনে চালান দিয়াছেন। রাজা প্রথমে অবশ-হৃদয়ে যেমন বন্যমৃগের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এখনও তেমনিই অবশ-হৃদয়ে বনবাসী তাপসের অঙ্গুলী-সঙ্কেতে কোন্ এক আশ্রমের দিকে ছুটিলেন। পরাবর্ত্তনের তাঁহার যেন কোন সামর্থ্যই নাই। বনবাসীর আধিপত্য যে দুষ্মন্তজীবনে কত অধিক, তাহার কতকটা আভাস নাটকের এই প্রারম্ভভাগেই পাইতেছি। প্রথমে বন্যমৃগ, পরে বনবাসী বৈখানস, তার পর বনবাসিনী শকুন্তলা, সর্ব্বশেষে বনবাসী তাপস দুর্ব্বাসা—এই এতগুলি বনচরের প্রভাবে রাজা আত্মবিস্মৃত। হরিণদর্শনে তাঁহার যে বিস্মৃতির প্রথমোন্মেষ, হরিণাক্ষী শকুন্তলার সন্দর্শনে সেই বিস্মৃতির বহিঃপ্রকাশ, আর দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে সেই বিস্মৃতির পূর্ণত্ব। দুষ্মন্তের জীবন-ত্রিযামার তিনটি যামেই যেন একই বিস্মৃতি তিনটি পৃথক্‌রূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। ইহা মহাকবির এক অপূর্ব্ব কৌশল। সমস্ত নাটকখানির ইহা এক বিশেষ ও বিস্ময়াত্মক রহস্য ॥ ৩২ ॥

সূতঃ।— সর্ব্বমুপপন্নম্। ॥ ৩৭ ॥

রাজা।— (স্তোকমন্তরং গত্বা) তপোবননিবাসিনামুপরোধো মা ভূৎ এতাবত্যেব রথং স্থাপয় যাবদবতরামি। ॥ ৩৮ ॥

সূতঃ।— ধৃতাঃ প্রগ্রহাঃ, অবতরত্বায়ুষ্মান্। ॥ ৩৯ ॥

রাজা।— (অবতীর্য্য) সূত! বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ইদং তাবদ্‌গৃহ্যতাম্। (সূতায়াভরণানি ধনুশ্চোপনীয় অর্পয়তি)। সূত! যাবদাশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্য অহমুপাবর্ত্তে তাবদার্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়ন্তাং বাজিনঃ। ॥ ৪০ ॥

সূতঃ।— তথা। [নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ৪১ ॥

রাজা।— (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদমাশ্রমদ্বারং যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য নিমিত্তং সূচয়ন্)

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র ॥ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—ইদম্ আশ্রমপদং শান্তম্। বাহুঃ চ স্ফুরতি। ইহ অস্য ফলং কুতঃ? অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি সর্ব্বত্র ভবন্তি ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যার্থ।—সূত।—হাঁ, সবগুলিই ঠিক ॥ ৩৭ ॥

রাজা।—(একটু গিয়াই) আশ্রমবাসীদিগের কোনরূপ বিরক্তির কারণ বা বাধাবিঘ্ন যাহাতে না জন্মে, তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে; সুতরাং এই স্থানেই রথ থামাও, আমি নামি ॥ ৩৮ ॥

সূত।—আমি রাঁশ টানিয়া ধরিয়াছি, আপনি নামুন্ রাজন্ ॥ ৩৯ ॥

রাজা।—(নামিয়া) সারথি! তপোবনে কোনরূপ জাঁকজমকের দরকার নাই, খুব নম্রভাবে ও অনুদ্ধত-পরিচ্ছদে প্রবেশ করাই ঠিক। সুতরাং এইগুলি তুমি ধর। (সূতকে রাজাভরণ এবং ধনুঃপ্রভৃতি স্বহস্তে অর্পণ করিলেন এবং কহিলেন)—সূত! আমি যতক্ষণ আশ্রমবাসীদিগকে দেখিয়া ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া না ফিরি, ততক্ষণ তুমি অশ্বগুলির পিটটি ধুইয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত কর ॥ ৪০ ॥

সূত।—যে আজ্ঞা। (রাজা চলিয়া গেলেন) ॥ ৪১ ॥

রাজা।—(একটু গিয়া ও চারিদিক দেখিয়া) এই ত আশ্রম-প্রবেশের দ্বার, এখন ভিতরে যাই। (প্রবেশমাত্রেই একটা শুভলক্ষণ অনুভব করিয়া)—

এ কি! এই আশ্রম ত শমগুণ-প্রধান অথচ আমার বাহুস্পন্দন হইতেছে! এরূপ শমগুণময় স্থানে দক্ষিণ বাহু-কম্পনের ফল—আমার ন্যায় ক্ষত্রিয়ের পরিণয়সম্ভাবনা কোথায়? কিংবা যা' হ'বার, তার দ্বার, উপায়, বুঝি সব জায়গাতেই ঘটিয়া থাকে! ॥ ৪২ ॥

ভাৎপর্য্য।—রথ ছুটিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আশ্রমের পরিসরভাগে গিয়া পৌঁছিল। দুষ্মন্ত চারিদিকের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন যে, আর বেশী দূর নাই; নিকটেই কুলপতির আশ্রম। চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যাবলীতে তাঁহার হৃদয়ে কেমন একটা অনাবিল পবিত্র ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি সারথিকে একে একে সেই পবিত্র সৌন্দর্য্য, স্বভাবের অপূর্ব্ব বিলাস দেখাইতে লাগিলেন। ক্ষণকালের জন্য ভারতেশ্বরের হৃদয় হইতে ঐহিক ক্ষাত্রভাব, সম্পদের গরিমা তিরোহিত হইল। একটা অপরিজ্ঞাত, অনুপম ও অতিমধুর তপোবন-সুলভ পবিত্রভাবে বিভোর হইয়া তিনি গিয়া আশ্রমের প্রবেশদ্বারে, প্রধান ফটকের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন এবং সারথিসহ রথ রাখিয়া একা একা আশ্রমদ্বারের দিকে চলিলেন। তপোবনে যাইতেছেন, রাজাধিরাজের বেশ শোভন নহে, তাই বিনয়ী নৃপতি সমস্ত রাজভূষা সারথির হাতে দিয়া, ভারতের অধিপতি একজন সামান্য মানুষের মত গিয়া আশ্রমের প্রধান ফটকে উপস্থিত হইলেন।

এই ত দরজা, তবে প্রবেশ করি,—বলিয়া যেমন প্রবেশ করিলেন, অমনি রাজার দক্ষিণবাহু কাঁপিয়া উঠিল। পুরুষের দক্ষিণবাহু কম্পনের যে ফল, তাহা রাজা জানিতেন।—হঠাৎ কি যেন একটা কেমন বিদ্যুতের রশ্মি তাঁহার অন্তর্বহিঃ চিত্ত-শরীর সমস্ত ঝটিতি, নিমেষের জন্য কাঁপাইয়া আলোকিত—চমকিত, অভিভূত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা প্রথমে স্তম্ভিত, পরে বিস্মিত হইলেন। এখানে—এমন শমগুণ-প্রধান তপোবনে এ কাঁপাকাঁপিতে লাভ কি? এখানে ত বাহুকম্পনের

(নেপথ্যে)

ইদো ইদো সহীও॥ ॥ ৪৩ ॥

রাজা।— (কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে। দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাম্ আলাপ ইব শ্রূয়তে। যাবদত্র গচ্ছামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) অয়ে। এতাস্তপস্বিকন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈর্বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুম্ ইত এবাভিবর্ত্তন্তে। (নিপুণং নিরূপ্য) অহো ! মধুরমাসাং দর্শনম্।

শুদ্ধান্ত-দুর্লভমিদং বপুরাশ্রম-বাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যান-লতা বন-লতাভিঃ॥

যাবদিমাং ছায়ামাশ্রিত্য প্রতিপালয়ামি। (বিলোকযন্ স্থিতঃ) ॥ ॥ ৪৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—ইদং শুদ্ধান্তদুর্লভং (রাজান্তঃপুরেঽপি দুষ্প্রাপং) বপুঃ যদি আশ্রমবাসিনঃ জনস্য (স্যাৎ, তর্হি) উদ্যান-লতাঃ বনলতাভিঃ গুণৈঃ দূরীকৃতাঃ খলু (নিশ্চিতমেব) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।— (নেপথ্য হইতে কে যেন বলিল) এই দিকে এই দিকে সখীগণ ॥ ৪৩ ॥

রাজা।—(কান পেতে শুনে) ও কি। দক্ষিণ দিকের উদ্যানে যেন কি একটা আলাপ শোনা যাচ্ছে। তবে ঐ দিকেই যাই। (একটু এগিয়ে দেখিয়া) এ কি। এই যে কতিপয় তাপস-দুহিতা, নিজেরা যেমন, তেমনই ছোট ছোট জল-সেচনের কলস নিয়ে, কচি কচি গাছগুলিতে জল দিবার নিমিত্ত এই দিকেই আসছে! (খুব তারিয়ে তারিয়ে দেখে') আহা! কি সুন্দর। চোখ জুড়িয়ে যায়।

রাজার অন্তঃপুরেও ত এমন রূপ, এমন ললিত কলেবর দেখা যায় না। যদি সত্য সত্যই ইঁহারা আশ্রম-বাসিনী এবং তাপস-দুহিতা হন, তবে দেখিতেছি, এতদিনে অযত্ন-বৰ্দ্ধিতা বনলতার নিকটে স-যত্ন-রক্ষিতা উপবন-লতার পরাজয় ঘটিল। আচ্ছা, এই ছায়ায় দাঁড়াইয়া একটু দেখি। (একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন) ॥ ৪৪ ॥

ফললাভের কোনো সম্ভাবনাই নাই। তবে কেন বাহু এমন কাঁপে?—এইরূপ কত কি আলোচনায় নৃপতির হৃদয় আন্দোলিত হইল। কিন্তু একটা 'কেন' লইয়া, বিশেষতঃ সেই 'কেন' যদি আবার নিজের নিতান্ত অনুকূল বিষয়ের সংশয়-সূচক হয়, তবে তাহা লইয়া বেশীকাল কেহ থাকিতে পারেও না বা থাকিতে চায়ও না। যা' হোক্, একটা সমাধান করিয়া লইয়া হৃদয় স্থির করিয়া লয়। দক্ষিণবাহু যদি পুরুষের কাঁপে, তবে সুন্দরী স্ত্রীলাভ হয়, মানুষের, বিশেষতঃ রাজা-রাজড়ার পক্ষে এটা কম অনুকূল কথা নহে। অথচ ব্রহ্মচারী মুনিঋষিদের আশ্রমে,—ব্রাহ্মণ তাপসের তপোবনে ক্ষত্রিয় রাজার সে রত্নলাভের সম্ভাবনা আদৌ নাই সত্য, কিন্তু অসভ্য বাহু তবে কাঁপে কেন? এতবড় একটা সাম্রাজ্য-লাভের সূচক বাহুকম্পন তবে কি বৃথায় যাইবে? তাই কি হয়?—এইরূপ কত কি চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়া রাজ-হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। শেষে দুষ্যন্ত ঐ অনুকূল কম্পনকে আর উড়াইয়া দিতে পারিলেন না বা উড়াইতে চাহিলেনও না। 'আপ্‌সে' যেটা আসতে চাচ্ছে, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নিজের মনেই বলিলেন—"যাহা ঘটিবার, হইবার, সর্ব্বত্রই তাহার দ্বার উন্মুক্ত।—হোক্ না তপোবন,—হোক্ না ব্রাহ্মণের আশ্রম,—বাহু যখন কাঁপিয়াছে, তখন সে কাঁপার যে ফল, তাহা পাইবার পথও উন্মুক্ত"—বলিয়া রাজা আত্মহৃদয়ের অস্থৈর্য্য-শান্তি করিলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ॥ ৪২ ॥

"যাহা ঘটিবার, সর্ব্বত্রই তাহার দ্বার উন্মুক্ত" রাজার মুখ দিয়া যেমন এই বাক্যের উচ্চারণ ও পরিসমাপন হইল,—অমনি কোন্ এক অদৃশ্য স্থান হইতে কে যেন বলিয়া বসিল—"ইদো ইদো সহীও"—এই দিকে এই দিকে সখীগণ! রাজোচ্চারিত বাক্যের শেষ শব্দ ও এই নেপথ্যোচ্চারিত বাক্যের প্রথমাংশ—'ইদো ইদো'—এই দিকে এই দিকে—অংশ যদি মিলাইয়া দেখা যায়, তবে দাঁড়ায় গিয়া—"উন্মুক্ত এই দিকে এই দিকে।" অর্থাৎ যাহা ঘটিবার, তাহার দরজা খোলা এই দিকে এই দিকে। সন্দিহান রাজা, সংশয়ার্ত্ত দুষ্যন্ত উভয় শব্দের এই রাজযোটকে চমকিয়া উঠিলেন। তবে কি সত্যই ঐ দিকে দরজা খোলা? দক্ষিণবাহু-কম্পনের যে সুফল, তাহার ভাণ্ডারের দ্বার কি ঐ দিকে উন্মুক্ত? ॥ ৪৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

শকুন্তলা।— ইদো ইদো সহীআ। ॥ ৪৫ ॥

অনসূয়া।— হলা সউন্দলে তুবত্তো বি তাদকস্সবস্স ইমে অস্সমরুক্খআ পিঅদরে ত্তি তক্কেমি,
জেণ গোমালিআকুসুমপেলবা বি তুমং এদাণং আলবালপূরণে ণিউত্তা। ॥ ৪৬ ॥

প্রাক্তভানুবাদ।—ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ ॥ ৪৫ ॥

হলা শকুন্তলে! ত্বত্তঃ অপি তাতকাশ্যপস্য ইমে আশ্রম-বৃক্ষকাঃ প্রিয়তরাঃ ইতি তর্কয়ামি, যেন নবমালিকা-কুসুম-পেলবা অপি ত্বম্ এতেষাম্ আলবালপূরণে নিযুক্তা ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—(অনন্তর পূর্বোক্তরূপে জলসেচনোদ্যতা শকুন্তলার সখীদ্বয়ের সহিত প্রবেশ)

শকু।—এই দিকে এই দিকে সখীদ্বয় ॥ ৪৫ ॥

অন।—ওলো শকুন্তলে! আমার মনে হয়, তাত কাশ্যপের তুই যতটা প্রিয়, আশ্রমের এই ছোট ছোট গাছগুলি তার চেয়ে ঢের বেশী তাঁর প্রিয়। তা যদি না হবে, তবে নবমালিকাফুলের (নেয়ালীফুল) মত অত কোমল তুই, আর তোকে দিয়ে এই গাছের গোড়ায় তিনি জল ঢালাচ্ছেন? এত কষ্টের কাজে লাগিয়েছেন?··· ॥ ৪৬ ॥

ভাৎপর্য্য।—'তোমার সৌভাগ্যের দরজা খোলা এই দিকে এই দিকে'—সংস্কারে মনস্বী দুষ্মন্তের মনে যে আশার বিদ্যুৎ চকিতে খেলা করিয়া গিয়াছিল এবং তিনি নিমেষের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট স্তব্ধতাং বিমোহিত রাজার কাণে, শান্ত তপোবনের স্নিগ্ধ-সমীরণে ভাসিতে ভাসিতে ঐ "ইদো ইদো" ধ্বনি শুধু প্রবেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সে ধ্বনি তাঁহার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' পশিয়াছে, এবং সমগ্র রাজহৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়াছে। রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই যে, উহা কিসের ধ্বনি বা কাহার ধ্বনি?—সে ধ্বনিতে,—

"নিশিশেষে নিদ্রাভঙ্গে অর্দ্ধচেতনের সঙ্গে
অদূরে মুরলী-ধ্বনি বাজিলে যেমন,
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া পরাণেতে জড়াইয়া
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।"—(হেমচন্দ্র)

ঠিক তেমনই ভাবে রাজার কাণ, মন, প্রাণ—সমস্ত ভরিয়া গিয়াছে। বহুকাল পরে প্রবাস-প্রত্যাগতের কর্ণে প্রথম প্রিয়জনালাপের ন্যায়, মধুযামিনীর শেষে দূরাগত ও অস্পষ্টশ্রুত কোকিলগীতিকার ন্যায়, শ্রমার্ত্ত পর্য্যটকের কর্ণে অদূরশ্রুত ভ্রমরঝঙ্কারের ন্যায় এবং পিপাসার্ত্ত পথিকের কর্ণে অদৃশ্য নির্ঝর-শব্দের ন্যায় সে ধ্বনি কাননের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, পৃথিবীপতিকে একান্ত উন্মনা করিয়া তুলিল। রাজা দুষ্মন্ত নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়ে ও ব্যগ্র-মনে কাণ পাতিয়া রহিলেন। নিমেষমাত্র পরে, তাঁহার মনে হইল যেন, দক্ষিণ-দিগ্ বর্ত্তিনী বৃক্ষ-বাটিকায় ঐ "আলাপ" শ্রুত হইতেছে। কাহার 'আলাপ'? কিসের 'আলাপ'? দুষ্মন্ত বীণার 'আলাপ' শুনিয়াছেন, ত্রিস্রোর 'আলাপ' শুনিয়াছেন, পরিবাদিনীর 'আলাপ' শুনিয়াছেন, বসন্তের রমণীয় অপরাহ্ণে ভ্রমরীর 'আলাপ' শুনিয়াছেন, কোকিলার 'আলাপ' শুনিয়াছেন, দুষ্মন্ত 'চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনীর' অঞ্চলে বসিয়া বীচিমালিনী তটিনীর কুলকুল 'আলাপ' শুনিয়াছেন, কিন্তু এমন স্বপ্নময়—আবেশময় 'আলাপ' ত জীবনে কখনো শুনেন নাই! তিনি প্রথমতঃ বুঝিতেই পারেন নাই যে, উহা কি? কোনো মানবীর কণ্ঠধ্বনি? না কোনো বনদেবতার স্বর্গ-বর্ষি-কণ্ঠ-নিঃসৃত রাগের 'আলাপ'? সরসী-হৃদয়-বিহারী রাজ-হংসকে যেমন তরঙ্গমালা পদ্ম হইতে পদ্মান্তরের নিকট ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই অপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব স্বরতরঙ্গও তদ্রূপ উন্মনায়মান রাজাকে সেই দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সে স্বরলহরী তখনও যেন বাতাসে ভাসিতেছিল। তখনও তাহার লয় হয় নাই। রাজা সেই দিক্ ধরিয়া অবশচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর যাইতে-না-যাইতেই দেখিলেন,—অদূরে তিনটি তাপস-কন্যকা জলপূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। দুষ্মন্ত অনিমেষ হইতে সেই 'মধুরদর্শনা' বালিকাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। প্রথম-দর্শনেই তাঁহার মনে হইল, যেন এত রূপ জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। তাপস-তনয়াদের এ রূপের কাছে,—বনবাসিনী ও কৃচ্ছ্রচারিণীদের এ অনুপম সৌন্দর্য্যের কাছে,—তাঁহার সুরম্য-হর্ম্ম্য-বিলাসিনী অন্তঃপুরচারিণীদের শ্রী একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। তাই তিনি আপন মনে কহিলেন,—উপেক্ষিতা বন-লতারই যদি এত রূপ হয়, তবে নিতান্ত অপেক্ষিতা ও সবিলাস-সবর্দ্ধিতা রাজোদ্যানের লতিকার গর্ব্ব এত দিনে বিচূর্ণ হইল। এ রূপের কাছে কি তাই?—এই একটি কবিতার দ্বারাই কবি, দুষ্মন্তের হৃদয়-ভাণ্ডার যেন উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন।

শকুন্তলা।— ণ কেঅলং তাদণিওওও এব্ব অত্থি মে সোদরসিণেহো বি এদেসু। (নাট্যেন সিঞ্চতি) ॥ ৪৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন কেবলং তাতনিয়োগঃ এব, অস্তি মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গার্থ।—শকু।—শুধু পিতা ভার দিয়েছেন বলেই যে জল ঢাল্‌চি, তা নয়, এই গাছগুলির উপর আমারও ভ্রাতৃস্নেহ আছে, ভাইয়ের মত এগুলিকে দেখি ॥

(জলসেচন) ॥ ৪৭ ॥

সৌন্দর্য্য-লিপ্সা নিন্দার বিষয় নহে। জগতে এমন জীব অতিবিরল, যে সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নহে। সৌন্দর্য্য জীবমাত্রেরই অভিপ্রেত ও তৃপ্তিপ্রদ। সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হইয়াই মৃগ চিত্রার্পিতবৎ স্থিরভাবে ও উর্দ্ধকর্ণে ব্যাধের বাণ-পথে দাঁড়াইয়া ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্‌ ঝঙ্কার শ্রবণ করে। সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়াই ফণী বাঁশরীর রবে ফণা উত্তোলন করিয়া নাচে। সৌন্দর্য্য-লোভেই পতঙ্গ বহ্নিমুখে প্রাণ সঁপিয়া দেয়। যে হৃদয়ে সৌন্দর্য্য প্রিয়তা নাই, তাহা দাবদগ্ধ ঊষর ক্ষেত্রের তুল্য, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ, আবিল জলরাশির ন্যায়—অনুপভোগ্য। বিশ্ব-পতির এই চিরসুন্দর বিশ্ব তাহার জন্য নহে, সে হতভাগ্য। দুষ্মন্তের সৌন্দর্য্য-প্রীতি প্রচুরপরিমাণেই ছিল। তিনি সুন্দরী ধরণীর অধিপতি, সুন্দর বিশ্বের নিয়ন্তা। নীলাম্বুরাশির নীলাম্বরে তাঁহার আকল্প-নবীন বসুন্ধরা সুশোভিতা। তাদৃশ নৃপতির হৃদয়ে সৌন্দর্য্যপ্রীতির অভাব হইবে কেন? তবে, নীলগগনের নবোদিত চন্দ্র-লেখার সৌন্দর্য্য লোকে যে ভাবে দেখে, তিনি তাপসকন্যকাদিগের সৌন্দর্য্যও যদি সেই ভাবে দেখিতেন, তাহা হইলে বলিবার কিছুই ছিল না, কিন্তু তিনি তাহা দেখেন নাই। তিনি অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তিনি যে ভাবে ধাবমান মৃগের 'গ্রীবাভঙ্গাভিরাম' মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তিনি যে ভাবে 'নিরায়ত-পূর্ব্বকায়', 'নিষ্কম্প-চামর-শিখ' ও 'নিভৃতোর্দ্ধ্বকর্ণ' প্লুত-গতি অশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন যদি আজ সেই ভাবে তাপসদুহিতাদের সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তবে অধিকতর রুচিকর হইত। তিনি তাহা দেখেন নাই। দুষ্মন্ত 'স্বকীয়া' অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীদিগের সহিত তুলনা করিয়া 'পরকীয়া' কন্যকাদিগের রূপ-দর্শন করিয়াছিলেন, আপনার ভাগ্যের সহিত পরের সৌভাগ্যের তুলনা করিয়াছিলেন। এতাদৃশী তুলনার পরিণাম যেমন হয়, তাঁহারও পক্ষে তেমনই হইয়াছিল। যে স্থলে পরের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়া পরকে বুঝিতে হয়, যে স্থানে পরকীয়সমৃদ্ধিদর্শনে স্বকীয়-ঋদ্ধিভাবনা মানসে উদিত হয়, সে স্থলে আত্ম চিন্তা,—আত্মার্থই মুখ্য, পরার্থ তথায়—গৌণ। দুষ্মন্তের এই তাপস-দুহিতৃদর্শন আত্মার্থমূলক। তাঁহার অজ্ঞাত-সারে তদীয় হৃদয়ে আত্মার্থ-পরতা প্রকটরূপ ধারণ করিয়া বসিল। আর তিনি তৎপরিচালিত হইয়া তপস্বিদুহিতাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। এই দিদৃক্ষা তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্বরাগ নহে, তবে পূর্ব্বরাগরূপিণী ঊষার দ্যোতক প্রাভাতিক নক্ষত্র ইহাকে বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ভারতেশ্বর, গ্রীষ্মের আপরাহ্নিক প্রখর তাপ হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন ও প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ড-তাপের হাত হইতে ক্ষণিক পরিত্রাণ-লাভ ঘটিল বটে, কিন্তু অতিমার্ত্তণ্ড মদনের তাপ মুখব্যাদান করিয়া যে অলক্ষ্যে আসিতেছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও রাজা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ছায়ায় দাঁড়াইয়া অনল-শিখার আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব হইতেই দুষ্মন্ত ছায়ায় দাঁড়াইয়া তিন সখীকে দেখিতেছিলেন ও মনে মনে কত হিসাব-নিকাশ করিতেছিলেন। এখন অনসূয়ার কথার পর শকুন্তলা যখন কথা কহিলেন ও নবমালিকার 'পরে জলসেচন করিলেন, তখন দুষ্মন্ত বুঝিতে পারিলেন যে, উঁহাদের কোন্‌টি শকুন্তলা। তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।—"এই কি সেই কণ্বদুহিতা"—বলিয়া দুষ্মন্ত একবার বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া আশ্রম-পতি কণ্বকে মনে মনে তিরস্কার করিলেন। এমন মেয়েকেও যিনি ঘরসংসারের কাজে, তাতে আবার আশ্রমের কাজ,—যার সবটাই নীরস, আগাগোড়াই বিশ্রী,—তাহাতে লাগাইতে পারেন, তাঁহার কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? দেখিয়াও কি ঋষি বুঝিতে পারেন নাই যে, এই রূপ,—রাজবাড়ীর অন্তঃপুরেও যার জোড়া নাই, তাহা কি কঠোর তপস্যাকর্ম্মের উপযুক্ত? কি অবিচার। বর্ষীয়সী গৃহকর্ত্রী, সংসারের কাজ-কর্ম্ম শিখাইয়া, নবোঢা বধূকে পাকা গৃহিণী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত যখন সংসারের এটা-ওটা-সেটা, খুটি-নাটি কাজে লাগাইয়া বউকে তৈরি করিতে প্রয়াস পান, তখন ঐ নবীনার নবীন কান্ত যেমন—বুড়োবুড়ীদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যায়,—দুষ্মন্তও আজ কণ্বের উপর সেইরূপ চটিয়া গেলেন। কিন্তু উপায় নাই, আশ্রমের ত উনি কেউ নন। উনি অতিথিমাত্র, অতিথি হইয়া গৃহস্থকে শাসন করিবেনই বা কি প্রকারে,—তাই ক্ষুণ্ণহৃদয়ে—কণ্বের অনুচিত ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, দুষ্মন্ত গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার চিত্ত কণ্বের উপর যতই বিরক্ত হইতে লাগিল, তাঁহার হিসাবে নির্য্যাতিতা শকুন্তলার উপর ততই সে অনুরক্ত হইয়া উঠিল, ক্রমে তাহা কিন্তু দয়ার্দ্র-হৃদয় রাজা আদৌ ধরিতে পারিলেন না। তিনি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায়

রাজা।— কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা। অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ য ইমামাশ্রধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্ তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥
ভবতু, পাদপান্তরিত এব এনাং বিশ্রব্ধাং পশ্যামি। (তথা করোতি)। ॥ ৪৮ ॥

শকুন্তলা।—(স্থিত্বা) সহি অণসূএ! অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদম্হি, সিঢ়িলেহি দাব ণং। ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—যঃ ঋষিঃ অব্যাজ-মনোহরম্ (নিসর্গ-সুন্দরম্) ইদং বপুঃ (শকুন্তলায়াঃ কোমলং কলেবরং) তপঃ-ক্ষমং (অতিকৃচ্ছ্রস্য তপসঃ যোগ্যং) সাধয়িতুম্ (কর্ত্তুম্) ইচ্ছতি, সঃ ধ্রুবং (নিশ্চিতং ক্রিয়া-বিশ) নীলোৎপলপত্রধারয়া (অতিকোমলেন ইন্দীবরদলপ্রান্তভাগেন) শমী-লতাং (শমীবৃক্ষস্য শাখাং, অতিকঠিনমিত্যর্থঃ) ছেত্তুম্ ব্যবস্যতি (চেষ্টতে) কিল॥ ৪৮॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি অনসূয়ে! অতিপিনদ্ধেন বল্কলেন প্রিয়ংবদয়া নিয়ন্ত্রিতা অস্মি,শিথিলয় তাবৎ এতৎ॥৪৯॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—এই কি সেই কণ্বদুহিতা? তা' যদি হয়, তবে দেখ্‌ছি, পূজনীয় মহর্ষি কণ্ব ঘোর অবিবেচক। এমন মেয়েকেও কি কঠোর আশ্রমের কৃচ্ছ্র ও কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আছে? ছিঃ!—

এই নিসর্গ-সুন্দর ও কোমল-কান্ত কলেবরকে যিনি দুষ্কর তপস্যার যোগ্য করিতে অভিলাষ করেন, অতি-কোমল নীল-কমলের পাপ্‌ড়ির ধারে শমীবৃক্ষের কঠিন শাখা ছেদন করিতেও তিনি প্রয়াস পাইতে পারেন। (অথবা,—ছেদনে তিনি অভিলাষী হইয়াছেন—বলা যাইতে পারে।)

আচ্ছা, গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই যথেচ্ছ-বিহারিণী শকুন্তলাকে খানিকক্ষণ দেখি। (অন্যথা, অকস্মাৎ অপরিচিত পুরুষের দর্শনে উহার স্বৈরাচারের বাধা জন্মিবে।) (তাহাই করিলেন)॥ ৪৮॥

শকুন্তলা।—(একটু দাঁড়িয়ে) সখি অনসূয়ে! প্রিয়ংবদা এত কসে' আমায় বাকল পরিয়ে দিয়েছে যে, আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে, তুমি বাকলের গাঁট্‌টা একটু ঢিল্ ক'রে দাও॥ ৪৯॥

গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন, অপ্রবুদ্ধ-হৃদয়ে ও অবশ-প্রাণে আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। তখন আর তাঁহার এমন সামর্থ্য নাই যে, সেই রূপ-দর্শন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, অথচ বয়স্থা ললনার নির্জ্জনে সন্দর্শন যে দূষ্য, ইহাও তিনি যে না বোঝেন, তাহা নহে। কিন্তু উপায় নাই। ওরূপ সময়ে কি তাঁহার ন্যায় দয়াময়, পরদুঃখকাতর নৃপতির ফিরিবার সামর্থ্য থাকে? একটি সুন্দরী যুবতীর উপর অত অত্যাচার রাজা হইয়া তিনি কি সহ্য করিতে পারেন? তাই একান্ত ব্যথিত-হৃদয়ে তিনি 'পাদপান্তরিত' হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দুষ্মন্ত এবার আরও অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন। যখন তুমি আত্মপ্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ কর, পারো না, আত্মসংবরণ করিতে চাও, জানিও, তখন তোমার হৃদয়ের উপর প্রভুত্বের হ্রাস হইয়াছে, হৃদয় তোমার অধীন নাই, তুমিই তখন হৃদয়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছ। মহাকবি, এইভাবে হৃদয়বান্ দুষ্মন্তকে হৃদয়ের হস্তের ক্রীড়নকরূপে বৃক্ষান্তরালে দাঁড় করাইয়া শকুন্তলাকে দেখাইলেন। রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী অপরাধীর ন্যায় আত্মগোপন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুষ্মন্ত যে কতটা আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, রাজরাজেশ্বরের মহনীয় ও সমুচ্চ সিংহাসন হইতে কত দূর সমতলে যে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মুখ দিয়াই কবি প্রকাশ করিয়াছেন। 'আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখি, নতুবা, ভালো করিয়া দেখা হইবে না।' নির্জ্জনে,—মাছিটিও যেখানে নাই, এমন স্থানে—তরুণীকে দেখা,—তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের,—অর্থাৎ জনমানবশূন্য স্থানে তাহার অবাধ হৃদয়ের নড়াচড়া যেমনটি দেখা যায়, লোক-সমক্ষে সতত আড়ষ্ট ও সংবৃতকায়া যুবতীর কি তেমনভাবে সন্দর্শন ঘটে। তাই লোলুপ নরনাথ লুকাইয়া—দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বুভুক্ষুর পরমান্ন-দর্শনের ন্যায়, ক্ষুধার্ত্তপ্রাণে ও তৃষিত-নয়নে একধ্যানে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন॥ ৪৮॥

তাৎপর্য্য।—কোমলাঙ্গী শকুন্তলার পরিহিত বল্কলের গেরোটা একটু আঁটিল্ হইয়াছে; আর তার কষ্টের অবধি নাই।—সে অনসূয়ার শরণ হইল। অনসূয়াও দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাড়াতাড়ি বাকলখানা খুলিয়া বেশ ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া দিল। তখন মেয়েরা দু'খানা পরিধেয় ধারণ করিত, একখানা পরিত, আর একখানা কাঁচলির মতন গায়ে জড়াইত, একটায় গেরো দিয়া দেহের উত্তরার্দ্ধ আবৃত করিত। ঐ কাঁচলির বাকলখানাই আঁটো আঁটো

অনসূয়া।— তহ। (শিথিলয়তি)। ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ংবদা।— এত্থ পওহর-বিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ। ॥ ৫১ ॥

রাজা।— কামম্ অননুরূপমস্যা বয়সো বল্কলং ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥ ॥ ৫২ ॥

শকুন্তলা।— এসো বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরাবেই বিঅ মং কেসররুক্খও জাব ণং সম্ভাবেমি। (পরিক্রামতি) ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়ংবদা।— হলা সউন্দলে এত্থ এব্ব দাব মুহুত্তঅং চিট্ঠ জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং কেসররুক্খও পডিভাই। ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—সরসিজং শৈবালেন অনুবিদ্ধম্ অপি রম্যং (ভবতি), লক্ষ্ম (কলঙ্কঃ) মলিনম্ অপি হিমাংশোঃ লক্ষ্মীং (শোভাং) তনোতি। ইয়ং তন্বী (কৃশাঙ্গী শকুন্তলা) বল্কলেন অপি অধিকমনোজ্ঞা (ভবতি)। (তথাহি)—মধুরাণাম্ আকৃতীনাং কিম্ ইব মণ্ডনং ন (ভবতি) হি, (সর্ব্বম্ অপি মণ্ডনং ভবতি)॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তথা ॥ ৫০ ॥

অত্র পয়োধরবিস্তারয়িতৃ আত্মনঃ যৌবনম্ উপালভস্ব ॥ ৫১ ॥

এষ বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলিভিঃ ত্বরয়তি ইব মাং কেশরবৃক্ষকঃ, যাবৎ এনং সম্ভাবয়ামি ॥ ৫৩ ॥

হলা শকুন্তলে! অত্র এব তাবৎ মুহূর্ত্তকং তিষ্ঠ, যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া লতা-সনাথঃ ইব অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ প্রতিভাতি ॥৫৪॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—দিচ্ছি। (ঢিল করিল)॥ ৫০ ॥

প্রিয়ংবদা।—বটে! আমার পরানোর দোষ? নিজের যৌবনকে গাল্ পাড না। পলে পলে সে যে তোমার পয়োধর-যুগল বিস্তৃত কর্‌ছে, ফুলিয়ে তুল্‌ছে, তা বুঝি দেখতে পাচ্ছ না?॥ ৫১ ॥

রাজা।—মহর্ষি এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন? তাঁহার কি কিছুই বিবেচনা নাই? এ বয়সের কি এই পরিধেয়? এমন যৌবনের ইহা যে ঘোর প্রতিকূল।—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শরীরের গুণে অমন বিশ্রী পরিধেয়ও কেমন সুন্দর মানাইয়াছে। প্রফুল্ল কমল যেমন শৈবালযোগেও সুন্দর দেখায়, পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন কলঙ্ক-সম্পর্কেও কত শোভা বিস্তার করে, তদ্রূপ এই কৃশাঙ্গী ও অপূর্ব্বসুন্দরী শকুন্তলা কঠিন বল্কল পরিধান করিয়াও কত মনোহারিণী হইয়াছে। অথবা, যাহাদের আকার স্বভাবতই সুন্দর, তাহারা যা পরে, যা করে, সবই সুন্দর দেখায়, সমস্তই তাহাদের অলঙ্কারের কার্য্য করে॥ ৫২ ॥

শকুন্তলা।—সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে ঐ নবীন বকুল-বৃক্ষের নবপল্লব ঈষদান্দোলিত হওয়ায় মনে লইতেছে, যেন বকুল অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমায় ডাকিতেছে, সুতরাং উহার অনুরোধ রক্ষা করি গিয়া। (অগ্রসর হইলেন)॥ ৫৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—ওলো শকুন্তলে! ঐখানে খানিক দাঁড়া। তুই উহার নিকটে যাওয়ায়, মনে হচ্ছে, ঐ নবীন বকুল-তরু যেন লতার সহিত সমাগত হইল॥ ৫৪ ॥

ঠেকায় শকুন্তলার কষ্ট হইতেছিল। রাজা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষনেত্রে দেখিতেছেন। এ কি! শকুন্তলার উপর সকলেই নির্দ্দয় না কি? কণ্বের বিষয় রাজা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, এখন প্রিয়ংবদার ব্যবহারটাও শকুন্তলার মুখে শুনিলেন। শকুন্তলাকে ত চিনিয়াছেন,—কিন্তু ঐ প্রিয়ংবদাটি কে? এ দুই সখীর কোন্‌টি? শকুন্তলার কথায় 'দিচ্ছি' বলিয়া যে গেরো খুলিতে আসিল, তার নাম অনসূয়া,—শকুন্তলার "অনসূয়ে!"—ডাকে সে-ই সাড়া দিয়াছে। সুতরাং শকুন্তলা ও অনসূয়া বাদে ঐ যে তৃতীয়টি,—উহারই নাম প্রিয়ংবদা, রাজা বুঝিয়া লইলেন। আর সামাজিকগণও—চিনিলেন যে, কোন্‌টি কে।—কালিদাস কি সুন্দর কৌশলে পাত্রগণের পরিচয় প্রদান করিলেন। সামাজিকগণ আরও বুঝিলেন যে, সখীদ্বয়ের একটি,—অনসূয়া যার নাম, সে যেন একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির, যেমন ডাকিল, 'দিচ্ছি' বলিয়া অমনিই সে আসিয়া শকুন্তলার কষ্টের লাঘব করিয়া দিল, আর একটি—প্রিয়ংবদা যেন একটু মুখরা, আর সেই সঙ্গে বেশ একটু তীব্রতাচ্ছন্ন রসে ভরপুর, গায়ে তার সামান্য আঁচ্-টুকুও সয় না। ফাঁক্ পেলেই ছুটো টিপ্পুনি দেয়॥ ৪৯-৫০-৫১ ॥

শকুন্তলা।— অদো কৃখু পিঅংবদা সি তুমং। ॥ ৫৫ ॥

রাজা।— প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুন্তলাং প্রিয়ংবদা।

অস্যাঃ খলু

অধরঃ কিসলরাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥ ॥ ৫৬ ॥

অনসূয়া।— হলা সউন্দলে ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোসিণি ত্তি ণোমালিআ ণং বিস্মুমরিদাসি। ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—অস্যাঃ (শকুন্তলায়াঃ) খলু অধরঃ কিসলয়-রাগঃ (নবপল্লববৎ আরক্তঃ), বাহূ কোমলবিটপানুকারিণৌ (অচিরজাত-শাখাবৎ কোমলৌ), অঙ্গেষু কুসুমম্ ইব লোভনীয়ং (অতিমনোজ্ঞং) যৌবনং (তারুণ্যং) সন্নদ্ধং (বিজৃম্ভিতম্)। (অতঃ ইয়ং শকুন্তলা প্রিয়ংবদয়া যৎ লতাসদৃশী—ইতি উক্তা, তৎ যুক্তমেব) ॥ ৫৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অতঃ খলু প্রিয়ংবদা অসি ত্বম্ ॥ ৫৫ ॥

হলা শকুন্তলে! ইয়ং স্বয়ংবরবধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃত-নামধেয়া বনজ্যোৎস্না ইতি নবমালিকা। এনাং বিস্মৃতা অসি? ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—সখি! এই জন্যই,—এত মিষ্টি কথা বলিস্: বলেই তোকে সবাই প্রিয়ংবদা বলে ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—প্রিয়ংবদা, দেখিতেছি, প্রিয় হইলেও সত্য কথাই বলিয়াছে। (অর্থাৎ প্রিয়-বাক্য প্রায়ই অতিরঞ্জিত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। প্রিয়ংবদার উক্তি প্রিয় এবং বর্ণে বর্ণে সত্য)। কেন না, শকুন্তলার অধর নবোদ্গত পল্লবের অরুণিমায় সুশোভিত, এবং বাহুদ্বয় অতি কোমল অচিরজাত বিটপের ন্যায় সুন্দর। আর নবীন যৌবন বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায় শকুন্তলার আপাদমস্তক ছাইয়া আছে। সুতরাং কুসুমিত লতার সহিত শকুন্তলার তুলনা করিয়া প্রিয়ংবদা ঠিকই করিয়াছে। ৫৬ ॥

অনসূয়া। ওলো শকুন্তলে! তুই যে নবমালিকার বন-জ্যোৎস্না নাম রাখিয়াছিলি, ঐ দেখ্,—সে কেমন স্বয়ংবরা হইয়াছে, নিজেই গিয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। তুই কি একে ভুলে' গেলি? ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য।—বরপক্ষের লোক, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে যখন দেখিতে যায়, তখন তাহারা যেমন কন্যার নাক, মুখ, চোক্ কাণ, কর-চরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে দেখিয়া লয়, আবার সেই লোক চতুর হইলে,—ঐ কন্যা হাসিলে কেমন দেখায়, দাঁড়াইলে কেমন দেখায়, চলিলে-ফিরিলে-ঘুরিলেই বা কেমন দেখায়, তাহাও খুঁটিয়া খুঁটিয়া বুঝিয়া লয়, কালিদাস ঠিক সেইভাবে, দুষ্মন্তকে শকুন্তলা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জলপূর্ণ-কুম্ভ-কক্ষা আনত-নিতম্বা শকুন্তলার কেমন রূপ, ভ্রমর-বাধা-ব্যাকুলা নর্ত্তিত-নয়না শকুন্তলার কেমন রূপ, উন্মোচিতবল্কলা পীনস্তনী শকুন্তলার কেমন রূপ,—তাহা কবি রাজাকে দেখাইলেন। সুপ্রকট-চৈতন্য রাজা অপ্রকট-চৈতন্য তরুর দেহে আত্মগোপনপূর্ব্বক শকুন্তলার সেই রূপ-লহরী দেখিলেন, আর আপন মনে আপনিই, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদের ন্যায়, সেই রূপের ব্যবচ্ছেদ, বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন।

গ্রীষ্মের দিবাবসানে, মালিনী-তটে, কণ্ব মুনির আশ্রমে,, দুই সখীর সহিত শকুন্তলা আশ্রম-পাদপে জল-সেচন করিতেছে ও প্রাণ খুলিয়া কত মনের কথা কহিতেছে। সখীদের এক জন—অনসূয়া বড় ভালমানুষ, সাত-পাঁচের ধার ধারে না, অতি সরল। আর এক জন প্রিয়ংবদা রসিকতার ফোয়ারা, অবসর পাইলে ত কথাই নাই, অনবসরেও ঠোকর মারিয়া কথা বলে, সোজা কথাটাও রসের কটাহে ডুবাইয়া 'অমৃতি'র মত করিয়া তোলে। কোনো লতা ফুলের ভারে নুইয়া পড়িয়াছে। শকুন্তলা দেখিতেছে, অমনই প্রিয়ংবদা ঠাট্টা জুড়িয়া দিল,—"শকুন্তলে! কি দেখিস্? শুধু ঐ লতার নয়, তোরও ফুল ফুটিল বলিয়া, অথবা তলিয়ে, নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে দিয়ে দেখ্—ফুল হয় ত ফুটিয়াছে!" কোন গাছ হইতে অপরাহ্ন-সমীরে হয় ত একটা লতা খানিক ঝুলিয়া পড়িয়াছে, শকুন্তলা তাহা তুলিয়া দিতে যাইতেছে, তুলিয়া দিতেছে;—অমনই প্রিয়ংবদা এক হাত লইতেছে। সরলা অনসূয়া শুনিয়া-ই যাইতেছে। শেষে, প্রিয়ংবদা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার পর সে বুঝিতেছে যে. সত্যই শকুন্তলার দেহে জোয়ার আসিয়াছে। সে যেন

শকুন্তলা।— তদা অত্তাণং বি বিস্সুমরিস্সং। (লতামুপেত্য অবলোক্য চ) হলা রমণীএ ক্খু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবহোঅক্খমো সহআরো। ॥ ৫৮ ॥

(পশ্যন্তী তিষ্ঠতি)

প্রিয়ংবদা।— অণসূএ জানাসি কিং সউন্দলা বণজোসিণিং অদিমেত্তং পেক্খই ত্তি। ॥ ৫৯ ॥

অনসূয়া।— ণ ক্খু বিভাবেমি কহেহি। ॥ ৬০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তদা আত্মানম্ অপি বিস্মরিষ্যামি। হলা রমণীয়ে খলু কালে অস্য লতা-পাদপ-মিথুনস্য ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ। নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্না, বদ্ধপল্লবতয়া উপভোগ-ক্ষমঃ সহকারঃ॥ ৫৮ ॥

অনসূয়ে। জানাসি—কিং শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাম্ অতিমাত্রং প্রেক্ষতে ইতি?॥ ৫৯ ॥

ন খলু বিভাবয়ামি, কথয়॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—একে যে দিন ভুলবো, সে দিন নিজেকেও ভুলে যাবো। (বলিয়া লতার নিকটে গমন ও দেখিতে দেখিতে উক্তি)।—ওলো অনসূয়ে! দেখ্, ইহাদের উভয়েরই কি সুন্দর সময়, পরস্পরের কি রমণীয় সমাগমকাল উপস্থিত। বিকশিত নব-কুসুমরূপ যৌবনে বনজ্যোৎস্না লতিকা যেমন সুশোভিত, অচিরোদ্গত কিসলয়ে সহকারতরুও তেমনই মনোহর। বনজ্যোৎস্নার পক্ষে ঐ সহকার সত্যই বড় উপভোগের যোগ্য হইয়াছে। (ঐ দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)॥ ৫৮ ॥

প্রিয়ংবদা।—অনসূয়ে! কি জন্য শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনজ্যোৎস্নার দিকে একধ্যানে চেয়ে থাকে, তা' কি জানিস্?॥ ৫৯ ॥

অনসূয়া।—না ভাই। কেন? বল্ ত॥ ৬০ ॥

একটু কেমন কেমন হইয়াছে ও পলে পলে হইতেছে। মিথ্যা উপহাসে, বাজে রসিকতায় তত আসে যায় না বা গায়েও বাধে না, কিন্তু সত্য বিদ্রূপের আঘাত বড়ই তীব্র। তাই প্রিয়ংবদার কথায় শকুন্তলার মনে বড়ই আঘাত লাগিতেছে, সে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। 'দুষ্টু' প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বাকলের কাঁচলি বাঁধিয়া দিয়াছে, হয় ত বাঁধনটা একটু আঁটিয়া দিয়াছিল। শকুন্তলা অনসূয়াকে ঐ বাঁধন শিথিল করিয়া দিতে বলিতেছে, প্রিয়ংবদার বাঁধন বড় শক্ত। অমনই প্রিয়ংবদা ফণা ধরিয়া উঠিয়াছে ও বলিতেছে,—"প্রতিপলে যৌবনবন্যায় তোর দেহ হাতে-বিঘতে ফুলিয়া উঠিতেছে, তাই অমন আঁটো-আঁটো ঠেকিতেছে, আর দোষ হইল—আমার?" এইরূপে তিন সখীতে কত রসিকতা হইতেছে, অথবা দুই সখী শকুন্তলাকে লইয়া কত রসিকতা, কত হাসিঠাট্টা করিতেছে, আর অদূরে, পুরুষবর্জ্জিত সেই উদ্যানের এক বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া রাজাধিরাজ দুষ্যন্ত তাহা শুনিতেছেন,—ও সখীদ্বয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি একটি একটি করিয়া, শকুন্তলার প্রতি অঙ্গের সহিত মিলাইয়া দেখিতেছেন ও মনে গাঁথিয়া লইতেছেন।

মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার দুর্দ্দৈব-প্রশমনের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, যেন তারকেশ্বরে 'হত্যা' দিতে গিয়াছেন। বিদায়কালে আশ্রমের সমস্ত ভার শকুন্তলার উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। দূরদৃষ্টি, স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রী যেমন বালবৈধব্য-পীড়িতা বধূর উপর সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে সর্ব্বদা আন্‌মনা রাখিতে প্রয়াস পান, তাত কাশ্যপও হয় ত তাহাই করিয়াছেন। শকুন্তলা তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। যখন আশ্রমে থাকিতেন, তখন কণ্ব নিজেও শকুন্তলার সহিত অনেক বৃক্ষের "আলবাল-পরিপূরণ" করিতেন, আশ্রম-তরুর,—আশ্রমস্থ প্রাণীর সেবা করিতেন। আজ তিনি অনুপস্থিত। একা শকুন্তলাকেই আজ প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট নিজের কার্য্য ও তাত কণ্বের কার্য্য—সমস্তই করিতে হইতেছে। সঙ্গে দুই সখী, যে যতটা পারিতেছে, তাহার সাহায্য করিতেছে। শকুন্তলার জল-সেচন দেখিয়া, শকুন্তলার পরিশ্রম দেখিয়া অনসূয়ার প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছে। সে এতক্ষণ কিছু বলে নাই, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে কহিল,—"সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব তোমা অপেক্ষা, আশ্রম-পাদপদিগকে অধিক ভালবাসেন, নতুবা নবমালিকা-ফুলের মত কোমল তুমি, আর তোমাকে দিয়া বৃক্ষমূলে জলসেচন করাইতেছেন?" কথাটা অনসূয়া পরিহাসচ্ছলে কহিল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা পরিহাস নহে, ইহা শকুন্তলার সমবেদনাময়ী প্রিয়সখীর মর্ম্মের কথা, গভীর স্নেহের কথা। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন, 'অনসূয়ে! কেবল পিতার আদেশেই জলসেচন করিতেছি, ইহা

প্রিয়ংবদা।— জহ বণজোসিণী অণুরূবেণ পাঅবেণ সংগদা অবি গাম এবং অহং বি অত্তণো অণুরূবং
বরং লহেজ্জং ত্তি। ॥ ৬১ ॥

শকুন্তলা।— এসো গুণং তুহ অত্তগদো মণোরহো। (কলসমাবর্জ্জয়তি) ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা বন-জ্যোৎস্না অনুরূপেণ পাদপেন সঙ্গতা, অপি নাম এবম্ অহম্ অপি আত্মনঃ অনুরূপং বরং লভেয়ম্—ইতি ॥ ৬১ ॥

এষঃ নূনং তব আত্মগতঃ মনোরথঃ ॥ ৬২ ॥

যেমন তা'র মনের মত তরুর সহিত মিলিতে পারিয়াছে, আমি কি ঐ প্রকার, আমার মনের মত বর লাভ করিতে পারিব ?" ॥ ৬১ ॥

শকুন্তলা।—এ'ই তোর নিজের মনের কথা। (বলিয়াই উহাদের মূলে কলসের জল ঢালিয়া দিলেন) ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—ও ভাবে, "ঐ বনজ্যোৎস্না

মনে করিও না, আমিও এই গাছগুলিকে ভাইএর মত ভালবাসি।' বস্তুতঃ শকুন্তলার ইহাই দ্বিতীয় কথা। পূর্ব্বে একবার তিনি, 'ইত ইতঃ সখ্যঃ' বলিয়া সখীদিগকে নিকটে ডাকিয়াছিলেন। প্রশান্তগম্ভীর আশ্রমের শান্ত কুসুমকানন চারিদিকে ফুলের শোভায় উল্লসিত। সখীদ্বয় হয় ত সেই কুসুমবীথিকার কোথায় একটু অন্তরিত হইতেছে মাত্র, আর শকুন্তলা অমনি পলকে প্রলয় গণিয়া 'এই দিকে এই দিকে' বলিয়া তাহাদিগকে ডাকিতেছেন। সেই একবার, দুষ্মন্ত, প্রথম শকুন্তলার কোমল হৃদয়ের,—স্নেহময় হৃদয়ের প্রথম ঝঙ্কার শুনিয়াছেন, আর এই আর একবার শুনিলেন। এইবার স্নেহময়ী শকুন্তলার স্নেহার্দ্র-হৃদয়ের পূর্ণ ও প্রকট মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এই দুইটি ঝঙ্কারের দ্বারা, কবি, কণ্বদুহিতার গভীর হৃদয়ের দেহ যে কত অগাধ, কত অপরিমিত, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

নিকটে, গ্রীষ্মসমীরণে বকুলের নবীন কিশলয় কাঁপিতেছিল, যেন বনদেবতা তাঁহার চম্পকাঙ্গ অঙ্গুলিসঙ্কেতে শকুন্তলাকে ডাকিতেছেন। মুগ্ধহৃদয়া শকুন্তলা তাহা দেখিলেন। আশ্রমবালিকা আশ্রমতরুর এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহাকে আদর করিতে দ্রুতপদে সেই দিকে চলিলেন !—কবি ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, এক একখানি করিয়া, শকুন্তলা-হৃদয়ের স্তরগুলি তুলিয়া ধরিয়া, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, দুষ্মন্তকে দেখাইতেছেন যে, সে বালিকা-হৃদয়ের পরতে পরতে স্নেহের সুধাপ্রস্রবিণী কি প্রকার ধরভাবে প্রবাহিত। প্রাবৃট্‌কালে নবজল-সম্পাতে, বনলতা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া ওঠে, নবযৌবনের আবির্ভাবে, কৃশাঙ্গী কণ্বদুহিতার দেহযষ্টিও তদ্রূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। শকুন্তলা নিজে কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। কেন যে তাঁহার পরিহিত বল্কল 'অতিপিনদ্ধ' বোধ হয়, তাহার কারণ আশ্রম-কুমারী জানেন না। তাই, যে বল্কল পরাইয়া দিয়াছিল, তিনি তাহাকেই দুষিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদাও মুখের উপর বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিয়া বলিল যে, দোষ তাহারও নয়, বল্কলেরও নয়, দোষ শকুন্তলার নিজের, আর তার—নবাগত সখা যৌবনের। শকুন্তলা যখন বকুলপাদপের দিকে যান, তখন তাঁহার পথিমধ্যে,—এক সহকার বৃক্ষকে একটি নবমালিকা লতিকা যে বেষ্টন করিয়াছিল, আর তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি, ফুলের ভারে হেলিয়া পড়িয়া, বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া যে খেলা করিতেছিল, দ্রুত-গতিনিবন্ধন শকুন্তলা তাহা দেখিতে পান নাই। সহচরী অনসূয়া কিন্তু সে'টি দেখিলেন। নির্ম্মল সুনীল গগনে তারারাজির ন্যায়, সেই শ্যামল কাননে নবমালিকার ছোট ছোট ফুলগুলি ফুটিয়া বনের শ্যামাঙ্গ যেন আলোকিত করিয়াছে; অনসূয়ার উহা বড়ই ভাল লাগিল। সে তাহার প্রিয় শকুন্তলাকে তাহা দেখাইল। শকুন্তলা দেখিলেন। কিন্তু অনসূয়া যে ভাবে দেখিয়াছিল, সে ভাবে নহে, তদপেক্ষা অল্পপ্রকার ও মধুরতরভাবে শকুন্তলা নবমালিকার ঐ ঋতু-কাল-সুন্দর কুসুমশ্রী সন্দর্শন করিলেন। তিনি সহন্তে ঐ লতাটি তুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন এবং দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া কহিলেন,—"সখি! দেখ,—কি রমণীয় সময়েই এই লতাপাদপ-দম্পতির মিলন ঘটিয়াছে! নবমালিকার কেমন অপরূপ নবকুসুমরূপী পূর্ণ যৌবন উপস্থিত, আর ঐ সহকারও নবকিসলয়-সম্ভারে সমলঙ্কৃত, 'পরম উপভোগক্ষম',—এই বলিয়া শকুন্তলা মুগ্ধনেত্রে সেই লতাপাদপ-মিথুনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেন যে সেই ঋতু-কুসুম-সুন্দর লতিকা কর্ত্তৃক আবেষ্টিত পাদপের প্রতি তাঁহার এত প্রীতি, কেন যে ঐ সম্মিলিত লতা-পাদপ-দম্পতির দিকে তিনি নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া আছেন, তাহা তিনিও জানেন না, অনসূয়াও জানে না। ঐ পাদপকে অনসূয়াই প্রথমে দেখে, পরে সে শকুন্তলাকে দেখায়। অনসূয়া দেখিল বনের শোভা, আর শকুন্তলা দেখিলেন তদপেক্ষা আরও যেন অতিরিক্ত কিছু। অনসূয়ার মনে যে শোভার অনুভবের সামর্থ্য নাই বা জন্মে নাই, শকুন্তলা সেই শোভা দেখিলেন।

যখন বকুলতরুর নিকটে শকুন্তলা দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখন প্রিয়ংবদা কহিল,—"শকুন্তলে! এখানে খানিক দাঁড়া, তুই ঐ তরুমূলে 'উপগত' হওয়ায়, মনে হইতেছে যেন, ঐ বকুল "লতা-সনাথ" অর্থাৎ লতার দ্বারা সমালিঙ্গিত হইয়াছে।

রাজা।— অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ। অথবা কৃতং সন্দেহেন

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ॥

তথাপি তত্ত্বত এনামুপলপ্স্যে। ॥ ৬৩ ॥

শকুন্তলা।—(সসম্ভ্রমম্) অম্মো সলিলসেঅসংভমুগ্গদো ণোমালিঅং উজ্ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই। (ইতি ভ্রমরবাধাং নাটয়তি)। ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—ইয়ং (শকুন্তলা) অসংশয়ং—ক্ষত্র-পরিগ্রহ-ক্ষমা (ক্ষত্রিয়পরিণয়যোগ্যা), যৎ (যস্মাৎ) মে আর্য্যং (সদাচারপূতং) মনঃ অস্যাম্ অভিলাষি (ভবতি)। (তথাহি) সন্দেহ-পদেষু (সন্দেহাত্মকেষু,—ইদং গ্রাহ্যম্ উত অগ্রাহ্যম্ ইতি সন্দিগ্ধেষু) বস্তুষু সতাম্ (মাদৃশানাম্ আচার-পূতানাম্) অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ (মনোবৃত্তিঃ) হি (নিশ্চয়ে) প্রমাণম্ (ভবতি) ॥ ৬৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অহো! সলিল-সেক-সম্ভ্রমোদ্গতঃ নবমালিকাম্ উজ্ঝিত্বা বদনং মে মধুকরঃ অভিবর্ত্ততে ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—আচ্ছা, এই শকুন্তলা কি মহর্ষি কণ্বের অসবর্ণা পত্নীর—ব্রাহ্মণেতর ভার্য্যার গর্ভ-সম্ভূতা? অথবা এ সংশয় আর কেন?—জীবনে কখনো কোনো সদাচার-বিগর্হিত কার্য্য আমি করি নাই, আমার অপাপবিদ্ধ মন যখন ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন নিশ্চয় ইনি মাদৃশ ক্ষত্রিয়জনের পরিণয়-যোগ্যা। কোন্ বস্তু গ্রাহ্য, কোন্‌টি বা অগ্রাহ্য, ইহার ত অন্য প্রমাণপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই, যাঁহারা সদাচার-সম্পন্ন, তাঁহাদের অন্তঃকরণই তৎপক্ষে প্রধান প্রমাণ। অগ্রাহ্য বস্তুতে সজ্জনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব আমার হৃদয় যখন ইঁহার প্রতি অভিলাষ-প্রবণ হইয়াছে, তখন অবশ্যই এই শকুন্তলা মাদৃশ ব্যক্তির যে গ্রহণযোগ্যা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তবুও ভালো করিয়া ইঁহাকে জানা দরকার। দেখি ॥ ৬৩ ॥

শকুন্তলা।—(অতিব্যগ্রভাবে) ওলো অনসূয়ে, ও প্রিয়ংবদে! ঐ দেখ্,—নবমালিকায় জল ঢালায়, তাহা হইতে একটা ভ্রমর উড়িয়া আমার মুখের দিকে আসিতেছে। (দুই হাতে ভ্রমরকে বাধাদান) ॥ ৬৪ ॥

প্রিয়ংবদার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ঐ বাক্যমধ্যে 'উপগত' 'লতা' এবং 'নাথ'—এই তিনটি—অতি মারাত্মক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। পত্নী পতিতে 'উপগত' এবং 'লতা' শব্দের অর্থান্তর কামিনী ও 'নাথ' শব্দের যথাশক্তি যে অর্থ—তাহারা সব যেন পরামর্শ পূর্ব্বক এই এক স্থানে আসিয়া জুটিয়াছে। ঐ শব্দত্রয়ের অর্থ যাহাই হউক, শকুন্তলার কিন্তু উহা বড় ভাল লাগিল। তিনি যেন নিজের মধ্যে নিজে মজিয়া গেলেন। এই জন্যই তিনি প্রিয়ংবদাকে কহিয়াছিলেন,—'এত মিষ্টি কথার জন্যই তোর নাম প্রিয়ংবদা। বড় অন্তরের কথা তুই বলিতে জানিস্।' অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা—তিন সখীই সমবয়স্কা বটেন, কিন্তু সমহৃদয়া নহেন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার উৎপত্তি-পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু শকুন্তলার জানি। কবিই বলিয়াছেন,—তিনি স্বর্গের অপ্সরার কন্যা ও জন্মাবধি আশ্রমে প্রতিপালিতা। তাঁহার হৃদয় আশ্রম-মাহাত্ম্যে তপস্বি-জনোচিত হইলেও, বংশের প্রভাব, বিশেষতঃ কন্যার উপর মাতার প্রভাব যে একেবারেই ছিল না, ইহা বলিলে অস্বাভাবিক হয়। তাই কবি, অতি কৌশলে, ক্রমে শকুন্তলা-হৃদয়ের ধীরে ধীরে পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি অপ্সরার কন্যা ও আশ্রমপালিতা, তাই তাঁহার দেহ অপ্সরার সৌন্দর্য্যে আলোকিত, আর তাঁহার হৃদয় 'শমপ্রধান' আশ্রমের শান্তোজ্জ্বল প্রভায় পরিদীপ্ত, কিন্তু তথাপি অনসূয়া-প্রিয়ংবদা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের উপাদান যে ঈষৎ অন্যবিধ ছিল, ইহা কবি, এই লতাপাদপ-উপাখ্যানে বুঝাইয়া দিলেন।

'লতাপাদপ-মিথুনের' মূলে দাঁড়াইয়া অনসূয়া-শকুন্তলায় যখন উক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে কহিল—'জানিস্, কেন শকুন্তলা ঐ বনজ্যোৎস্নালিঙ্গিত সহকারকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে?' সরলা অনসূয়া অত বাক্‌চাতুর্য্য জানে না বা অত 'মুন্সিয়ানা' তাহার নাই, সে সোজা ভাবে বলিল,—'না, জানি না, বল্ দেখি।' অমনিই মঞ্জুভাষিণী প্রিয়ংবদা কহিল,—'শকুন্তলা মনে করে যে, বনজ্যোৎস্না যেমন তাহার অনুরূপ পাদপের সহিত 'সঙ্গতা' হইয়াছে, সে-ও যেন ঐ প্রকার আপন অনুরূপ বর পাই।' শকুন্তলা কহিলেন,—'এটি তোমার নিজের মনের

রাজা।— (সস্পৃহমবলোক্য)

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥ ॥ ৬৫ ॥

শকুন্তলা।— ণ এসো ধিট্‌ঠো বিরমই অণ্ণদো গমিস্‌সং। (পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্।) কহং ইদো বি আঅচ্ছই। হলা পরিত্তাঅহ মং ইমিণা দুব্বিণীদেণ মহুঅরেণ অহিহূঅমাণং। ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়।—হে মধুকর! বেপথুমতীং চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং বহুশঃ স্পৃশসি। রহস্যাখ্যায়ী ইব কর্ণান্তিকচরঃ (সন্) মৃদু (যথা তথা) স্বনসি। করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ (শকুন্তলায়াঃ) রতি-সর্ব্বস্বম্ অধরং পিবসি।—বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ (কিমিয়ং ক্ষত্র-পরিগ্রহ-ক্ষমা ন বেতি অনুসন্ধানাৎ) হতাঃ (ব্যর্থমনোরথাঃ জাতাঃ)। ত্বং খলু কৃতী (ক্রমেণ শকুন্তলায়াঃ নেত্র-কর্ণাধর-সংস্পর্শনাৎ সার্থক-জীবিতঃ জাতঃ অসি) ॥ ৬৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ন এষঃ ধৃষ্টঃ বিরমতি? অন্যতঃ গমিষ্যামি। কথম্ ইতঃ অপি আগচ্ছতি? হলা, পরিত্রায়েথাং মাম্ অনেন দুর্ব্বিনীতেন মধুকরেণ অভিভূয়মানাম্ ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—হে ভ্রমর! সার্থক তোমার জীবন! এই তাপস-দুহিতা মাদৃশ ক্ষত্রিয়ের পরিণয়-যোগ্যা কি না, এই বিষয় জানিবার জন্যই আমি ব্যাকুল, আর তুমি ইহাকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করিয়া লইতেছ! একবার শকুন্তলার চঞ্চল অপাঙ্গ-শোভিত ও কম্পিত নয়ন বার বার স্পর্শ করিতেছ, কখনো আবার, অতিগোপনভাষী মনের মানুষের মত ইহার কানের কাছে গিয়া কি যেন মর্ম্মের কথা অতি আস্তে গুন্ গুন্ করিয়া কহিতেছ, কখনো পুনঃ ধরাতলে সুখ-সম্ভোগের সার—ইহার সুকোমল অধর-সুধা পান করিতেছ, শকুন্তলা দুই হাতে বাধা দিয়াও তোমাকে ঠেকাইতে পারিতেছে না। ধন্য তুমি! ॥ ৬৫ ॥

শকুন্তলা।—এই অসভ্য কিছুতে থামছে না। বেশ, আমি অন্য দিকে যাচ্ছি। (এক পা' গিয়া পিছনদিকে চেয়ে) কি? এ দিকেও আসচে আবার! ওলো, তোরা কোথায়? এই দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় মেরে ফেল্লে, এ'র হাত থেকে তোরা আমায় রক্ষা কর্ ॥ ৬৬ ॥

কথা।' প্রকৃতপক্ষে এটি কা'র মনের কথা,—শকুন্তলার না প্রিয়ংবদার, তাহার মীমাংসার ভার, কবি, রসজ্ঞ সামাজিকদিগের উপর দিলেন। আর বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান ঐ বিচারপতি দুষ্যন্ত, হয় ত, নিজেই অনেকটা মীমাংসা করিয়া লইলেন। তবে কবি, সে মীমাংসার অনুকূল প্রমাণপ্রয়োগের উপন্যাসে কৃপণ হন নাই। তিনি প্রথমে লতাপাদপমিথুনের পার্শ্বে নিরীক্ষমাণা শকুন্তলাকে অবস্থাপিত করিয়া শকুন্তলা-হৃদয়ের ভাবোন্মেষের যে রেখাপাত করিয়াছিলেন, প্রিয়ংবদার কথায়, সেই ঈষৎ ব্যক্তভাব এবার সুপরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিয়া দিলেন এবং 'সঙ্গতা' এই একটি শব্দের দ্বারা সেই চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। কালিদাস ও ভবভূতির ইহা এক অদ্ভুত এবং বিচিত্র কৌশল। এ কৌশল অন্যত্র এমন স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় না। ইঁহারা দুই জন—প্রথমে অতি গভীরভাবে বক্তব্যের আভাস দেন, যাঁহারা 'অভিরূপ' (Expert) সামাজিক, তাঁহারা সেই আভাসেই কবির উদ্দেশ্য বুঝিয়া লয়েন। পরে, কবি, সকল শ্রেণীর সামাজিকদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত, ঐ আভাসিত বক্তব্য আরও বিশদ করিয়া বলেন। প্রথমে সামান্যতঃ প্রতিপাদ্যের উল্লেখ করিয়া, পরে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন।

রাজা অন্তরালে দাঁড়াইয়া উল্লসিতযৌবনা শকুন্তলার বহিঃসৌন্দর্য্য ত দেখিতেছিলেনই, সখীদ্বয়ের সহিত নানাবিধ কথোপকথনে কবি, রাজাকে শকুন্তলার অন্তঃসৌন্দর্য্যও দেখাইলেন। এক হিসাবে একতরফা দেখার চূড়ান্ত হইয়া গেল। সখীরা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। দেখার যা' ধর্ম্ম, রাজারও তাহাই হইল। ক্রমে দিদৃক্ষা বাড়িয়াই চলিল। শেষে দুষ্যন্ত এমন অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হইলেন যে, আড়ালে দাঁড়াইয়া—শুধু দেখায় আর চলে না, আর এক ধাপ না উঠিলে আর রাজার স্বস্তি হয় না, দুষ্যন্ত যত রকমে পারেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া, সোজা হইয়া—বাঁকা হইয়া, কখনও আয়তনেত্রে, কভু বা কুঞ্চিত দৃষ্টিতে—কত কি ভাবে শকুন্তলাকে দেখিয়া লইলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়া, যোগীর মত সমাহিত হৃদয়ে দেখিতে লাগিলেন ও ক্রমে, রাজা, এক এক পদ অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কণ্ব এক জন

উভে।— (সস্মিতম্) কা বআং পরিত্তাদুং। দুস্সন্দং অক্কন্দ। রাঅরক্খিদব্বাই তবোবণাই ণাম ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— (অবসরোঽয়মাত্মানং প্রকাশযিতুম্) ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্। (অর্দ্ধোক্তে স্বগতম্)

রাজভাবস্ত্বভিজ্ঞাতো ভবেৎ। ভবতু এবং তাবদভিধাস্যে। ॥ ৬৮ ॥

প্রাকৃতভাষানুবাদ।—কা বয়ং পরিত্রাতুম্? দুষ্যন্ত-মাক্রন্দ। রাজ-রক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম ॥ ৬৭ ॥

ব্যাখ্যার্থ।—উভয়ে।—(সস্মিতমুখে) আমরা রক্ষা করবার কে লো? দুষ্যন্তকে ডাক্। জানিস্ নে—তপোবনে রাজার অধিকার, তিনিই ইহার রক্ষাকর্ত্তা ॥ ৬৭ ॥

রাজা।—আত্মপ্রকাশের এই-ই ঠিক সুযোগ। ভয় নাই, ভয় নাই,—(বলিয়াই মনে মনে) এই ভাবের ব্যবহারে, আমি যে রাজা, তাহা ধরা পড়িবে। আচ্ছা, একটু ঘুরিয়ে বলা যাক্ ॥ ৬৮ ॥

অত বড় মহর্ষি, আজন্ম ব্রহ্মচারী, আর শকুন্তলা তাঁহার কন্যা। রাজা নিজে আবার ক্ষত্রিয়। সুতরাং যতই দেখুন বা যত কিছুই ভাবুন,—মহর্ষি-কন্যার সহিত ক্ষত্রিয়-রাজার ঐ দূর হইতে দেখা-শোনার বেশী আর কিছুই সম্ভবপর নহে। তাই রাজার মনে বিষম খট্‌কা লাগিল। বার বার মনে প্রশ্ন উঠিল যে,—এই তরুণী কি কণ্বের 'অসবর্ণ-ক্ষেত্র-সম্ভবা?' সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত হইলে ত সর্ব্বনাশ, তাই রাজার মনে, শকুন্তলা কণ্বের 'সবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা' কি না,—এ প্রশ্ন উঠিল না, উঠিল 'অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা' কি না। দুষ্যন্ত যতদূর গিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে অভিলাষের প্রতিকূল প্রশ্ন বা বিতর্ক আর উঠিতে পারেই না। উঠিলেও ও সব ক্ষেত্রে ঠাঁই পায় না। তাই রাজা একেবারেই গাছের শিকড় ধরিয়া টান মারিলেন। কাহাকেই 'বা জিজ্ঞাসা করেন? রাজা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার বাকল শিথিল করিয়া দিবার সময়ে,—আড়াল হইতে রাজা, মনে মনে পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, এখন একা একা পুড়িতে লাগিলেন। যতই হৃদয়ের স্পন্দন, অন্তরের গতি দ্রুত হইতে লাগিল, আত্ম-গোপনের প্রবৃত্তিও ততই বাড়িয়া চলিল। এমনই সময়ে শকুন্তলাকে দুর্বিনীত ভ্রমর প্রত্যক্ষভাবে তাড়া করিল। ভ্রমর-কৃত তাড়নার বহু পূর্ব্ব হইতে পরোক্ষভাবে রাজা তাড়া করিতেছেন। শিকার করিতে আসিয়া নিজেই শিকার হইয়া পড়িয়াছেন। বনবাসী তাপসের মধ্যবর্ত্তিতায় দুষ্যন্তের বাণ-পথ-বর্ত্তী বনমৃগ বাঁচিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাজা স্বয়ং বনবাসিনী তাপস-দুহিতার বাণ-পথে পড়িয়াছেন,—এবার কে মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে বাঁচাইবে? রাজা 'শশেমিরা' অবস্থায় পড়িয়া টলমল করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা দুই হাতে ভ্রমরকে তাড়াইতে যতই প্রয়াস পাইলেন, দুষ্ট ভ্রমরও জিদ করিয়া ততই তাঁহার পিছনে লাগিল। শকুন্তলা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও আকুল হইয়া পড়িলেন। দুষ্যন্ত সমস্তই দেখিতেছেন। শান্ত-স্নিগ্ধ-নয়না শকুন্তলাকে, পরিহাস-স্মিতমুখী শকুন্তলাকে, স্খলিত-বল্কলা শকুন্তলাকে রাজা দেখিয়াছেন এবং তত্তদ্ অবস্থার প্রতিস্তরে সে ঋষিকন্যা যে কত সুন্দর, কত অনুপম, তাহাও বুঝিয়াছেন। এক্ষণে এই ভ্রমর-বাধা-ব্যাকুলা, ত্রস্ত-নয়না, কাতরা শকুন্তলাকেও দেখিলেন। এবার রাজার এই সন্দর্শন-মহাযজ্ঞের বুঝি পূর্ণাহুতি ঘটিল। শকুন্তলা কাহার গর্ভজাতা ও কোন্ বর্ণের গ্রহণযোগ্যা,—এই প্রত্নতত্ত্ব লইয়া ঐ শাস্ত্রের পুরাতত্ত্ববিৎ দুষ্যন্ত যখন ব্যস্ত, তখন ভ্রমরের এই লুঠ-পাট আরম্ভ হইল। ভ্রমর-তাড়িতা শকুন্তলা গিয়া সখীদের কাছে পড়িলেন ও কহিলেন—"তোরা এ যাত্রা রক্ষা কর্," অমনই দুই সখী সমস্বরে জবাব দিল,—"রক্ষার কর্ত্তা কি আমরা? তপোবন হইল রাজার, সুতরাং নেহাৎ যদি রক্ষাই দরকার বুঝিস্, সেই রাজা দুষ্যন্তের আশ্রয়ে যা', তাঁকে ডাক্।"

পাশা পড়িয়াছে। রাজা এমন 'পড়্‌তা' কি ছাড়িতে পারেন? সখীদ্বয়ের এই রহস্যোক্তির সূত্র ধরিয়া তিনি গিয়া হাজির হইলেন। একেবারে সশরীরে গিয়া তিন জনের সম্মুখে দেখা দিলেন। এতক্ষণ আড়ালে থাকিয়া দুষ্যন্ত যে শকুন্তলার ত্রাস-চঞ্চল নয়ন, কমলাভ গণ্ডস্থল, বাতেরিত-চম্পক-কলিকাবৎ ইতস্ততঃ বিস্পন্দ অঙ্গুলির আভা ও ত্রাসার্ত্ত অধরকান্তি প্রভৃতি দেখিতেছিলেন,—অতর্কিতভাবে সেই শকুন্তলার সমক্ষে রাজা যখন উপস্থিত হইলেন, তখন অনসূয়া-প্রিয়ংবদার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যেমন বলা—'রাজাকে ডাক্' অমনিই কে এ রাজাকৃতি পুরুষ আসিয়া উপস্থিত? আর শকুন্তলা? তাঁহার ত কথাই নাই, তিনি সঙ্কোচে, জড়তায় যেন ছোট্ট হইয়া গেলেন। এই সন্দর্শন-ব্যাপারে—কবি, দুষ্যন্তকেও খুব বড় করিয়া তুলিয়াছেন। যুবতী শকুন্তলার সৌন্দর্য্য, আঙ্গিক এবং মানসিক—চিত্রকলার প্রদর্শন করিয়া কবি, সেই নানা অপূর্ব্ব-চিত্র-পূর্ণ পটগাত্রে দুষ্যন্তের মহনীয় হৃদয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন। শকুন্তলার ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সুন্দর সুন্দর চিত্রের মধ্যে দুষ্যন্তের প্রতিকৃতি নীল-গগন-পটে তারারাজিবিমণ্ডিত বিজয়াঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

শকুন্তলা।—(পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদো বি মং অণুসরই। ॥ ৬৯ ॥

রাজা।— (সত্বরমুপসৃত্য)

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু ॥ ॥ ৭০ ॥

সর্ব্বাঃ।—(রাজানং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)

অনসূয়া।— অজ্জ ণ কৃখু কিং বি অচ্চাহিদং। ইঅং ণো পিঅসহী মহুঅরেণ অহিহূঅমাণা কাদরীভূদা। (শকুন্তলাং দর্শয়তি) ॥ ৭১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথমিতোঽপি মামনুসরতি ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—দুর্বিনীতানাং শাসিতরি পৌরবে বসুমতীং শাসতি (সতি) কঃ অয়ং, মুগ্ধাসু তপস্বি-কন্যাসু অবিনয়ম্ আচরতি? ॥ ৭০ ॥

আর্য! ন খলু কিমপি অত্যাহিতম্। ইয়মাবয়োঃ প্রিয়সখী মধুকরেণ অভিভূয়মানা কাতরীভূতা ॥ ৭১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(আর এক পা দিয়া পিছন ফিরে দেখে) কি! এ দিকেও আমায় তাড়া কচ্ছে? ॥ ৬৯ ॥

রাজা।—(ব্যস্তভাবে কাছে গিয়া) অসভ্য এবং দুর্বিনীতদিগের উপযুক্ত শাস্তিদাতা পুরুবংশীয় রাজা এখনও পৃথিবী শাসন করিতেছেন,—এমন সময়ে মধুর-প্রকৃতি ও সরলা তাপস-দুহিতাদের উপর কে অবিনয় প্রকাশ করিতেছে? কা'র এত সাহস? ॥ ৭০ ॥

(তিন জনেই রাজাকে দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন)

অনসূয়া।—না মহাশয়! বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। একটা ভ্রমর কোথা হইতে আসিয়া আমাদের এই প্রিয়সখীকে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতেই এ বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। (বলিয়া শকুন্তলাকে দেখাইল) ॥ ৭১ ॥

দুষ্মন্ত পাদপান্তরিত হইয়া শকুন্তলার রূপতরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার জড়দেহ তন্দ্রালস হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ডোবে নাই এবং তাঁহার বিজ্ঞানময় দেহ জাগরূক ছিল। জড় দুষ্মন্তকে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ অবস্থাপিত ও পশ্চাৎপদ করিয়া কবি, বিজ্ঞানময় দুষ্মন্তকে দিয়া বিচার করাইতে লাগিলেন যে, শকুন্তলা কুলপতি কণ্বের 'অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা' কি না। জড়চৈতন্যের এ সমবায় বড়ই সুন্দর। যে স্থলে জড়ত্বের প্রাধান্য, তথায় চৈতন্যের এ শক্তি মন্দীভূত। চৈতন্যদীপালোক তথন ক্ষীণ, অকর্ম্মণ্য। চৈতন্য সে স্থলে জড়ত্বের মধ্যেও, হয় ত একবার, আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহা বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায়, জ্যোতিরিঙ্গন-প্রকাশের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তাই দস্যুরও চিত্তে কদাচিৎ নিবৃত্তির ধ্বনি উঠিয়া থাকে। যিনি সত্যই মহাপুরুষ, তাঁহার হৃদয়ে কিন্তু এ চৈতন্য চিরপ্রবুদ্ধ, সুখে-দুঃখে, সংযোগে-বিয়োগে, এ চৈতন্য সর্ব্বদাই প্রখর। তাই দুষ্মন্ত তন্ময়-চিত্তে শকুন্তলা-সন্দর্শন-রত হইলেও, শকুন্তলাগত নানাবিধ জিজ্ঞাসা তাঁহার মনে জাগিতেছিল। যতই শকুন্তলা-দর্শন-বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, ততই তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, এ বালিকা নিশ্চয়ই তাঁহার পরিগ্রহ-যোগ্যা, নতুবা ইহার প্রতি তাঁহার মন এত আসক্ত হইবে কেন? যাহা অসত্য, নীচ, ঘৃণিত, সুতরাং অগ্রাহ্য, তৎপ্রতি দুষ্মন্তের মন কদাচ ধাবিত হইতে পারেই না। এতই বলিষ্ঠ, এতই জাগ্রত তাঁহার হৃদয়। তাঁহার হৃদয়োদ্যানের এক দিকে যেমন বসন্তমলয় প্রবাহিত ও বসন্ত-বনরাজি কুসুমিত, অন্যদিকে তেমনই চৈতন্যের স্নিগ্ধ শারদ-কৌমুদী উল্লসিত। সে উদ্যান যেন শরদ্-বসন্তের যুগপৎ লীলাক্ষেত্র। মোহজ্ঞানের এই সমবেত-ভাবই মহাপুরুষের লক্ষণ। এই কারণেই মহাপুরুষকে কিছুতেই অপথে পরিচালিত করিতে পারে না। এই জন্যই রাজা, আত্মমর্য্যাদার অনুকূলভাবে শকুন্তলাকে দেখিতে ও ভাবিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, অতর্কিত-হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্যানুসরণ করিতেছিলেন। এই আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান যত দিন থাকে, তত দিনই মানুষ মানুষ-পদ-বাচ্য, অভাবে পশুতুল্য ॥ ৫২-৭০ ॥

রাজা।— (শকুন্তলাভিমুখো ভূত্বা।) অপি তপো বর্দ্ধতে? ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা।— (সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতি)

অনসূয়া।— দাণিং অদিদিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে গচ্ছ উডঅং ফলমিস্সং অগ্ঘং উবহর।
ইদং পাদোদঅং ভবিসসদি। ॥ ৭৩ ॥

রাজা।— ভবতীনাং সূনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্। ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ। ইদানীম্ অতিথি-বিশেষ-লাভেন। হলা শকুন্তলে! গচ্ছ উটজম্, ফলমিশ্রম্ অর্ঘম্ উপহর। ইদং পাদোদকং ভবিষ্যতি ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া) তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ত? ॥ ৭২ ॥

(শকুন্তলা লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিল।)

অনসূয়া।—(শকুন্তলা কোন জবাব দিল না দেখিয়া তাড়াতাড়ি অনসূয়া কহিল) হাঁ, বিশিষ্ট অতিথির সমাগমলাভে, এতদিনে তপস্যা সুসম্পন্ন হইল—বলিতেই হইবে। ওলো শকুন্তলে! শীঘ্র যা, পর্ণশালা হইতে কিছু ফল ও অর্ঘ্যপাত্র তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। এই কলসের জলেই পা ধোয়ার কাজ চল্‌বে। জল আর আনিস নে ॥ ৭৩ ॥

রাজা।—আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের মধুমাখা কথা দ্বারাই অতিথিসংকার সুসম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শকুন্তলা অকস্মাৎ ঐ মধুর গম্ভীরাকৃতি পুরুষের সহসা অভ্যাগমে লজ্জায়, সঙ্কোচে—'এতটুকু' হইয়া গেলেন বটে, দুই সখী কিন্তু তাল হারাইল না। তারা ত শকুন্তলা নয় অপ্সরার মেয়ে নয়,—তারা ঠিকই রহিল ও অনসূয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—"না মহাশয়, বেশী কিছুই হয় নাই, আমাদের এই সখী কেবল কোথাকার একটা অসভ্য ভ্রমরের তাড়নায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে"—বলিয়া অনসূয়া আঙ্গুল দিয়া 'কাতরীভূতা' কণ্বদুহিতাকে দেখাইয়া দিল। কণ্বদুহিতার কাতরতাসংবাদে রাজাও ব্যস্ত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন? তপশ্চরণের কোনো বিঘ্ন নাই ত?' রাজার কথায় হাঁ-না,—কোন কথাই শকুন্তলা বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ওরূপ নিরুত্তরভাবে ত অবিরক্ষণ চলিবে না, আশ্রমের সমস্ত ভারই ত তাঁহার উপর ন্যস্ত। তাঁহাকেই ত অতিথিসংকার করিতে হইবে, এক্ষণে যাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিতেছেন না, মুহূর্ত্ত পরেই সেই নবাগত অতিথিকে পাদ্যার্ঘ্যের দ্বারা অভ্যর্থিত করিতে হইবে। শকুন্তলা মহা সঙ্কটে পড়িলেন।

বাতাস উঠিয়াছে। যে সকল তরণীর পাল নাই, তাহাদের অদৃষ্টে ঐ সুবাতাসের সুবিধা-ভোগ ঘটে না। যাহার আছে, ঐ বাতাস তাহার পালে লাগিয়া,—নক্ষত্রগতিতে তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নড়িল না, টলিল না, যেমন ছিল, তেমনই রহিল,—শকুন্তলা-তরণীর পালে ঐ অনুকূল পবন লাগিল, সে টলিল ও ছুটিল। "তপস্যা ঠিকমত চলিতেছে ত?"—রাজার এই প্রশ্নের শকুন্তলা জবাব দিতে পারিল না, আহতার ন্যায় মাথা নীচু করিয়া রহিল বটে, কিন্তু অনাহতা অনসূয়া অমনই বলিল,—এমন বিশিষ্ট অতিথির যখন শুভাগমন ঘটিয়াছে, তখন কি আর বলিতে হইবে যে, তপস্যা নির্ব্বিঘ্নভাবে চলিতেছে কি না? রাজার যেমন শঙ্খ-বণিকের করাতের মত প্রশ্ন, জবাবটাও ঠিক তার উপযুক্ত। অতিথিপুঙ্গব মনে মনে অন্ততঃ বুঝিলেন যে, না,—এ বনে শুধু হরিণ নয়, বাঘও আছে। রাজাকে জবাব দিয়াই অনসূয়া শকুন্তলাকে ধরিল,—"শীঘ্র যা, দেখিস্ কি? কুটীর হইতে ফলফুল অর্ঘ্য সাজাইয়া আন্,—অতিথিকে উপহার দিতে হইবে," বলিয়া গরীব শকুন্তলাকে হুকুম করিল। "আশ্রমের অতিথি-সংকারের ভার তোর উপর, আর উপহার কি আমরা দেব? আমরা জোর জলটুকু তেলটুকু হাতের কাছে এগিয়ে দিতে পারি, করবি-কম্মাবি ত তুই।" শকুন্তলা কিন্তু কুটীরে যাইতে পারিল না, অতিথিই পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। যাইতে দিলেন না। 'ও সব বহিরুপকরণের প্রয়োজন কি?—তোমাদের সুমধুর কথাই ত আতিথ্যের চরম। শুধু শুধু যাবার দরকার কি?'—যেমন শিষ্টি-চূড়ামণি দুষ্যন্ত কহিলেন,—অমনিই প্রিয়ংবদা অগ্রসর হইল ও বলিল, "বেশ, আপনার সন্তোষ নিয়েই কথা, যদি আমাদের কথাতেই মহাশয়ের আতিথ্য হইয়া থাকে—বোঝেন, তবে এই সপ্তপর্ণতরুর মূলে বেদীর উপর বসি' পথশ্রম দূর করুন, স্থানটা খুব ঠাণ্ডা।"

প্রিয়ংবদা।— তেণ হি ইমস্মিং পচ্ছাআসীঅলাএ সত্তবণ্ণবেদিআএ মুহুত্তঅং উপবিসিঅ পরিস্সমবিণোদং করেদু অজ্জো। ॥ ৭৫ ॥

রাজা।— নূনং যুয়মপ্যনেন কর্ম্মণা পরিশ্রান্তাঃ। ॥ ৭৬ ॥

অনসূয়া।— হলা সউন্দলে উইদং ণো পজ্জুবাসণং অদিহীণং। এথ উববিসমহ্।

সর্ব্বে।— (উপবিশন্তি)। ॥ ৭৭ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগতম) কিং ণু কথু ইমং পেক্খিঅ তবোবণাবিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅ মহি সংবুত্তা ॥ ৭৮ ॥

রাজা।— (সর্ব্বা বিলোক্য) অহো সমবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং সৌহার্দ্দম্। ॥ ৭৯ ॥

প্রিয়ংবদা — (জনান্তিকম্) অণসূএ কো ণু কথু এসো মহুরগম্ভীরাকিদী চউরং পিঅং আলবন্দো পহাববন্দো বিঅ লক্খীঅই। ॥ ৮০ ॥

প্রাক্তভানুবাদ।—তেন হি অস্যাং প্রাচ্ছায়-শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং মুহূর্ত্তকম্ উপবিশ্য পরিশ্রম-বিনোদং করোতু আর্য্যঃ ॥ ৭৫ ॥

হলা শকুন্তলে! উচিতং নঃ পর্য্যুপাসম্ অতিথীনাম্। অত্র উপবিশামঃ ॥ ৭৭ ॥

কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবন-বিরোধিনঃ বিকারস্য গহনীয়া অস্মি সংবৃত্তা ॥ ৭৮ ॥

অনসূয়ে! কঃ নু খলু এষঃ মধুর-গম্ভীরাকৃতিঃ চতুরং প্রিয়ম্ আলপন্ প্রভাববান্ ইব লক্ষ্যতে? ॥ ৮০ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রিয়ংবদা।—বেশ; তাহা হইলে, মহাশয়! এই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদীতে কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করুন ॥ ৭৫ ॥

রাজা।—তোমরাও ত এই জলসেচন-কার্য্যের দ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ দেখিতেছি ॥ ৭৬ ॥

অনসূয়া।—ওলো শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধ রাখা কর্ত্তব্য। আয়, আমরাও বসি (সকলের উপবেশন) ॥ ৭৭ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগত) কেন এই অতিথিকে দেখা অবধি আমার মনে একটা কি যেন কেমন ভাব উদিত হইতেছে? এ ভাব ত তপোবনের অনুকূল নহে, বরঞ্চ ঘোর বিরুদ্ধ, এ কি? ॥ ৭৮ ॥

রাজা।—(সকলকে ভাল করিয়া দেখিয়া) বাঃ! তোমাদের তিন জনেরই যেমন সমান বয়স, তেমনই সমান রূপ! তাই তোমাদের প্রণয় এত মধুর মনে হইতেছে ॥ ৭৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে! কে লো এই ব্যক্তি? যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনই গম্ভীর আকৃতি! যেন কত প্রভাব-সম্পন্ন পুরুষ! কোনো পরিচয় নাই, তবুও কিন্তু সুমধুর আলাপে চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় মনে লইতেছে। কে লো? ॥ ৮০ ॥

মুখরা প্রিয়ংবদা আর সহিতে পারিল না। রাজা যেটুকু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, সে তার চতুর্গুণ করিল। বলিল—"এতই যদি আমরা ভালো, আহা মরি—হই,—এস, দলে মিশিয়া যাও, তা' তুমি যেই হও। আর দাঁড়াইয়া কেন?—বসিয়া পড়।" প্রিয়ংবদা অতিথিকে বসাইল। রাজা ক্রমে কলের পুতুল বনিয়া যাইতেছেন। যেমন বলা, অমনি বসিলেন, কিন্তু সুচুগ্রহ হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিয়া ফেলিলেন,—'তোমরাও ত এই জল-ঢালা-ঢালিতে বিলক্ষণ পরিশ্রান্ত হইয়াছ।' অর্থাৎ—তোমাদেরও বসিলে হইত না? তোমরাও বোলো, এতটা বলিতে সাহসী হইলেন না। রাজা যদি প্রিয়ংবদার ন্যায় অনুজ্জ্বল-হৃদয় হইতেন, তবে হয় ত অবাধে বলিতে পারিতেন—শুধু আমি বসিব কেন? তোমরাও বোসো। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাই চারিদিক্ সামলাইয়া কথা কহিতে হইতেছে। অপরিজ্ঞাত গভীর জলাশয়ের ন্যায় তপস্বিকন্যাদের অপরিজ্ঞাত হৃদয়-হ্রদে তাঁহাকে অতি ধীরে ধীরে, সতর্কচরণে অবতরণ করিতে হইতেছে।

সরলহৃদয়া প্রিয়ংবদা—'অতিথির কথা অমান্য করিতে নাই, চল, আমরাও বসি গিয়া' বলিয়া শকুন্তলাকে বাগাইয়া লইয়া ঐ একই বেদীতে বসিল। অতিথিসৎকারের ভার যাহার উপর, সে কি অতিথির কথা না রাখিয়া পারে? তা হ'লে যে আশ্রমের ধর্ম্মকর্ম্ম মাটী হয়;—তাই শকুন্তলা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। চমৎকার কবি-কৌশল! অতিথির সহিত তিন জনেই ছায়াশীতল তরুমূলে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু শকুন্তলা বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এমনটা তাঁর জীবনে আর ঘটে নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"আমার মন এমন করে কেন? এ কে

অনসূয়া।— সহি মম বি অত্থি কোদূহলং। পুচ্ছিস্সং দাব ণং। (প্রকাশম্) অজস্স মহুরালাবজণিদো বীসম্ভো মং মন্তাবেই কদমো অজ্জেণ রাএসিবংসো অলঙ্করীঅই কদমো বা বিরহপজ্জুস্সুঅজণো কিদো দেসো কিং নিমিত্তং বা সুউমারদরো বি তবোবণপরিস্সমসস অত্তা পদং উবণীদো। ॥ ৮১ ॥

শকুন্তলা।— (আত্মগতম্) হিঅঅ মা উত্তম্ম এসা তুএ চিন্তিদাই অণসূআ মন্তেই। ॥ ৮২ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি কথং বা আত্মাপহারং করোমি। ভবতু, এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। (প্রকাশম্) ভবতি যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্ম্মারণ্যমিদমায়াতঃ। ॥ ৮৩ ॥

অনসূয়া।— সণাহা দাণিং ধম্মআরিণো। ॥ ৮৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! মম অপি অস্তি কৌতূহলম্। প্রক্ষ্যামি তাবৎ এনম্। আর্য্যস্য মধুরালাপজনিতবিশ্রম্ভঃ মাং মন্ত্রয়তে, কতমঃ আর্য্যেণ রাজর্ষিবংশঃ অলঙ্ক্রিয়তে? কতমঃ বা বিরহপর্য্যুৎসুক-জনঃ কৃতঃ দেশঃ, কিং নিমিত্তং বা সুকুমারতরঃ অপি তপোবন-পরিশ্রমস্য আত্মা পদম্ উপনীতঃ॥ ৮১ ॥

হৃদয়! মা উত্তাম্য। এষা ত্বয়া চিন্তিতানি অনসূয়া মন্ত্রয়তে॥ ৮২ ॥

স-নাথাঃ ইদানীং ধর্ম্মচারিণঃ॥ ৮৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—সখি! আমারও জান্‌তে খুব ইচ্ছা হচ্ছে। ভালো—জিজ্ঞাসাই করি না?—(প্রকাশ্যে) মহাশয়! আপনার সুমধুর কথাবার্ত্তায় কেমন একটা অসঙ্কোচের ভাব আমাদের জন্মিয়াছে, তাই দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। কোন রাজর্ষি-বংশের আপনি অলঙ্কার? কোন্ দেশের অধিবাসীদিগকেই বা বিরহ-সাগরে ডুবাইয়া আপনি চলিয়া আসিয়াছেন এবং কি জন্যই বা আপনি এরূপ সুকুমার হইয়াও এই কষ্টকর তপোবন পর্য্যটনের পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন?॥ ৮১ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগত) হৃদয়! অত উতলা হইও না। তুমি যাহা জানিবার জন্য আকুল হইয়াছ, অনসূয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে॥ ৮২ ॥

রাজা।—(আত্মগত) এখন কি করিয়া আত্ম-পরিচয় দি, আবার কি করিয়াই বা আত্মগোপন করি? আচ্ছা, একটু ঘুরিয়েই বলা যাব না। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! পুরুবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক আমি বিচারকার্য্যে নিযুক্ত আছি। তপোবনের কাজকর্ম্ম নিরাপদে সুসম্পন্ন হইতেছে কি না, জানিবার নিমিত্ত এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি॥ ৮৩ ॥

অনসূয়া।—তবে দেখিতেছি, তপস্বীরা এত দিনে স-নাথ হইল। অর্থাৎ তাহারা নিরাশ্রয় নয়, আপনার ন্যায় মহাপুরুষ যখন তাহাদের আশ্রয়, তখন সে পরম সৌভাগ্যের কথা॥ ৮৪ ॥

দেখে' এমন ঠেকিতেছে কেন? এ আবার কি বিপদ্! এ ভাবের নাম কি? এ'টা ত তপোবনের অনুকূল ভাব নয়, বরঞ্চ ঘোর বিরোধী। কেন এমন হইল? এ কি?"—জন্মাবধিই শকুন্তলা আশ্রমবাসিনী। তরু-লতা, ফুল-ফল, পত্র-পল্লব, ময়ূর-হরিণ—এই সমুদয়ই তিনি জানেন, ইহাদিগকেই তিনি চেনেন,—ইহাদের সঙ্গেই ওঠেন বসেন, খেলা করেন, আর যখন শ্রান্তি হয়, তখন দয়াময় পিতা কণ্বের কোলে মাথা রাখিয়া সুখে নিদ্রা যান। অদ্যকার এ ভাবে ত তিনি কখনও বসেন নাই, বসিতে জানেনও নাই। এ ভাবে এই তাঁহার নূতন উপবেশন। এই সপ্তপর্ণবেদিকার মূলে, এই অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সহিত এমনই গ্রীষ্মের মধুর অপরাহ্ণে শকুন্তলা আরও কতবার বসিয়াছেন, উঠিয়াছেন, কিন্তু কৈ? আর কখনো ত তাঁহার মন এমন করে নাই? আজ তাঁহার মনের যে অবস্থা, তাহার কি নাম, কি বলিয়া তাহার পরিচয় দিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত তিনি জানেন না। তিনি শুধু জানিয়াছেন যে, তপোবনে যাহারা বাস করে, এ অবস্থা তাহাদের ঘোর বিরোধী। এখন পর্য্যন্ত অনসূয়া-প্রিয়ংবদা কিছুই জানিতে পারে নাই। শকুন্তলার হৃদয়াকাশে, এই ভাবে,—একটা নূতন গ্রহের,—অদৃষ্টপূর্ব্ব পরম জ্যোতিষ্মান্ গ্রহের ছায়াপাত হইল। কাহারও ভাগে এই গ্রহ ধ্বংসকারী ধূমকেতুর বা কক্ষভ্রষ্ট উল্কার আকার ধারণ করে, কাহাকেও আবার, শরদিন্দুকান্তি

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

শকুন্তলা — (শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তি)। ॥ ৮৫ ॥

সখ্যৌ।— (উভয়োরাকারং বিদিত্বা, জনান্তিকম্) হলা সউন্দলে জই এত্থ অজ্জ তাদো সন্নিহিদো ভবে ॥ ৮৬ ॥

শকুন্তলা।— তদো কিং ভবে। ॥ ৮৭ ॥

সখ্যৌ।— ইমং জীবিদসব্বস্সেণ বি আদীহিবিসেসহ কদগং করিস্সদি। ॥ ৮৮ ॥

শকুন্তলা।— তুমহে অবেধ। কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅণাংস্থুণিস্সং ॥ ৮৯ ॥

রাজা।— বয়মপি তাবন্তব্যোঃ সখীগতং পৃচ্ছামঃ। ॥ ৯০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা শকুন্তলে! যদি অত্র অস্ত তাতঃ সন্নিহিতঃ ভবেৎ? ॥ ৮৬ ॥

ততঃ কিং ভবেৎ? ॥ ৮৭ ॥

ইমং জীবিত-সর্ব্বস্বেন অপি অতিথিবিশেষং কৃতার্থ করিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥

যুবাম্ অপেতম্। কিম্ অপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েসে। ন যুবয়োঃ বচনং শ্রোষ্যামি ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্মার্থ।—(অনসূয়ার 'স-নাথ' অর্থাৎ "নাথযুক্ত" এই উক্তিতে শকুন্তলা স্বহৃদয়ের প্রেমাভিব্যক্তি চাপিতে পারিল না, লজ্জায় যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িল) ॥ ৮৫ ॥

(রাজারও আকার-প্রকারে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর ঘটিল। শকুন্তলা এবং রাজার এই চিত্তচাঞ্চল্য দর্শনে—দুই সখীই জনান্তিকে কহিল)—

সখীদ্বয়।—ওলো শকুন্তলে! যদি আজ এখানে পিতা উপস্থিত থাকিতেন? ॥ ৮৬ ॥

শকুন্তলা।—থাক্‌তেনই যদি, কি হ'তো? ॥ ৮৭ ॥

সখীদ্বয়।—কি হ'তো?—শুনবি?—তা হ'লে আজ তাঁর জীবন-সর্ব্বস্বকে দিয়াও এই অতিথিপ্রবরকে পরিতুষ্ট করিতেন—জানিস্? ॥ ৮৮ ॥

শকুন্তলা।—দূর হ তোরা! মনে মনে কি যেন একটা মত্‌লব্ এঁটে কথা কচ্ছিস্! তোদের কথা আমি শুন্‌তে চাই না ॥ ৮৯ ॥

রাজা।—আমিও তোমাদের সখীর সম্বন্ধে দু'একটা কথা জান্‌তে চাই ॥ ৯০ ॥

পরিগ্রহপূর্ব্বক, ইহলোকেই স্বর্গের ছবি দেখায়। আজ ঐ বিরুদ্ধ অথচ স্পৃহণীয় ভাবের সহিত শকুন্তলার মনে বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিল, ঐ নূতন লোকটির পরিচয় জানিতে। তবে সে ঔৎসুক্য তিনি মনে মনেই চাপিয়া গেলেন। অর্থাৎ কণ্ব-দুহিতা আর কাহারও কাছে না হউক, নিজের কাছে ধরা পড়িলেন।

এইরূপে,—উৎকণ্ঠার স্থচী-শয্যায় পড়িয়া শকুন্তলা যখন নীরবে ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তখন সমবেদনাময়ী প্রিয়ংবদা তাঁহার অঙ্গে শীতল করস্পর্শন করিল, অতিথির পরিচয় জানিতে চাহিল। শকুন্তলাও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

অতিথির যা হোক্ একটা পরিচয় পাইয়া অনসূয়া যখন কহিল—'ভবাদৃশ ব্যক্তির সমাগমে আশ্রমবাসীরা আজ স-নাথ হইল,—তখন ঐ স-নাথ শব্দে শকুন্তলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। এ দিকে দর্শন-পটু রাজাও অধিকতর আগ্রহের সহিত সেই লজ্জানম্রমুখী ও আরক্ত-গণ্ডস্থলী কণ্বদুহিতার দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন। রাজাকে দর্শন করা অবধি শকুন্তলার (কালিদাসের ভাষাতেই বলি) 'অবিদিতসংসারস্তস্ত' নির্ম্মল হৃদয়ে যে পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, যে পূর্ব্বরাগের সম্মোহনী প্রভায় প্রভাবিত হইয়া, শকুন্তলা জানিয়া-শুনিয়াও, অবশ-চিত্তে 'তপোবন-বিরোধী' ভাবের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে পূর্ব্বরাগের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার কোমলহৃদয় অতিথির পরিচয় জানিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, এতক্ষণে, হৃদয়কন্দর-গুপ্ত সেই পূর্ব্বরাগ লজ্জাভূষণে বিভূষিত হইয়া, শকুন্তলার অমল কপোল-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইল। উদয়োন্মুখ অরুণের ন্যায়, দেখিতে দেখিতে, শকুন্তলার অজ্ঞাতসারে, তদীয় হৃদয়াকাশে প্রণয়রবি স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কর্ম্মকুশল ভ্রমর যে শুভকার্য্যের 'ঘটকালি' করিয়াছিল,—এতক্ষণে তাহার 'পাকাদেখা' বা 'আশীর্ব্বাদ' সুসম্পন্ন হইল।

সখীদ্বয়ও অনেকটা বুঝিল ও শকুন্তলাকে লইয়া বেশ খেলাইতে লাগিল। শকুন্তলা প্রাণপণে যতই ভালো মানুষ সাজিতে প্রয়াস পাইলেন, তাঁহার হৃদয়ের গুপ্তভাব ততই ব্যক্ত হইতে লাগিল। প্রিয়ংবদার জেরায় তিনি যতই এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন,—ততই যেন বেশী জড়াইয়া পড়িতেছেন। রাজা ও শকুন্তলা—উভয়ের অবস্থাটা কতক বুঝিয়া সখীদ্বয়

সখ্যৌ। অজ্জস্স অণুগ্‌গহো এব্ব ইঅং অব্ভত্থণা। ॥ ৯১ ॥

রাজা।— ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিত ইতি প্রকাশঃ। ইয়ং চ বঃ সখী তদাত্মজেতি কথমেতৎ ॥ ৯২ ॥

অনসূয়া।— সুণাদু অজ্জো। অত্থি কো বি কোসিও ত্তি গোত্তণামহেও মহাপ্পহাবো রাএসী ॥ ৯৩ ॥

রাজা।— অস্তি, শ্রূয়তে। ॥ ৯৪ ॥

অনসূয়া।—তং ণো পিঅসহীএ পহবং অবগচ্ছ। উজ্‌ঝিআএ সরীরসংবড্‌ঢণাদিহিং তাদকস্সবো সে পিদা ॥ ৯৫ ॥

রাজা।— উজ্‌ঝিতশব্দেন জনিতং মে কৌতূহলম্। আ মূলাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি। ॥ ৯৬ ॥

অনসূয়া।— সুণাদু অজ্জো। পুরা কিল তস্স রাএসিণো উগ্‌গে তবসি বট্টমাণস্স কিংবি
জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেণআণাম অচ্ছরা পেসিদা ণিঅমবিগ্‌ঘকারিণী। ॥ ৯৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখীদ্বয়।—আর্য্য। অনুগ্রহঃ এব ইয়ম অভ্যর্থনা ॥ ৯১ ॥

শৃণোতু আর্য্যঃ। অস্তি কঃ অপি কৌশিকঃ ইতি গোত্র-নামধেয়ঃ মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ ॥ ৯৩ ॥

তম্ আবয়োঃ প্রিয়সখ্যাঃ প্রভবম্ অবগচ্ছ। উজ্ঝিতায়াঃ শরীর-স বর্দ্ধনাদিভিঃ তাত-কাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা ॥৯৫॥

শৃণোতু আর্য্যঃ। পুরা কিল তস্য রাজর্ষেঃ উগ্রে তপসি বর্ত্তমানস্য কিম্ অপি জাত-শঙ্কৈঃ দেবৈঃ মেনকা নাম অপ্সরাঃ প্রেষিতা নিয়ম-বিঘ্ন-কারিণী ॥ ৯৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সখীদ্বয়।—মহাশয়। আপনার এই অভিলাষ আমাদের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ-স্বরূপ অর্থাৎ শকুন্তলা সম্বন্ধে আপনি যে,কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছেন,উহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি ॥৯১॥

রাজা।—শুনিয়াছি,—ভগবান্ কাশ্যপ আজন্ম ব্রহ্মচারী, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ব্রহ্মচিন্তায় নিরন্তর রত, দারপরিগ্রহ করেন নাই, অথচ তোমাদের এই সখী তাঁহার দুহিতা, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর?—বুঝিলাম না ॥ ৯২ ॥

অনসূয়া।—শুনুন মহাশয়! রাজা কুশিকের পুত্র বলিয়া কৌশিক—এই কুল-নামে প্রসিদ্ধ এক অতি মহাপ্রভাবশালী রাজর্ষির নাম হয় ত আপনি শুনিয়া থাকিবেন ॥ ৯৩ ॥

রাজা।—হাঁ, আছেন,—শুনিয়াছি ॥ ৯৪ ॥

অনসূয়া।—তিনিই আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলার উৎপত্তি-স্থল,—জনক। পরে নির্জ্জন-বন-মধ্যে সখী পরিত্যক্তা হন,—শেষে ইঁহার লালন-পালনের দ্বারা, পিতা কণ্বই সখীর পিতা বলিয়া পরিচিত ॥ ৯৫ ॥

রাজা।—'পরিত্যক্তা'—এই শব্দে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে। কিছুই ত পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। ব্যাপারটা আদ্যন্ত শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৯৬ ॥

অনসূয়া।—তবে শুনুন্। ঐ পূর্ব্বোক্ত রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এক সময়ে অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তদীয় তপস্যায় স্বর্গের দেবতারা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার তপস্যাভঙ্গের উদ্দেশ্যে মায়াবতী মেনকা-নাম্নী এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন ॥ ৯৭ ॥

যখন গোপনে শকুন্তলাকে কহিল—"সখি! আজ যদি তাত কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত থাকিতেন—?" "থাকিলে কি হইত?" —বলিয়া, তখন কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শকুন্তলা বাধা দিলেন, সখীদের বাক্য সমাপ্ত করিতে দিলেন না। কিন্তু অনসূয়া-প্রিয়ংবদাও ছাড়িবার পাত্র নয়, ঐ অসমাপ্ত বাক্য এবার সমাপ্ত করিল, কহিল,—"—থাকিলে তাঁহার জীবনেরও যে অধিক, তাহাকে দিয়া এই অতিথির সৎকার করিতেন।" শকুন্তলা বুঝিলেন যে, ধরা পড়িয়াছেন, আর সাম্‌লাইবার চেষ্টা বৃথা,—কহিলেন, "আমি তোদের কোন কথায় থাকিতে চাই না।" চতুর-চূড়ামণি রাজা স—ব দেখিতে লাগিলেন ও ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিলেন। শকুন্তলা মহাসঙ্কটে পড়িয়াছেন। হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে যে কথাটা তিনি লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন,—বুঝি আর তাহা লুকানো থাকে না, এই বুঝি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ভাবিয়া লজ্জানম্রমুখী মহা মুস্কিলে পড়িলেন। এমনই সময়ে অতিথি আর এক ধাপ উঠিলেন,—'তোমাদের সখীর সম্বন্ধে দু'একটা কথা জানিতে চাই'—বলিয়া সখীদিগকে একটু অনুরোধের ভাব জানাইলেন। তাহারাও বদ্ধতার বীণার মত তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি করিল,—কহিল, 'সে ত মস্ত অনুগ্রহের কথা, বলুন, কি জানিতে চান্?' শকুন্তলার বিপদ্ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।—গ্রীষ্মের দিবাবসানে—শান্ত তপোবনের শ্যামল বক্ষে, স্নিগ্ধ সপ্তপর্ণবেদিকার মূলে বসাইয়া, কবি, এই ভাবে ধীরে ধীরে শকুন্তলার রহস্যসুধাপূর্ণ অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া সামাজিকদিগকে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৭১—৯১ ॥

রাজা।— অস্ত্যেতদন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্। ॥ ৯৮ ॥

অনসূয়া।— তদো বসন্দোদারসমএ সে উম্মাদইত্তঅং রূবং পেক্‌খিঅ (অর্দ্ধোক্তে লজ্জয়া বিরমতি) ॥ ৯৯ ॥

রাজা।— পরস্তাদগম্যত এব। সর্ব্বথা অপ্সরঃসম্ভবৈষা। ॥ ১০০ ॥

অনসূয়া।— অহইং। ॥ ১০১ ॥

রাজা।— উপপদ্যতে।— মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ ॥ ॥ ১০২ ॥

শকুন্তলা।—(অধোমুখী তিষ্ঠতি)। ॥ ১০২-ক ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) লব্ধাবকাশো মে মনোরথঃ। কিন্তু সখ্যা পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং শ্রুত্বা ধৃতদ্বৈধীভাবকাতরং মে মনঃ। ॥ ১০৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ততঃ বসন্তোদারসময়ে অস্যাঃ উন্মাদয়িতৃ রূপং প্রেক্ষ্য—॥ ৯৯ ॥

অথ কিম্ ॥ ১০১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তা হবে। অন্যের তপস্যায় দেবতাদের স্বভাবতই ভয় জন্মে বটে। পাছে, তপঃপ্রভাবে কোনো বর লাভ করিয়া, ঐ তপস্বী স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, এই শঙ্কায়, অপরের কঠোর তপস্যা দেববৃন্দের চক্ষুঃশূল ॥ ৯৮ ॥

অনসূয়া।—তার পর, একে মনোহর বসন্তকাল, তাতে আবার মেনকার ঐ হৃদয়োন্মাদক রূপ, বিশ্বামিত্রের—ক্রমে,—(আর বলিতে না পারিয়া লজ্জায় থামিয়া গেল) ॥ ৯৯ ॥

রাজা।—বাকিটুকু আর বল্‌তে হবে না। বুঝ্‌তে পেরেছি। তাই বল, ইনি নিশ্চয়ই অপ্সরার গর্ভ-সম্ভবা ॥ ১০০ ॥

অনসূয়া।—ঠিক, তাই বটে ॥ ১০১ ॥

রাজা।—এইবার ঠিক বুঝতে পার্ছি। তাহা না হইলে কি মানবীতে এইপ্রকার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের উৎপত্তি সম্ভবপর? মাটীর পৃথিবী হইতে কখনও কি জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে? কখনই নয় ॥ ১০২ ॥

(শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন) ॥ ১০২-ক ॥

রাজা।—(আত্মগত) তবে আমার অভিলাষপূরণের সুযোগ আছে দেখিতেছি। কিন্তু সখীরা পরিহাসপূর্ব্বক অনুরূপ বরলাভের কথা বলায় মনে বড়ই একটা খট্‌কা লাগিতেছে। মহর্ষি কণ্ব কি কোন পাত্রে ইহাকে বাগ্‌দান করিয়াছেন? কিংবা শকুন্তলা নিজেই কাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছে?—এই উভয়বিধ সংশয়ে চিত্ত বড়ই আকুল হইতেছে। তাই যদি হয়, তবে ত সকল আশাতেই ছাই! ॥ ১০৩ ॥

তাৎপর্য্য।—সরলা অনসূয়ার মুখে রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তের প্রকৃততত্ত্ব কান পাতিয়া শুনিলেন। স্বর্গের অপ্সরাদিগের অন্যতম শিরোমণি মেনকা তাঁহার মাতা,—এই কথা শুনিয়া রাজার সন্দেহ দূর হইল। কেন না, তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, কৃচ্ছ্রতপা আশ্রমবাসিনীর গর্ভসম্ভূতার এত রূপ কদাচ সম্ভবিতে পারে না; এবং সেই জন্যই পরিচয়টা ভালো করিয়া জানিবার বাসনায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। অথচ যুবতী ললনার সম্বন্ধে বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করেনই বা কি প্রকারে? কিন্তু সরলহৃদয়া অনসূয়া অকপটভাবে সমস্ত বলিয়া দিল। ঋষিকন্যা সে, তাহার মনে ত কোন দ্বৈধভাব নাই, আর দশ জন অতিথির ন্যায়, রাজাও একজন অতিথিমাত্র। সর্ব্বদেবময় অতিথিকে গোপন করিবার মত কিছু আশ্রমবাসীর পক্ষে থাকিতে পারে না, নাইও। তাই সে অসঙ্কোচে সমস্ত বলিয়া দিল। রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শতমুখে শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় আরও অধোমুখী হইলেন। যেন মাটীর সাথে মিশিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচেন। সংসারে—প্রিয়কৃত প্রশংসা অবলা-হৃদয়ের একান্ত আনন্দদায়িনী ও আকর্ষণীরূপিণী। শকুন্তলা এতদিনে বুঝিলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে কত রূপ দিয়া গঠন করিয়াছেন।
...লেন যে, তাঁহার দেহ-লতিকার 'প্রভাতরলজ্যোতিঃ' যথার্থই বসুধাতলে অসম্ভব, তিনি অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের আধার।
...শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এতক্ষণ যে এত ...তা অঙ্কুরাবস্থায় ছিল, এক্ষণে তাহা পল্লবিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, শকুন্তলা তাপস-কুমারী নহেন, তিনি

প্রিয়ংবদা।—(সস্মিতম্ শকুন্তলাং বিলোক্য নায়কাভিমুখী ভূত্বা) পুণো বি বত্তুকামো বিঅ অজ্জো ॥ ১০৪ ॥

শকুন্তলা।—(সখীমঙ্গুল্যা তর্জ্জয়তি)। ॥ ১০৫ ॥

রাজা।— সম্যগুপলক্ষিতং ভবত্যা। অস্তি নঃ সচ্চরিতশ্রবণলোভাদন্যদপি প্রষ্টব্যম্। ॥ ১০৬ ॥

অনসূয়া।— অলং বিআরিঅ, অণিঅন্তণাণুজোও তবস্সিঅণো ণাম। ॥ ১০৭ ॥

রাজা।— ইতি সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমা প্রদানাদ্ ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।

অত্যান্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভির আহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ ॥ ॥ ১০৮ ॥

প্রিয়ংবদা।— অজ্জ ধম্মচরণে বি পরবসো অঅং জণো। গুরুণো উণ সে অণুরূববরপ্পদাণে সংকপ্পো ॥ ১০৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—পুনঃ অপি বক্তুকামঃ ইব আর্য্যঃ ॥ ১০৪ ॥

অলং বিচার্য্য। অনিয়ন্ত্রণানুযোগঃ তপস্বিজনঃ নাম ॥ ১০৭

আর্য্য।—ধর্ম্মচরণে অপি পরবশঃ অয়ং জনঃ। গুরোঃ পুনরস্যাঃ অনুরূপ-বর-প্রদানে সঙ্কল্পঃ ॥ ১০৯ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—(লজ্জারুণমুখী শকুন্তলার দিকে চাহিয়া সহাস্যে নায়কের দিকে মুখ ফিরাইয়া) আবার কি যেন মহাশয় জিজ্ঞাসা করছেন? ॥ ১০৪ ॥

(শকুন্তলা তর্জ্জনী-কম্পনের দ্বারা প্রিয়ংবদাকে শাসাইতে লাগিলেন)॥ ১০৫ ॥

রাজা।—তুমি ঠিক ধরিয়াছ। তোমাদের পবিত্র চরিত্রের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা ত আছেই, তা ছাড়া আরও একটা বিষয় জিজ্ঞাসার ছিল ॥ ১০৬ ॥

অনসূয়া।—তা'র জন্য অত সঙ্কোচ কেন? তপস্বীদের ত গোপন করিবার কিছুই নাই, আপনি অবিচারিতহৃদয়ে, যাহা ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ॥ ১০৭ ॥

রাজা।—জান্তে চাই—তোমাদের এই সখী শকুন্তলা কি—যতদিন বিবাহ না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাপসব্রত অবলম্বন করিয়াই কাটাইবেন,—কন্দর্প-রাজার ত্রিসীমাও মাড়াইবেন না, অথবা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারিণী সাজিয়া হরিণীগণের সহবাসেই কালযাপন করিবেন? উঁহার চোখের মত তাদের চোখ, তাই শকুন্তলা বোধ হয়, উহাদিগকে অত ভালবাসেন, সুতরাং সারাজীবন উহাদের সঙ্গে কাটাইবার বাসনা হওয়াও অসম্ভব নহে ॥ ১০৮ ॥

প্রিয়ংবদা।—মহাশয়! বিবাহ-টিবাহ ত পরের কথা, আমরা একে নারী, তাতে আবার তাপস-কন্যা, সামান্য একটু কাযেও—এমন কি, ধর্ম্মাচরণেও আমাদের স্বাধীনতা নাই। সুতরাং—কি-হইবে-না-হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে এইটুকু জানি যে,—অনুরূপ পাত্রে শকুন্তলাকে সম্প্রদান করিবার বাসনা তাত কণ্বের আছে। যতদিন তাহা না জুটিবে, ততদিন ইহার বিবাহ দিবেন না ॥ ১০৯ ॥

অপ্সরার কন্যা, সুতরাং ক্ষত্রিয়-নরপতির বিবাহযোগ্যা। রাজার মৌনাবলম্বনে শকুন্তলা শ্বাস ছাড়িবার অবসর পাইলেন। তাঁহার মুখের উপর, সখীদের সমক্ষে, তাঁহারই প্রিয়তম, তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্যের গুণ-গান করিতেছিলেন, ইহাতে তিনি যেন লজ্জায় মরিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার স্বস্তি হইল। চতুর প্রিয়ংবদা শকুন্তলার এই অসহায় দশা বেশ বুঝিতে পারিল এবং তখনই সস্মিতবদনে একবার স্মিতপূর্ব্বভাষিণী শকুন্তলার প্রতি কটাক্ষ করিয়া রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—'মহাশয়! আপনি যেন আরও কিছু বলিতে চান্—মনে হইতেছে।'

শকুন্তলা এবার প্রমাদ গণিলেন। আবার কি কথা? রাজা হয় ত আবার সেই রূপগাথার গান আরম্ভ করিবেন, সেই বিশ্রান্ত সঙ্গীতের পুনরালাপ করিবেন,—ভাবিয়া শকুন্তলার অতিশয় সঙ্কোচ বোধ হইল। তিনি তখন, রাজার অগোচরে তর্জ্জনী কাঁপাইয়া প্রিয়ংবদাকে শাসাইতে লাগিলেন। শকুন্তলার হৃদয়নিহিত ভাব, এতক্ষণে আরও একটু আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি প্রথমে 'তপোবন-বিরুদ্ধ' বলিয়া যে ভাবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে আবার যে ভাব, তাঁহার অজ্ঞাত-সারে তাঁহারই কপোলপদ্ম রক্তাভ করিয়া তুলিয়াছিল, এইক্ষণে সে-ই ভাব, হৃদয়ে সেই প্রথম বিক্রিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্টাকারে, শকুন্তলার তর্জ্জনী আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। প্রথম যাহার বীজ বপন ও অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল, এতক্ষণে ক্রমে সেই ভাব তরুর আকার ধারণ করিল। অচিরেই পল্লবিত হইবে,'

রাজা।— (আত্মগতম্) ন খলু দুরবাপেয়ং প্রার্থনা—

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।

আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্ ॥ ॥ ১১০ ॥

শকুন্তলা।— (সরোষম্) অণসূএ গমিস্‌সং অহং। ॥ ১১১ ॥

অনসূয়া।— কিং নিমিত্তং ? ॥ ১১২ ॥

শকুন্তলা।— ইমং অসংবদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅংবদং অজ্জাএ গোদমীএ ণিবেদইস্‌সং ॥ ১১৩ ॥

অনসূয়া।— সহি ণ জুত্তং অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্ ॥ ১১৪ ॥

শকুন্তলা।— (ন কিঞ্চিদুক্ত্বা প্রস্থিতৈব)। ॥ ১১৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অনসূয়ে! গমিষ্যামি অহম্ ॥ ১১০॥

কিং নিমিত্তম্ ? ॥ ১১১ ॥

ইমাম্ অসংবদ্ধ-প্রলাপিনীং প্রিয়ংবদাম্ আর্য্যায়ৈ গোতম্যৈ নিবেদয়িষ্যামি ॥ ১১২ ॥

সখি! ন যুক্তম্—অতিথি-সৎকারম্ অতিথি-বিশেষং বিসৃজ্য স্বচ্ছন্দতঃ গমনম্ ॥ ১১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(মনে মনে) তবে ত দেখিতেছি—আমার এই প্রার্থনা,—শকুন্তলা-লাভের আশা নিতান্ত অসম্ভব নহে। যেরূপ যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে—পূরিলেও পূরিতে পারে। সুতরাং তোমাকে বলি—হৃদয়! কর,—শকুন্তলাকে অভিলাষ কর, এতক্ষণ ত প্রাণ ভরিয়া শুধু অভিলাষটুকুও, শকুন্তলাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাটুকুও করিতে পাইতেছিলে না, তোমার যে শুধু ঐ আশাতেও কত সুখ!—এতক্ষণে সকল সংশয় মিটিয়া গেল,—শকুন্তলা তোমার পক্ষে সুলভ না হইলেও নিতান্ত দুর্লভ নয়। তুমি যাহাকে আগুন বলিয়া মনে করিতেছিলে, ঋষি-দুহিতা, ক্ষত্রিয় আমি, আমার স্পর্শেরও অযোগ্যা বলিয়া—শিহরিতেছিলে, ও আগুনে হাত দিলে, পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরা নিশ্চিত—ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতেছিলে, উহা আদৌ অগ্নি নহে, পরন্তু উহা অতি সুশীতল ও সুখস্পর্শ রত্ন। ঐ অপ্সরার কন্যা,—রাজা তুমি, তোমার গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্য ॥ ১১০ ॥

শকুন্তলা।—(যেন কত রাগিয়া) অনসূয়ে! চল্লুম আমি। এখানে থাক্‌বো না ॥ ১১১ ॥

অনসূয়া।—কেন ? ॥ ১১২ ॥

শকুন্তলা।—গৌতমী পিসীর কাছে গিয়ে এই প্রিয়ংবদার কথা বল্‌ব যে, যা' মনে আস্‌ছে, প্রিয়ংবদা তা-ই বল্‌ছে॥১১৩॥

অনসূয়া।—সখি! বলিস্ কি ? এতবড় অভ্যাগত অতিথির পরিচর্য্যা, আদর-আপ্যায়ন সব ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছেমত চ'লে যাওয়া কি তোর ঠিক ? তোরই উপর যে আজ অতিথি-সেবার ভার ॥ ১১৪ ॥

(শকুন্তলা কোন জবাব না দিয়া চলিলেনই) ॥ ১১৫ ॥

রাজা যখন অনসূয়াকে কহিলেন,—"জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের এই 'সখীটি' কি চিরদিন তপস্বিনী অবস্থাতেই থাকিবেন, না এই তাপসভাব শুধু বিবাহকাল পর্য্যন্ত ?" তখন অনসূয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আগ বাড়াইয়া প্রিয়ংবদা জবাব দিল,—"অনুরূপ বর পাইলেই ইহাকে পাত্রস্থ করা তাত কণ্বের ইচ্ছা।" শকুন্তলার মহা মুস্কিল। ক্রমে "শ্রান্ত আলেপা জায়গায় গড়াইবার" উপক্রম। তিনি মনে মনে, প্রিয়ংবদার এই সকল দুষ্টুমির জন্য বিষম চটিয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—থাক্ তুই, যদি দিন পাই, দেখাইব তোকে। এ দিকে রাজা হাতে চাঁদ পাইলেন। রাজ-বুদ্ধিবলে বুঝিলেন যে, যাহা এতক্ষণ অসম্ভব ভাবিতেছিলাম, সত্যিই তাহা অসম্ভব নহে, খুব সম্ভব। "অনুরূপ" বর ? কি কি সম্পদে অনুরূপ ? রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, এই তিনের কোনটাতেই ত তিনি দ্বিতীয় নন, বরঞ্চ একেবারে সর্ব্বপ্রথম। বিশাল ভারতবর্ষে, সুরপতি ইন্দ্রেরও শ্লাঘাভাজন মিত্র ভারতেশ্বর দুষ্যন্ত কি তাত কণ্বের বিবেচনায় শকুন্তলার 'অনুরূপ' বলিয়া গণ্য হইবেন না ? তাই রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"তবে দেখিতেছি, আমার এই প্রার্থনা, শকুন্তলাকে পাইবার বাসনা কির্শ হইলেও হইতে পারে। এতক্ষণ তাপস-কন্যা শকুন্তলার সম্বন্ধে রাজ-হৃদয়ে যত কিছু ঔদাসীন্য, অসম্ভবতার চিন্তা ছিল, ন তাহা দূর হইল এবং তৎতৎ স্থলে আকাঙ্ক্ষার—শকুন্তলাকে পাইবার আশার তীব্রদ্যুতি মার্ত্তণ্ড দেখা দিলেন। গ্রীষ্মের আশ্বস্ত-হৃদয়ে ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিলেন, প্রতিকূলে যাইবার সামর্থ্য বা বাসনা, কিন্তু তাঁহার এত আশা। তিনি মনে মনে উদ্দাম হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ৯২—১১০ ॥

রাজা।— (প্রতীতুমিচ্ছন্ নিগৃহ্যাত্মানম্। আত্মগতম্) অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ।
অহং হি— অনুযাস্যন্ মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।
স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ॥ ॥ ১১৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(শকুন্তলাং নিরুধ্য)। হলা ণ দে জুত্তং গন্তুং। ॥ ১১৭ ॥

শকুন্তলা — (সভ্রূভেদম্) কিং ণিমিত্তং ? ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ংবদা — রুক্খসেঅণে দুবে ধারেসি মে। এহি, দাব অত্তাণং মোআবেহি, তদো গমিস্সসি ॥ ১১৯ ॥

(বলাদেনাং নিবর্ত্তয়তি)

প্রাকৃতাংশানুবাদ।—হলা, ন তে যুক্তং গন্তুম্ ॥১১৭॥ কিং নিমিত্তম্ ? ॥ ১১৮ ॥ বৃক্ষ-সেচনে দ্বে ধারয়সি মে। এহি, আত্মানং মোচয়, ততঃ গমিষ্যসি ॥ ১১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(শকুন্তলাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন ও কোনমতে আত্মসংবরণ পূর্ব্বক মনে মনে কহিলেন) কামীদিগের মনে, কামনার বস্তু-সম্বন্ধে যখন যেমন করিতে সাধ হয়, তাহা না করিলেও, তাহাদের মনে লয় যেন তাহা করিয়াছে। এই ত শকুন্তলা চলিয়া যাইবার জন্য যেমন উঠিয়া দাঁড়াইল, অমনি আমিও পিছুপিছু যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম আর কি, কিন্তু শিষ্টতা আমাকে অতটা বাড়াবাড়ি করিতে দিল না, আমি তাহার অনুসরণ করিলাম না। তবুও মনে হইতেছে, যেন শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে কতক দূর গিয়া শেষে ফিরিয়া আসিয়াছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি নিজের আসন হইতে এক তিলও নড়ি নাই। কি আশ্চর্য্য! ॥ ১১৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(শকুন্তলাকে আটকাইয়া) ভলা, তোর এভাবে চলিয়া যাওয়া কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়, আমি যেতে দেবো না ॥ ১১৭ ॥

শকুন্তলা। (ভ্রূকুঞ্চন পূর্ব্বক) কেন ? ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ংবদা।—তুই আমার দু' কলসী জল ধারিস, মনে নাই ? চল, আগে আমার ধার শোধ কর, পরে যেখানে ইচ্ছা, যাস। বলিয়াই জোর করিয়া শকুন্তলাকে ফিরাইল ॥১১৯॥

তাৎপর্য্য।—"অনুরূপ বরের হাতে শকুন্তলাকে দেওয়ার তাত কণ্বের ইচ্ছা"—প্রিয়ংবদার এই কথায় শকুন্তলা মহা ফাঁপরে পড়িলেন। এতদিন যে প্রিয়ংবদা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার হিতৈষিণী ও অনুকূলচারিণী ছিল, আজ সে অন্য রূপ ধরিয়াছে, নবাগত অতিথির সমক্ষে শকুন্তলাকে লইয়া প্রগল্‌ভতার চূড়ান্ত করিতেছে। নতুবা যে কথায় তাঁহার লজ্জার সীমা থাকে না, বুক ফাটিয়া যায়, আজ প্রিয়ংবদা বাছিয়া বাছিয়া শকুন্তলার সেই অভিযোগের কথাগুলিই প্রকাশ করিতে লাগিয়া গিয়াছে। কে এত সহিতে পারে ? তাই যেন কত চটিয়া গিয়া শকুন্তলা কহিলেন—"অনসূয়ে! তোমরা থাকো, আমি চলিলাম। পিসিমার কাছে বলিয়া প্রিয়ংবদাকে দেখাচ্ছি গিয়া।

চামরিণী মৃগী যেমন অতি যত্নে ও অতি সতর্কতার সহিত নিজের চামরটি রক্ষা করে, অপরকে দেখিতে দিতেও চায় না, মণিভূষণা ফণিনী যেমন শিরোমণিটি সতত সযত্নে ধারণ করে, গন্ধ-হরিণী যেমন নাভিস্থিত কস্তুরিকাটুকু নিয়ত সংগোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ শকুন্তলাও তাঁহার হৃদয়াশ্রিত স্নিগ্ধ-মধুর ভাবটিকে অতি যত্নে ও অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিতেছিলেন। মানুষ ত দূরের কথা, আকাশের বাতাস পর্য্যন্ত ইহা জানিতে পারে,—তাঁহার ইচ্ছা নহে। তাই, প্রিয়ংবদা যত তাঁহার মর্ম্মের আবরণ উন্মোচিত করিতে লাগিলেন, তত তিনিও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নে, আদরে, সন্তর্পণে হৃদয়ের সেই অযাচিতাগত অতিথিকে লুকাইতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়ার নিষেধে কোনও উক্তি-প্রত্যুক্তি না করিয়া শকুন্তলা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন প্রিয়বচনা প্রিয়ংবদা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, 'আগে ধার শোধ কর, পরে যাবি'—বলিয়াই বলপূর্ব্বক গমনোন্মুখী বালিকাকে নিবর্ত্তিত করিলেন। শকু[illegible]লার কোপ আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি ভ্রূলতা ঈষদাকুঞ্চিত করিয়া, বারবার প্রগল্‌ভা প্রিয়ংবদার দিকে চাহিতে ল[illegible] প্রিয়ংবদার এই অত্যাচারে দয়াময় ভারতেশ্বরের প্রাণে ব্যথা লাগিল। তিনি নিজের অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয়ক [illegible] শকুন্তলার ঋণ-শোধের উদ্দেশ্যে প্রিয়ংবদাকে দিলেন। অমনি প্রিয়ংবদাও সস্মিতবদনে শকুন্তলাকে ক[illegible] এই অতিথি,—অথবা অতিথিবেশী মহারাজ তোর উপর সদয় হইয়া, আমার নিকট হইতে তোকে [illegible]

কপন ও অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল, এতক্ষণে ক্রমে সেই ভাব [illegible]

রাজা ।— ভদ্রে ! বৃক্ষসেচনাদেব পরিশ্রান্তামত্রভবতীং লক্ষয়ে । তথা হ্যস্যাঃ—

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাদ্ অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ ।
স্রস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্ম্মাম্ভসাং জালকং বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ ॥

তদহমেনামনৃণাং করোমি । (অঙ্গুরীয়ং দাতুমিচ্ছতি) ॥ ১২০ ॥

উভে ।— (নামমুদ্রাক্ষরাণ্যনুবাচ্য পরস্পরমবলোকয়তঃ) । ॥ ১২১ ॥

রাজা ।— অলমস্মানন্যথা সম্ভাব্য । রাজ্ঞঃ পরিগ্রহোঽয়ম্ ইতি রাজপুরুষং মামবগচ্ছত ॥ ১২২ ॥

প্রিয়ংবদা ।—তেণ হি ণ অরিহদি এদং অঙ্গুলীঅঅং অঙ্গুলীবিওোঅং । অজ্জস্স বঅণেণ অরিণা দাণিং এসা । (কিঞ্চিদ্বিহস্য) হলা সউন্দলে মোইদা সি অণুঅম্পিণা অজ্জেণ অহবা মহারাএণ । গচ্ছ দাণিং । ॥ ১২৩ ॥

শকুন্তলা ।—(আত্মগতম্) জই অত্তণো পভবিস্সং । (প্রকাশম্) কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা ॥ ১২৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা ।—(প্রিয়ংবদাকে কহিলেন) দেখুন, অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুলগাছে জল ঢালায়, ইঁহাকে পরিশ্রান্ত বলিয়া মনে হচ্ছে । দেখ্‌তে পাচ্ছেন না—অনবরত জলের কলসী তুলিতে তুলিতে বাহুমূল যেন কেমন অবশ হইয়া পড়িয়াছে ও বাহুদ্বয় শিথিল হইয়া লতার মত ঝুলিতেছে । হাতের তলা লাল—ডগ্‌ডগে হইয়াছে । ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ায় এখনও স্তনদ্বয় কাঁপিতেছে । কাণের অবতংসরূপী শিরীষ-ফুল, ঐ দেখুন, কেমন দুই দিকে দুই গালের উপর ঘামে আট্‌কাইতেছে, সারা মুখখানি ঘর্ম্মবিন্দুতে ভরিয়া গিয়াছে । খোঁপার বাঁধন খুলিয়া যাওয়ায় চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে, তাই এক হাতে তাহা যদিও ধরিয়া আছেন, তবুও চোখে-মুখে—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । এততেও কি আপনারা বুঝিতেছেন না যে, শকুন্তলা কত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন । যা হোক্,—আপনার নিকটে ইঁহার যে ঋণ, তাহা আমিই শোধ করিতেছি । (বলিয়াই নিজের অঙ্গুরীটি খুলিয়া প্রিয়ংবদার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন) ॥ ১২০ ॥

(দুই সখী অঙ্গুরীয়কে লিখিত নাম ধীরে ধীরে পড়িয়া পরস্পর মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল) ॥ ১২১ ॥

রাজা ।—আমাকে অন্য কিছু ভাবিবেন না। আমি এক জন রাজপুরুষ, রাজার নিকট হইতে এই আংটীটি উপহার—॥ ১২২ ॥

প্রিয়ংবদা ।—তাই যদি হয়, তবে এ আংটী যে আঙুলে আছে, তাতেই থাকুক । তার থেকে নেওয়া ঠিক নহে । আপনার ন্যায় সাধু ব্যক্তির কথাতেই শকুন্তলার ঋণ-শোধ হইয়াছে । (একটু মুচ্‌কি হেসে) ওলো শকুন্তলা, দয়ার সাগর এই মহাপুরুষ, (থুড়ি) মহারাজ তোর ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছেন । এখন যেখানে ইচ্ছে যা ॥ ১২৩ ॥

শকুন্তলা ।—(মনে মনে) আর গিয়াছি ! (প্রকাশ্যে) যাই-না-যাই আমার ইচ্ছে,—তুই কে লো ? ॥ ১২৪ ॥

এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারিস্ ।' কিন্তু অঋণী শকুন্তলা তখন অন্যবিধ ঋণের ভারে এতই আতুর হইয়া পড়িয়াছেন, যে, পদমাত্র গমনেরও আর সামর্থ্য নাই । এতক্ষণ তিনি যাঁহাকে সাধারণ একজন অতিথিমাত্র মনে করিয়াও হৃদয়ের সমস্ত সম্পদে সৎকার করিতেছিলেন, এতক্ষণে জানিলেন,—তিনি সামান্য অতিথি নহেন, তিনি এক জন অসাধারণ ব্যক্তি । তদ্দত্ত অঙ্গুরীয়ক-ক্ষোদিত-নামাক্ষর-পাঠে—প্রিয়ংবদা এবং অনসূয়া বলিয়াছে যে, তিনি পুরুবংশের অবতংস, ভারতের সম্রাট্, মহাবীর দুষ্যন্ত । তাই প্রিয়ংবদার "এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারিস্"—কথার উত্তরে শকুন্তলা মনে মনে কহিলেন—'আর গিয়াছি ।' শকুন্তলার এখনও বিশ্বাস যে, তাঁহার এ ভাব, হৃদয়ের এই তরঙ্গোদ্বেল অবস্থা সখীরা জানিতে পারে নাই, তিনি প্রাণান্তেও এই কথা পরিহাস-প্রিয়া সখীদিগকে জানিতে দিবেন না । তাই তিনি প্রিয়ংবদাকে কিঞ্চিৎ কুপিত-কণ্ঠে কহিলেন—'আমি যাই-বা-থাকি,—তা'তে তোর কি ? আমাকে যাওয়াইবার বা রাখিবার তুই কে ?'

পুরোবর্ত্তী পৌরবশ্রেষ্ঠ দুষ্যন্ত কোপারুণকণ্ঠী কণ্ব-দুহিতার দিকে চাহিয়া রহিলেন । মালিনীতটের ছায়াশীতল তপোবনে গ্রীষ্মের দিবাবসান এইভাবে তিনি কাটাইতে লাগিলেন । তাঁহারা উভয়েই,—দুষ্যন্ত-শকুন্তলা—দুই জনেই দুই জনের দিকে এত অধিক অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন যে, আর ফিরিবার সামর্থ্য কাহারও নাই । এই ভাবে,—অথচ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়

রাজা।— (শকুন্তলাং বিলোক্য আত্মগতম্) কিং নু খলু যথা বযমস্যাম্ এবমিযমপ্যস্মান প্রতি স্যাৎ? অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা। কুতঃ

বাচং ন মিশ্রযতি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ কর্ণং দদাত্যবহিতা মযি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখীনা ভূযিষ্ঠমন্যবিষযা ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥ ॥ ১২৫ ॥

(নেপথ্যে) ভো ভোস্তপস্বিনঃ সন্নিহিতাস্তপোবনসত্ত্বরক্ষাযৈ ভবত। প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগযাবিহারী পার্থিবো দুষ্যন্তঃ।—তুরগখুরহতস্তথাহি রেণুর বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু ॥

অপি চ—তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ স্কন্ধলগ্নৈকদন্ত- পাদাকৃষ্টব্রততিবলযাসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥ ১২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(শকুন্তলার দশা দেখিয়া মনে মনে) তাই ত! আমি ইঁহার উপর যেরূপ, ইনিও কি আমার উপর সেইরূপ হইয়াছেন? অথবা আর সংশয় কেন? ইঁহার রকম-সকম দেখিয়া ত মনে হয়, আমার অনুমানই ঠিক। (অর্থাৎ আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন।) কেন না, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার সহিত ঠিক কথা কহিতেছেন না, তবুও, কিন্তু আমি যখন কথা বলি, তখন কাণ উঁচু করিয়া শোনেন। চোখে চোখ পড়িলেই—যদিও তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরাইয়া লইতেছেন, তথাপি বেশীক্ষণ অন্য দিকে চাহিয়াও থাকিতে পারিতেছেন না। শুধু শুধু এতটা হয় না ॥ ১২৫ ॥

(নেপথ্য হইতে কাহারা উচ্চকণ্ঠে ও ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল,) হে তাপস-বৃন্দ, আশ্রমচারী পশুসমূহের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সকলে সচেষ্ট ও সঙ্ঘবদ্ধ হও। কেন না, মৃগয়া করিবার উদ্দেশ্যে নৃপতি দুষ্যন্ত আশ্রমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দেখ,—তদীয় সৈন্য সামন্তের অশ্বসমূহের খুরের আঘাতে রক্তবর্ণ ধূলিপটল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, আমাদের আশ্রম-তরু-শাখায় বিলম্বিত জলসিক্ত বল্কলরাজিতে পড়িতেছে। মনে হইতেছে যেন, লোহিতাভ পঙ্গপালে আশ্রম-বৃক্ষ সকল ছাইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ—

এক বন্য হস্তী রাজকীয় রথ দেখিয়া ভীত ও চকিত হইয়া আমাদের ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে। ঐ বনমাতঙ্গের আকার কি ভীষণ! একটা দাঁত তাহার স্কন্ধে বক্রভাবে সংলগ্ন, ঐ ভয়ঙ্কর দন্তাঘাতে কত বড় বড় বনস্পতিকে সে ধূলিসাৎ করিতেছে। ঐ দেখ—দ্রুত-গতি-নিবন্ধন তাহার পায়ে কত লতা-পাতা বলয়াকারে জড়াইয়া গিয়াছে। শান্ত হরিণকুল দলবদ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল,—তাহাকে দেখিয়া প্রাণভয়ে, যে যে দিকে পারে পলাইতেছে। কি আপদ! ঐ বনগজটা যেন আমাদের তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা সাবধান হও ॥ ১২৬ ॥

অবস্থায় অবস্থান প্রণয়িযুগলের পক্ষে যে অতীব দুঃসহ এবং যাতনাবর্দ্ধক, ইহা সহজেই অনুমেয়। কবির কবি কালিদাস, তাঁহার বড় আদরের শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্যন্তের সহিত এই প্রকারে সাপ খেলাইতে লাগিলেন। ফণিনীর মণিস্পর্শের পরিণাম সম্যক্রূপে জানিয়াও রাজার লোলুপ-হৃদয় কত-কি-ভাবে আন্দোলিত ও আকুলিত হইতে লাগিল। জল-সেচন-কাতরা শকুন্তলার শ্রম-শিথিল বাহুলতিকা ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস-কম্পিত উরোজ-কুসুম এবং বিগলিত কেশকলাপ দিদৃক্ষু দুষ্যন্তের দর্শন-পিপাসা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। এ ভাবে অধিকক্ষণ অবস্থান—নায়ক-নায়িকা—উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব ॥ ১১১—১২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—সকলেই প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা দুই চারি পা চলিয়াই অনসূয়াকে কহিলেন, "একটু দাঁড়া, পায় কুশ ফুটিয়াছে, বাকলও গাছের ডালে জড়াইয়া গিয়াছে, ছাড়াইয়া লই।" এই বলিয়া বল্কলবিমোচনচ্ছলে শকুন্তলা দাঁড়াইলেন এবং সাচীকৃত-কণ্ঠে ও সতৃষ্ণ-নয়নে আর একবার রাজাকে দেখিয়া লইলেন।

সেই প্রথমে—তপোবন-পাদপে জলসেচনের সময়ে একবার শকুন্তলাকে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। নবকিসলয়-শোভী সহকারের সহিত বনতোষিণী মিলিত হইয়াছে, আর শকুন্তলা তথায় অনিমেষলোচনে তাহাদের সেই শুভ সম্মিলন দেখিতেছেন—দেখিয়াছি। তখন শকুন্তলার হৃদয় মিলনের স্বপ্নময়ী ঊষার অরুণ-চ্ছটায় আলোকিত ও মিলনের মধুর

[illegible] সদয় হইয়া, আমার নিকট হইতে তোকে [illegible]

সর্ব্বাঃ ।— (কর্ণং দত্ত্বা কিঞ্চিদিব সংভ্রান্তাঃ)। ॥ ১২৭ ॥

রাজা ।—(আত্মগতম্) অহো ধিক্ পৌরা অস্মদন্বেষিণস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি। ভবতু প্রতিগমিষ্যামস্তাবৎ ॥ ১২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—(সকলেই কাণ পাতিয়া ঐ বিপদের বার্ত্তা শুনিলেন এবং যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন) ॥ ১২৭ ॥

রাজা ।—(মনে মনে) ছিঃ ছিঃ, আমার অনুচরগণ আমায় খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া তপোবন তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে, দেখিতেছি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি ॥ ১২৮।

বীণাঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত। তাই প্রথমে যে বকুলপাদপ তাঁহাকে 'বাতেরিত-পল্লবাঙ্গুলি-সঙ্কেতে' নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, যে ডাকে নাই, সেই 'লতা-পাদপ-মিথুনের' নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের মিলনের শোভা দেখিতে লাগিলেন। বনতোষিণীর প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি বা সহকারের আতাম্র কিসলয়-কলাপ তাঁহার দ্রষ্টব্য নহে, তাহাদের উভয়ের মিলনই তাঁহার দ্রষ্টব্য ছিল। তিনি দাঁড়াইয়া অনন্য-মনে সেই জড়ের মিলন দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইতেছিলেন, আর তাঁহার অজ্ঞাতসারে তদীয় হৃদয়ে বাস্তব মিলনের অস্পষ্ট ছায়া ক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। 'শকুন্তলারও বোধ হয় অনুরূপ বর লাভের বাসনা জন্মিয়াছে'—বলিয়া বিদগ্ধ প্রিয়ংবদা যখন শ্লেষচ্ছলে শকুন্তলার মনের কথাটি বলিয়া দিল, আর শকুন্তলাও তাড়াতাড়ি তাহা চাপা দিতে গেলেন, তখনই বুঝিয়াছি যে, শকুন্তলার হৃদয়বর্ত্তিনী সেই মিলনের ছায়াময়ী মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখন আর সে যথেচ্ছ-স্পৃশ্য নহে, এখন সে উপাস্য প্রতিমা।

শকুন্তলা আর্য্য-ঋষির দুহিতা, আর্য্যভাবময়ী। হৃদয়ের অমূল্য রত্ন প্রেম কথায় প্রকাশ করা তাদৃশী কুমারী কন্যার কদাচ স্পৃহণীয় হইতেই পারে না। প্রেমের পণ্যচর্চ্চা আর্য্য-হৃদয়ের একান্ত গর্হণীয়। তাই প্রিয়ংবদা বা অনসূয়া শত চেষ্টা করিয়াও, শকুন্তলার মনের একটি কথাও বাহির করিতে পারেন নাই। সেই বনতোষিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে শকুন্তলা একবার তাঁহার হৃদয়ের মিলনাশাময়ী পবিত্র কল্পনার ঈষদুন্মেষ অজ্ঞাতসারে প্রদর্শন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এইক্ষণে সেই শকুন্তলাই, কুশক্ষতচরণা ও কুরুবক-শাখা-লগ্ন-বল্কলা হইয়া, রাজাকে বক্রকণ্ঠে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, অপ্রবুদ্ধভাবে আত্মহৃদয়ের সেই মধুর মিলন-কল্পনার পূর্ণমূর্ত্তি দেখাইলেন। জড় বনতোষিণীর ও সহকারের সমীপে, তাঁহার হৃদয়ে যে ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, অর্দ্ধচেতন দুষ্মন্তের সম্মুখে তাহা বর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পূর্ণায়ত হইল। বহির্জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও জড়ের আশ্রয়ে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিল।

শকুন্তলা আশ্রমবাসিনী তাপস-কন্যকা, তপশ্চর্য্যাই তাঁহার প্রধান ব্রত। তিনি কোন ফলকামনায় তপশ্চর্য্যা করেন না। ধর্ম্মসঞ্চয়-মানসে লতাপাদপে জলসেচন বা হরিণশিশুকে আহার দান করেন না। আশ্রমে থাকিলে এ সকল করিতে হয়, সকলে করে, তিনিও করেন। হিন্দু গৃহস্থ নির্লিপ্তভাবে সংসারাশ্রমের নিত্যকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন, ইহাই তাঁহারা জানেন। ইহাই সকল আশ্রমের তুল্য ও মুখ্য উপদেশ। কি পর্ণকুটীরবাসী ও ফলমূলাশী তপস্বী, কি সৌধতলনিবাসী গৃহী—সকলেই, এইভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করেন। নিজের জন্য তাঁহারা ব্যস্ত নহেন, পরের ভাবনাই তাঁহাদের অধিক। তাই তাঁহাদের হৃদয়ে যদি কখনও আপনার ভাবনা জাগিয়া উঠে, তবে, তখনই তাঁহারা বিচলিত হন। এই ভাব হিন্দুর মজ্জাগত। মজ্জাগত বলিয়াই, রাজা দুষ্মন্তকে প্রথম দেখিবার পর যখন শকুন্তলার হৃদয়ে আপনার ভাবনা উদিত হইয়াছিল, তখন তিনি, সেই অপরিচিত ভাবের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেও কিন্তু, ঐ ভাব যে আশ্রমবাসীর হৃদয়ের 'বিরুদ্ধ', 'তপোবনের বিরুদ্ধ', ইহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। শকুন্তলা যদি 'শকুন্তলা' না হইতেন, তবে তাঁহার হৃদয়ে হয় ত, ঐপ্রকার 'বিরুদ্ধত্ব'-জ্ঞানের উদয়ই হইত না, তিনি প্রথম হইতেই ঐ ভাবের বন্যায় আপনাকে ভাসাইয়া দিতেন, প্রতি পদে আত্মগোপনের প্রয়াস করিতেন না, আপনাকে জগতের অন্তরালে রাখিতে অত আগ্রহবতী হইতেন না। কিন্তু এমন যে শকুন্তলা, তাঁহাকেও শেষে স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিতে হইল!

প্রেমে হউক, শোকে হউক, স্নেহে হউক, অনুরাগে হউক, মানুষের মন যখন মাতিয়া উঠে, পাগল হইয়া যায়, তখন তাহার আত্মধারণ-ক্ষমতাও ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসে। মানুষ ত চেতন জীব, অচেতন পৃথিবী পর্য্যন্ত, নব-জল-সম্পাতে রোমাঞ্চিত হইয়া বক্ষের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক হৃদয়-নিহিত সৌরভ বিকীর্ণ করে, জড় জলদের আগমন-ধ্বনি শ্রবণে হৃদয়ের লুক্কায়িত বৈদূর্য্যরত্নে সেই নবীন মেঘকে সংবর্দ্ধিত করিয়া লয়। মানুষের ত কথাই নাই। সেই মানুষের মধ্যে আবার যাঁহারা সংসারোদ্যানের শিরীষবৎ কোমলহৃদয়া রমণী, যাঁহাদের হৃদয় কেবল প্রেম, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি স্বর্গীয় উপাদানেই গঠিত, তাঁহাদের হৃদয় যখন বর্ষার কূলপ্লাবিনী সাগরগামিনী স্রোতোবহার ন্যায় উচ্ছল হইয়া উঠে, আত্মবিস্মৃত হইয়া লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ করে,—কাহার সাধ্য? তাই শকুন্তলা যখন

অনসূয়া।— অজ্জ ইমিণা আবন্নঅব্‌ভুত্তেণ পজ্জাউল ম্হ। অণুজ্জাণাহি ণো উডঅগমণস্স ॥ ১২৯॥

রাজা।—(অসম্ভ্রমম্) গচ্ছন্তু ভবত্যঃ। বয়মপ্যাশ্রমপীড়া যথা ন ভবতি তথা প্রযতিষ্যামহে (সর্ব্বে উত্তিষ্ঠন্তি)॥ ১৩০ ॥

সখ্যৌ।—অজ্জ অসম্ভাবিদঅদিহিসক্কারা ভূও বি পেক্‌খণণিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিণ্ণবিদুং ॥ ১৩১ ॥

রাজা।— মা মৈবম্। দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোঽস্মি। ॥ ১৩২ ॥

প্রাকৃতাম্মুবাদ।—আর্য। অসম্ভাবিতাতিথি সংকারাঃ ভূয়ঃ অপি প্রেক্ষানিমিত্ত লজ্জামহে আর্য্য বিজ্ঞাপয়িতুম্ ॥ ১৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—মহাশয়! এই 'অরণ্য-বৃত্তান্তে' (অর্থাৎ বন্যগজের সংবাদে) আমরা বড়ই আকুল হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং অনুমতি করুন, আমরা পর্ণশালায় যাই ॥ ১২৯ ॥

রাজা।—(প্রশান্তভাবে) তোমরা যেতে পারো। আমিও যাই, যাহাতে আশ্রমের আর উপদ্রব না ঘটে, তৎপক্ষে যত্ন করি গিয়া। (সকলেই উঠিলেন) ॥ ১৩০ ॥

সখীদ্বয়।—মহাশয়! যেমন ভাবে করা উচিত, আমরা তেমন করিয়া আপনার আতিথ্য-সংকার করিতে পারি নাই, সুতরাং আর একবার দেখা দিলে কৃতার্থ হইব—এ কথা বলিতে বড়ই লজ্জা হইতেছে ॥ ১৩১ ॥

রাজা।—সে কি? না-না, তোমাদের দেখিয়াই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এর বাড়া আবার কি অতিথি-সংকার আছে? ॥ ১৩২ ॥

দুষ্যন্তকে দেখিলেন, এবং দেখিয়াই খরস্রোতা সাগরোন্মুখী তরঙ্গিণীর ন্যায় সেই দিকে ছুটিলেন, অবশ-হৃদয়ে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত চলিতে লাগিলেন, তখন যদিও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বসংস্কার তাঁহার মগ্নমনে উদিত হইতেছিল, কিন্তু তাহা তাঁহাকে আর ফিরাইতে পারিল না। তাই, দুষ্যন্ত যেমন তাঁহাকে দেখিয়া, তিনি পরিণয়যোগ্যা কি না, সদ্বংশ-সম্ভবা কি না, প্রভৃতি কত কি বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, শকুন্তলা ও সব। কিছুই করেন নাই, বা করিতে পারেনও নাই। তিনি দুষ্যন্তকে দেখিয়াই আত্মবিস্মৃত হইলেন। দুষ্যন্ত যে পুরুবংশের প্রধান পুরুষ, ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি, ইহা জানিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আত্মভ্রম ঘটিল। শকুন্তলার—যেমন দর্শন, অমনি আত্মসমর্পণ, আর দুষ্যন্তের—কত বিচার, কত বিতর্ক, কত সংশয়, পরে নিশ্চয়-জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, শেষে আত্মদান।

যে স্থানে ভ্রমরের দৌরাত্ম্যে শকুন্তলার বিভ্রম ঘটিয়াছিল, অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সহিত শকুন্তলার কত প্রণয়ের কোপ, কলহ-বাদানুবাদ হইয়াছিল, যে স্থানে গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে মুখরা প্রিয়ংবদা বাহুলতার আবেষ্টনে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন,—দুষ্যন্তকে সেই স্থানে, সেই বনতোষিণীর পার্শ্ববর্ত্তিনী, প্রচ্ছায়-শীতলা সপ্তপর্ণবেদিকায় একাকী ফেলিয়া শকুন্তলা সখীদ্বয়ের সহিত চলিয়া গেলেন। সখীরা আশ্রমবাসিনী ও একান্ত সরল-হৃদয়া। জগতের কোন জটিল ভাবনাই তাঁহাদের নাই, মনে কখনো উদিতও হয় না। তাঁহারা স্ব-স্ব প্রতিভাবলে, উপস্থিতমতে, দুষ্যন্তের কথাবার্ত্তায় উত্তর-প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন মাত্র। কোন মৃগ পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিলে যেমন তাঁহারা তাহাকে জল দান করেন, আশ্রমের আতপদগ্ধ পাদপনিচয়কে যেমন তাঁহারা সলিলসেকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন, শুক-ময়ূরদিগকে যেমন তাঁহারা আহার দান করেন, ঠিক সেই বুদ্ধিতে দুষ্যন্তকেও তাঁহারা আতিথ্য করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য-বিহীন হৃদয়ে কাজ করাই তাঁহাদের আশ্রমের ধর্ম্ম। তাঁহাদের হৃদয় যেমন মুক্ত গগনের ন্যায় নির্ম্মল ও প্রাতঃসমীরণের ন্যায় পবিত্র, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপও তদ্রূপ। তাই তাঁহারা রাজাকে সেই লতাকুসুম-পরিবেষ্টিত, জনপ্রচারবর্জ্জিত সপ্তপর্ণবেদিকায় বিসর্জ্জন দিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় অদ্যও প্রসন্ন-হৃদয়ে কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর শকুন্তলা? শকুন্তলা কণ্বের, তথা কণ্বাশ্রমের যথাসর্ব্বস্ব। তাঁহার উপর আশ্রমের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া, মহর্ষি নিশ্চিন্ত-মনে, তাঁহারই দুরদৃষ্ট-খণ্ডনের নিমিত্ত তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। অতিথি-সংকার তাঁহারই করিবার কথা। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা বার বার সে কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়াও দিয়াছিল। অতিথির অর্চ্চনার নিমিত্ত উটজ হইতে ফলমিশ্রিত অর্ঘ্য আনিতে তাঁহাকে কত না অনুরোধ করিয়াছিল, তিনি তাহা করেন নাই। করিতে পারেন নাই। মহর্ষির সমস্ত ভার যে ভাবে বহন করা উচিত, তাহা তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে নাই। ইহাতে আশ্রমধর্ম্মের কোন হানি না হইলেও, শকুন্তলার আত্মকর্ত্তব্যের বুঝি সম্যক্ পরিপালন করা হয় নাই। যে প্রণয়ের অঙ্কুরেই এইপ্রকার আত্মবিস্মৃতি, সে প্রণয়ের পূর্ণাবস্থা যে কীদৃশী, তাহা চিন্তার বিষয়। পরিণামে যে আত্মবিস্মৃতির ফলে, অতিথিরূপী দুর্ব্বাসার অভিশাপ পতিত হইবে, কবি, এই প্রথম সন্দর্শনেই তাহার রেখাপাত করিলেন। যে সম্মোহ এই প্রথম দর্শনে শকুন্তলাকে অর্ঘ্যানয়নে বিস্মৃত করিল, সেই সম্মোহই পরে, পরিণতাকারে, কুটীরদ্বারোপনত দুর্ব্বাসাকেও শকুন্তলা কর্ত্তৃক বিস্মারিত করিবে। শকুন্তলা কর্ত্তৃক অতিথির অপরিজ্ঞান-রূপ অপমান এবং তাহার বিষময় ফলে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত—এই সমুদয়ের জন্য, কবি যেন সামাজিকদিগকে প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

শকুন্তল ॥—অণসূএ অহিণঅকুসসূঈএ পরিক্খদং মে চলণং কুরবঅসাহাপরিলগ্গং অ বক্কলং। দাব পরিবালেধ মং জাব ণং মোআবেমি। (রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা) ॥১৩৩॥

রাজা।— মন্দোৎসুক্যোঽস্মি নগরগমনং প্রতি। যাবদমুযাত্রিকান্ সমেত্য নাতিদূরেণ তপোবনস্য নিবেশয়েয়ম্। ন খলু শক্নোমি শকুন্তলাব্যাপারাদাত্মানং নিবর্ত্তয়িতুম্। মম হি

গচ্ছন্তি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্তিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥ [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ॥ ১৩৪ ॥

প্রথমোঽঙ্কঃ

প্রাকৃতভাষানুবাদ।—অনসূয়ে! অভিনবকুশসূচ্যা পরিক্ষতং মে চরণং কুরুবক-শাখাপরিলগ্নং চ বল্কলম্। তাবৎ পরিপালয়তং মাং যাবৎ এতৎ মোচয়ামি ॥ ১৩৩ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—ওলো অনসূয়ে! অভিরোপিত কুশাঙ্কুরে আমার পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, আর পরিহিত বল্কলখানিও কুরুবকতরুর ডালে জড়াইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর, আমি ততবেলা বাকলখানা ছাড়াইয়া লই। (বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বাকল ছাড়াইবার ছলে রাজাকে দেখিতে দেখিতে মন্দগমনা শকুন্তলা সখীদ্বয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন) ॥ ১৩৩ ॥

রাজা।—নগরে ফিরে যেতে আর ইচ্ছা নাই। যাই—সঙ্গের লোকজনগুলিকে জড় করিয়া, তপোবনের অদূরে রাখিয়া আসি গিয়া। এ কি হলো? শকুন্তলার কথা ত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না, কোন রকমেই ত মন ফিরাইতে পারিতেছি না। যাচ্ছি—সম্মুখে চলিয়াছি বটে, কিন্তু আমার চঞ্চল হৃদয় পিছনের দিকে,—সেই কথ-দুহিতার দিকে যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। হৃদয় হারাইয়া শুধু মাংসপিণ্ডময় দেহটাই যেন এগিয়ে যাচ্ছে, প্রাণটা সেইখানে পড়িয়া আছে। বাতাসের প্রতিকূলে জোর করিয়া একটা ধ্বজদণ্ড লইয়া চলিলে, তাহার অতি সূক্ষ্ম পশমী নিশানটা যেমন পেছনবাগে পতপত উড়িতে থাকে, শুধু দণ্ডটাই সম্মুখের দিকে যায়, আমারও আজ সেই দশা ঘটিয়াছে। (সকলের প্রস্থান) ॥ ১৩৪ ॥

ইতি প্রথম অঙ্ক।

শকুন্তলা সমবয়স্কা সখীদিগের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া,—তপোবনের কোন্ গাছটিতে নূতন পাতা বাহির হইল, কোন্ লতাটিতে ফুল ফুটিল, কোন্ লতিকা কোন্ তরুকে স্বয়ং বরণ করিল,—এই সমুদয় নির্ম্মল দৃশ্য দেখিয়া দিন কাটাইতেন। দিনযামিনী তরুলতার সহবাসে তাঁহার হৃদয়খানিও যেন তরুলতিকার ন্যায় নির্ম্মল ও সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। যখন তিনি জলসেচনের জন্য উপস্থিত, সখীদিগের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত, দেখিয়াছি, তখন তাঁহার সমস্তই সুন্দর, সমস্তই নির্ম্মল। অনসূয়া বলিল, 'এই লতাটিকে বুঝি ভুলিয়াছিস্,' অমনি তিনিও জবাব দিলেন,—'উহাকে যে দিন ভুলিব, সে দিন নিজেকেও ভুলিয়া যাইব।'—এত সুন্দর, এত কোমল, এত নির্ম্মল—তাঁহার অন্তঃকরণ। কবি প্রথমতঃ, সখীদের সহিত দুই চারিটি কথাবার্ত্তা বলাইয়া শকুন্তলার হৃদয়খানি যেন খুলিয়া দেখাইলেন যে, সে বালিকা-হৃদয়ের কোথাও কোন প্রকার রেখা বা বিন্দুটি পর্য্যন্ত নাই, সে হৃদয়ের সবটুকুই স্নেহ, সবটুকুই প্রীতি। সে হৃদয় বর্ষার জলাবৃত বা হেমন্তের শিশিরাবৃত গগনবৎ নহে, সে হৃদয় শরদাকাশবৎ নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত। শরতের তটিনীর ন্যায় সে হৃদয় স্বচ্ছ ও মন্দপ্রবাহপূর্ণ, তাহা বর্ষার নদীর ন্যায় কূলপ্লাবিনী নহে। যখন শকুন্তলার হৃদয় এমনই সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ, কুসুমিত লতিকার ন্যায় আপনার সৌরভে আপনিই সৌরভময়, সেই সময়ে কবি, সেই নির্ম্মল, সংসারবৃত্তান্ত-জ্ঞান-বিমুঢ় সরল হৃদয়ে প্রণয়ের প্রথম অরুণ-কিরণ-পাত করিলেন। পরিপাকোন্মুখ কমলের উপর বালার্কমরীচি পতিত হইয়া যেমন তাহাকে সহসাই রূপান্তরিত করে, তাহার অস্ফুট কোরকাকৃতি প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত করে, কবিও তদ্রূপ, শকুন্তলার অস্ফুট হৃদয়-কুসুম প্রণয়ের প্রভাতরাগে প্রস্ফুটিত করিয়া লইলেন। সেই কাননের প্রান্তদেশে, সপ্তপর্ণবেদিকায়, শকুন্তলার হৃদয়-গগনে এই যে নবীন অরুণরাগ উদ্ভাসিত হইল, সখীরা ইহার কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু শকুন্তলা কতকটা যেন বুঝিলেন। কিন্তু তিনি তাপস-দুহিতা, সংযম-প্রধান আশ্রমের অধিদেবতারূপিণী, তাঁহার হৃদয়ের পরিমাণ অনেক, তাহা সহজে পরিপ্লবের নহে। তাই তিনি নিজের মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে ঐ নবোদিত আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া রাখিলেন ॥ ১২৬-১৩৪ ॥